Gold Fish Have No Hiding place

James Hadley chase

Translated by Souren Dutta

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৬০

এ রায় কর্তৃক এ পি পি'র পক্ষে প্রকাশিত ও এ পি প্রেস
১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
হইতে মুদ্রিত।

মূল্য ঃ ত্রিশ টাকা

দি গোল্ড ফিস হ্যাভ নো হাইডিং প্লেস

দি গোল্ড ফিস হ্যাভ নো হাইডিং প্লেস
দি গোল্ড ফিস হ্যাভ নো হাইডিং প্লেস
দি গোল্ড ফিস হ্যাভ নো হাইডিং প্লেস
দি গোল্ড ফিস হ্যাভ নো হাইডিং প্লেস

□ এক □

আমার একটা নিজস্ব বাড়ি আছে। রবিবারের এই তপ্ত দুপুরে আমি ঠিক করলাম এই সুযোগে নিজের দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখতে হবে, লিণ্ডা ও আমার মধ্যে যদি কোন ব্যবধান থেকে থাকে তো সেটা কমাতে হবে। আর দেখতে হবে আমার আর্থিক অবস্থা, যা আদৌ স্বাস্থ্যকর নয়।

লিণ্ডা এখন মিচেলের কাছে রয়েছে। আমার কাজ আছে বলে আমি তাকে এড়িয়ে গিয়েছিলাম। রাগ করে লিণ্ডা তার সাঁতারের পোষাক নিয়ে চলে গিয়েছিল মিচেলের বাড়িতে, যাওয়ার আগে সে আমার কাছ থেকে একটা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে যায়, পরে এক সময়ে আমি মিলিত হবো তাদের সঙ্গে। তবে আমি এও জানি যে, আমি সেখানে গেলে বা না গেলেও কোন পরোয়া করবে না সে। কারণ আমার জীবনে যতো ভুল-ভ্রান্তিই থাকুক না কেন, আমার কর্মব্যস্ত জীবনে এই রবিবারটা হলো অতি বিরলতম অবসর বিনোদনের দিন যখন আমি ব্যস্ত থাকতে পারি কেবল নিজের চিন্তায়; আর সেই সুযোগ আমি কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেবো না।

তাই আমি রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে তাকালাম নিজের দিকে। আমার বয়স এখন আটত্রিশ, স্বাস্থ্যবান এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে মস্তিষ্ক সৃজনী ক্ষমতার অধিকারী। তিন বছর আগে 'লস এঞ্জেলস হেরাল্ড' পত্রিকার একজন লেখক সাংবাদিক ছিলাম। কাজটা আমার কাছে বিরক্তিকর বলে মনে হতো, কিন্তু সেই পেশা আমার জীবনে যথেষ্ট স্বচ্ছলতা এনে দিয়েছিল, উচ্চ-বিত্ত জীবন যাপনের সুযোগ করে দিয়েছিল। তাছাড়া সবেমাত্র লিণ্ডাকে বিয়ে করেছিলাম আমি, উচ্চাভিলাষী সে, বিলাসবহুল জীবণ-যাপনে অভ্যস্ত, তাই তখন আমার কাছে স্বচ্ছলভাবে বেঁচে থাকাটা খুবই জরুরী বলে মনে হয়েছিল।

সানফ্রান্সিসকোয় একদিন এক সন্ধ্যায় তথাকথিত উঁচু মহলের এক ককটেল পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম, সেখানে সমাজের চাঁই চাঁই লোকেরা অভ্যাগত, তারা সেখানে মিলিত হয়ে তাদের কাজ কারবার নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত যখন, তাদের স্ত্রীরা তখন তাদের মদত দিয়ে চলেছে পিছন থেকে সেই পার্টির শোভা বর্ধন করে। সেই পার্টি থেকে আমার পাওনা বলতে সামান্যই ছিলো, তবে সেখানে না গেলে হয়তো আমাকে একটা কিছু হারাতে হতো। তাই তারপর থেকে আমি ঠিক করেছি, আমার পক্ষে সম্ভব হলে এ ধরনের পার্টিতে যোগদান করার সুযোগ পেলে কখনো

হারানো উচিত নয়। হাতে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, আর আমার চিন্তা ছিলো কখন সেখান থেকে সরে পড়বো, ঠিক তখনি আমার কাছে এসে দাঁড়ালো হেনরী চ্যান্ডলার।

দুশো মিলিয়ন ডলারের মালিক এই হেনরী চ্যান্ডলার। তার ব্যবসার পরিধি ছিলো কম্পিউটর, রান্নাঘরের সরঞ্জাম এবং হিমঘরের খাবার বেচা-কেনার। এসব ছাড়া তার একটা বাড়তি ব্যবসাও ছিলো, 'ক্যালিফোর্নিয়া টাইমস' ও বিত্তবানদের কাছে ফ্যাসান বিক্রির মাধ্যম হিসাবে লাভজনক 'ভোগ' পত্রিকার মতো এক সাময়িক পত্রিকারও মালিক ছিলো সে। শহরের সেরা ধনী ও টাকার জোরে সেই শহরের ধনী লোকদের কাছে নিজের একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল, সবাই পছন্দ করতো তাকে, তার সঙ্গ পাওয়ার জন্যে কামনা করতো।

'শুনছো', সে তার কালো চোখের দৃষ্টি আমার দিকে ফেলে বলে, 'আমি তোমার লেখা রোজই পড়ে থাকি। তোমার লেখা আমার খুব পছন্দ। তোমার লেখনী-শক্তি প্রখর, প্রতিভাও আছে তোমার। কাল সকাল দশটায় আমার সঙ্গে দেখা করো।'

তার অফিসে গিয়ে পরদিন সকাল দশটায় দেখা করলাম, তার প্রস্তাব খুব মন দিয়ে শুনলাম। 'ভয়েজ অফ দ্য পিপল' নামে একটা মাসিক পত্রিকা বার করতে চায় সে। এই নতুন পত্রিকা সারা ক্যালিফোর্নিয়ায় ছড়িয়ে দিতে চায়—উদ্দেশ্য হলো সমালোচনা ও প্রতিবাদ করা। 'এই প্রদেশটা', বললো সে, 'দুর্নীতি, অসৎ এবং নোংরা রাজনীতিতে ভরে গেছে। আমি চাই, এই পত্রিকার ভার নাও তুমি। আমার একটা সংস্থা আছে, সেখান থেকেই তুমি তোমার প্রয়োজনীয় সব খবর পেয়ে যাবে। আমি তোমাকে এই পত্রিকার সাপাদক হিসেবে পেতে চাই, কারণ আমার বিশ্বাস, এ-পত্রিকা একমাত্র তুমিই চালাতে পারো। তুমি তোমার পছন্দ মতো সহকর্মী নিতে পারো। ছোটো মাপের পত্রিকা, তাই আমার লোকজনদের নিয়েই আপাতত তুমি তোমার কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। খরচের জন্য চিন্তা করো না। পত্রিকা না চললেও দু'বছরের বেতন তুমি ঠিক পেয়ে যাবে, তবে আমার ধারণা এ পত্রিকা উঠে যাওয়ার মতো নয়। আমার একটা উন্নত ডিটেক্‌টিভ এজেন্সী আছে, তারা তোমাকে সাহায্য করবে সর্বতোভাবে। আইনগত ব্যাপারে তুমি আমার কাছ থেকে সব রকমের সাহায্য পাবে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, নির্ভয়ে তুমি তোমার কলম ব্যবহার করে যাবে। সরকারী অব্যবস্থা, অযোগ্য পরিচালন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ করবো আমরা, এছাড়া আমাদের আক্রমণের লক্ষ্য হবে পুলিশী দুর্নীতির বিরুদ্ধে, ঘুষখোর সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। আমি চাই ভদ্রতার মুখোস্ পরা লোকদের নগ্ন স্বরূপটাকে সকলের সামনে তুলে ধরা। সমাজের তথাকথিত গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের অন্ধকার দিকটার খবরাখবর গোপনে সংগ্রহ করে আমাদের এই নির্ভীক পত্রিকার

প্রকাশ করে দিতে চাই, যাতে করে আমাদের দেশের সৎ মানুষজন তাদের চিনে নিতে পারে। এতে তোমার আগ্রহ নেই?'

সেই পত্রিকার একটা সংক্ষিপ্ত খসড়া তার হাত থেকে নিয়ে আমি সেটার ওপর চোখ বুলিয়ে দেখতে থাকি। ব্যাপারটা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ, যা আমার জীবনে এর আগে কখনো ঘটেনি। পরে এ-ব্যাপারে আমি আলোচনা করি লিন্ডার সঙ্গে, আমার মতো সে-ও কেমন উত্তেজিত হয়ে ওঠে সব শোনার পর। তেমনি উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে সে, 'তিরিশ হাজার।' তার সুন্দর মুখখানি আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, 'তাহলে আমরা এরপর এই বাজে এ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে অন্য কোন ভালো ফ্ল্যাটে চলে যেতে পারবো, কি বলো?'

মনে পড়লো একজন উচ্চাভিলাষী রাজনীতিবিদের দেওয়া একটা ককটেল পার্টিতে প্রথম দেখি লিন্ডাকে, আর প্রথম সাক্ষাতেই প্রণয়, দারুনভাবে ভালোবাসে ফেলি তাকে। এই রোদ্রে বসে মুহূর্তের জন্যে লিন্ডার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সেই সুন্দর সুখকর মুহূর্তের কথারা মনে পড়ে গেলো আমার। তার মতো সুন্দরী মেয়ে আগে কখনো দেখিনি। স্বর্ণকেশী, অপরূপ রূপবতী, চমৎকার বড় বড় দুটি চোখ, আর তার সুন্দর সুগঠিত দেহখানি ঠিক যেন কোন শিল্পীর হাতে তৈরী একটি মডেল, দেহের কোথাও এতটুকু খুঁত নেই, নিপুণ হাতের সৃষ্টি।— ভারি পুরুষ্টু স্তন-জোড়া, সরু কোমর, ভরাট নিতম্ব এবং সুন্দর সুডোল লম্বা লম্বা দু'টি পা; এককথায় সেক্সের এক আদর্শ প্রতিমূর্তি যেন সে তার অমন সেক্সি-দেহ যে কোন ধ্যানমগ্ন যোগীরও ধ্যান ভঙ্গ করে দিতে পারে, তার সেই যৌনউত্তেজক দেহের একটা সামান্যতম অংশের স্পর্শে। ব্যাপারটা হলো, আমার লেখায় সমাজ দর্পনের মোটামুটি একটা ছবি প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যেতো, লিন্ডার অমন সেক্সি দেহের আকর্ষণে সমাজের যে সব ভালো ভালো লোক তার সংস্পর্শে আসতো আমি তাদেরই ঘরোয়া, কথা গোপন অবৈধ জীবনের কেচ্ছা কাহিনী আমার কলমের ডগায় তুলে ধরার চেষ্টা করতাম। লিন্ডা আমাকে বলেছিল, সে ভেবেছিল, আমি বুঝি স্বর্গের মতো রোমান্টিক। আর পাঁচটা হোস্টেসরা যেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনীতি-বিদদের ছায়াতলে ঘুরে বেড়ায় সে-ও ঠিক আমার পিছনে ছায়ার মতো অনুসরণ করতে থাকে। তারপর থেকে, আমার জীবনে তখন সে যেন এক জীবন্ত রঙ্গমঞ্চ, আমার সম্পর্ক কেবল এক সাংবাদিক ও আমার শিকার ধরার একটা মাধ্যম মাত্র। সে তার বন্ধু বান্ধবদের হুইস্কি পরিবেশন করে আপ্যায়ন করার ফাঁকে ফাঁকে তাদের চরিত্রের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটা আমার সামনে তুলে ধরতে গিয়ে আমাকে সে জীবনের একটা সুন্দর সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতির কথা কখন সে তার হাবভাবে প্রকাশ করে ফেলেছিল, আজ আর তা ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে এটুকু বলতে পারি, প্রথম সাক্ষাতেই আমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম বলেই বোধহয় তার সব

কথাতেই আমার সায় ছিলো, ভালো মন্দ বিচার করে দেখার মতো মানসিকতা আমার ছিলো না তখন। আমি তখন তার অন্ধপ্রেমে বিভোর। আমার তখন এমনি অবস্থা যে, যে কোন শর্তে আমি তাকে আমার সান্নিধ্যে পেতে ইচ্ছুক।

তা আমাদের সেই সাক্ষাতের এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাই। আমাদের বিবাহের সেই সোহাগ রাতে স্বামীকে যে কিছু দিতে হয় ব্যস, সেই নিয়মেই সে আমাকে তার দেহটা ব্যবহার করতে দিলো, আর তার সেই দেওয়ার মধ্যে তার মনের কোন তাগিদ ছিলো না। আমি তখন অনুভব করতে পারি, দেওয়ার মধ্যে দাতার যদি তেমন কোন আন্তরিকতা না থাকে, তাহলে গৃহীতার সেই নেওয়ার মধ্যে সেই অপার আগ্রহ, মাধুর্যতা, রোমঞ্চকর্তার কোন স্থান থাকতে পারে না। তবে তাতে আমি একটুও দমলাম না। আমি ভয়ংকর আশাবাদী; আমি যদি যথেষ্ট ধৈর্য ধরে থাকতে পারি, তাহলে মনে হয় একদিন না একদিন ঠিক তাকে জাগিয়ে তুলতে পারবো, তার মধ্যে সত্যিকারের নারীত্ব ফুটিয়ে তুলতে পারবো। কিন্তু কার্যত আমি তা করতে পারিনি। আমার সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে সে। তখন আমি তাকে আবিষ্কার করলাম, লিন্ডা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চায়, আমার চিন্তা তার মনে আদৌ স্থান পেতে পারে না ; আর তার লোভ কেবল টাকায়। তবু আমি নিরাশ হলাম না, তার চাহিদার কথা জানতে পেরে, আমার সাধ্যের অতিরিক্ত টাকা খরচ করতে শুরু করলাম তার পিছনে কারণ আমি তখন পাগল তার জন্যে, তার মন পাওয়ার জন্যে। আমার মনোভাব বুঝতে পেরে সে আমার সঙ্গে দর কষাকষি করতে শুরু করলো। আমাদের সেই ছোট্ট স্যাঁতসেতে এ্যাপার্টমেন্ট তার আদৌ পছন্দ ছিলো না, সেখানে থাকতে ঘৃণা বোধ করতো সে। নিজস্ব গাড়ি না হলে রাস্তায় চলাফেরা করতে মন চাইতো না তার। ব্যবসার ক্ষেত্রে আমি যদি গাড়ি ব্যবহার করে থাকি, তাহলে কেনই বা সে বাসে যাতায়াত করবে? আমি তাকে সত্যিই ভালোবাসতাম গভীরভাবে। তাই আমি তাকে সব সময়ে খুশী রাখতে চাইলাম। আমি তাকে টাকার সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলাম। কিন্তু জমানো টাকা এক সময়ে শেষ হয়ে আসবেই, এই ভেবে আমি তাকে আমার সঞ্চিত অর্থের অংকটা একদিন দেখিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, সে যে ভাবে বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে চায়, তা চিরদিন চালিয়ে যাওয়ার মতো সাধ্য আমার নেই। তাতে তার কোন আগ্রহ ছিলো না। 'তুমি একজন বিখ্যাত লোক,' স্রেফ জানিয়ে দিলো সে, 'লোকেরা সব সময় তোমার কথা বলে থাকে। অবশ্যই সফল হবে তুমি।'

টাকা-পয়সার ব্যাপারে আমি যখন খুবই উদ্বিগ্ন ঠিক তখনই চ্যান্ডলারের এই প্রস্তাবটা এলো আমার কাছে।

'আমি জানি, আমরা এখন কোথায় উঠে যেতে পারি', লিন্ডা বলে আমাকে, 'ইস্টলেকে। জায়গাটা চমৎকার। সব কিছুই আছে সেখানে। চলো কাল সেখানে গিয়ে একটা পছন্দ মতো বাড়ি নেওয়া যাক।'

আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, চাকরিটা এখনো পাইনি, চাকরিটা গ্রহণ করবো কিনা তাও ঠিক করিনি; ইস্টলেক জায়গাটা খুবই খরচবহুল, সেখানে এই তিরিশ হাজার ডলার দুদিনেই শেষ হয়ে যেতে পারে।

এটাই আমার সত্যিকারের প্রথম ঝগড়া। সেই প্রথম সে হিংস্র হয়ে উঠলো; রেগে গিয়ে ভয়ংকর রূপ ধারণ করলো। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ঘরের জিনিষপত্র ছুঁড়তে শুরু করলো আমার দিকে। তার অমন সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার দেখে আমি এতো বেশি আঘাত পেলাম যে, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা সব কিছু জলাঞ্জলী দিয়ে তখনি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললাম, চ্যান্ডলারের প্রস্তাবটা আমি গ্রহণ করবো। আর তার ইচ্ছা মতো তার সঙ্গে ইস্টলেকে যাবো, সঙ্গে সঙ্গে সে আমায় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ক্ষমা চেয়ে বলল, 'আমি খুব দুষ্টু, তাই না?'

এরপর যথারীতি চ্যান্ডলারের কাছে গিয়ে আমি তাকে বললাম, নতুন পত্রিকার সম্পাদক হবো। সে তার ডেস্কের পিছনে বসেছিল। দুশো মিলিয়ন ডলারের বিরাট ভারিক্কি ভাব ফুটে উঠেছিল তার চেহারায়। পাতলা ঠোঁটে ঝুলছিল দামী বিরাট সিগারেট একটা।

'চমৎকার ম্যানসন, আমাদের চুক্তিপত্র সব তৈরী হয়েই আছে।' একটু থেমে সে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানালো, তার সন্ধানী চোখ দু'টোর দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হলো আমার ওপর, 'একটা কথা বলি, এখন থেকে দুর্নীতি ও অসতের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে যাচ্ছো তুমি। মনে রেখো, তুমি হবে একটা কাঁচের বয়ামে বন্দী সোনালী মাছের মতোন। সাবধান, তোমাকে ফিরে আঘাত করার মতো সুযোগ কাউকে দেবে না। সোনালী মাছের লুকোবার স্থান কোথাও নেই, কথাটা মনে রেখো। আমার কথাই ধরো, আমি একজন আর তার জন্যে আমি গর্বিতও বটে। ঈশ্বরে বিশ্বাস আমার আছে। আমার ব্যক্তিগত জীবন সমালোচনার উর্দ্ধে। কেউ আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে আমার বদনাম করতে পারবে না। গাড়ি চালানোর সময় মদ খাই না; বোকার মতো কোন নারীর সঙ্গে অবৈধভাবে মেলামেশাও করিনা। তুমি একজন সম্মানিত বিবাহিত পুরুষ, মেয়েদের সঙ্গে ঢলানিপনা চলবে না, এড়িয়ে চলো তাদের। কোন ধারকর্জও করবে না। এসব ছাড়া এমন কোন কাজ তুমি করবে না, যাতে করে বিরোধীপক্ষরা তোমার দিকে আঙুল তুলে চোখ রাঙাতে পারে। একটু বিপথগামী হয়েছ কি তুমি অমনি দেখবে এই প্রদেশের খবরের কাগজগুলো তোমার পেছনে লাগতে শুরু করেছে। এখন তোমার প্রচেষ্টা হবে দুর্নীতি ও অসতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা, কড়া হাতে আক্রমণ করা; সেই কারণে এখন

থেকে তুমি তোমার অনেক শত্রু সৃষ্টি করতে চলেছো, পারলে তারা তোমাকে ক্রুশ-বিদ্ধ করতে পারে, বুঝলে ?'

'হ্যাঁ, আমি বুঝেছি', বললাম তাকে ; কারণ বছরে তার কাছ থেকে তিরিশ হাজার ডলার তখন আমার খুব দরকার ছিলো। কিন্তু চুক্তিপত্র সই করার পরেই, তার সঙ্গে করমর্দন করার পর এবং তার বিলাসবহুল অফিস ছেড়ে এসে আমার গাড়িতে উঠে বসার পরেই কেন জানি না আমার তখন মনে হলো, ইতিমধ্যেই আমি একজন দেনাদার ঋণী হয়ে পড়েছি ; ব্যাঙ্কে আমার ওভারড্রাফট। আমার স্ত্রী লিন্ডা দু'হাতে খরচ করতে ওস্তাদ ! এ হেন মেয়ের তিরিশ হাজার ডলার উড়িয়ে দিতে কতো সময়ই বা লাগতে পারে ?

এতো সব জানা সত্ত্বেও বোকার মতো আমি তার কথায় রাজী হয়ে গেলাম, পঁচাত্তর হাজার ডলারে ইস্টলেকে একটা বাড়ি কেনার জন্য। উচ্চ বিত্তবানদের জন্যে ইস্টলেকের বাড়িগুলো তৈরী হয়েছিল। ডিলাক্স বাড়িগুলো আরামদায়ক, এবং সাজানো রয়েছে কারপেট, ডিশ ধোয়ার যন্ত্র, এয়ার কণ্ডিশনার, এমন কি মালিকের নাম পর্যন্ত লেখা থাকে সেখানে। প্রায় দুশো একর জমির ওপর তৈরী কৃত্রিম লেকের চারধারে গড়ে ওঠা এই বাড়িগুলো। সেখানে আছে ক্লাবহাউস, ঘোড়ায় চড়ার ব্যবস্থা, সাঁতার কাটা পুল, ফ্লাড লাইটে গলফ খেলার ব্যবস্থা, আর আছে বিরাট একটা সেলফ্-সার্ভিস স্টোর—সব কিছু পাওয়া যায় সেখানে।

লিন্ডার ধারণা ইস্টলেক যেন একটা স্বর্গ। সেখানে তার প্রচুর বন্ধু-বান্ধব থাকে। সেখানে ছাড়া অন্য কোথাও যেন আমরা থাকতে পারিনা, এইভাবে বুঝিয়েছিল আমাকে। তার মন রাখতেই ইস্টলেকের সেই বাড়িটা আমাকে কিনতে হয় ধারকর্জ করে ; শুধু তাই নয়, সম্পত্তি-কর এবং আরও নানান খরচ বাবদ বছরে দশ হাজার ডলার ব্যয় করতে হবে আমাকে।

নুতন বাড়িতে উঠে যাওয়াতে লিন্ডার মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখলাম, খুব সুখী তখন। ঘর সাজানোর সরঞ্জাম কিনতে গিয়ে আমার সব জমানো টাকা খরচ হয়ে গেলো। স্বীকার করতেই হবে, বাড়িটা চমৎকার, আর আমি সেই বাড়ির মালিক হিসেবে নিজেকে গর্বিত বলেও মনে করি। কিন্তু সেই সঙ্গে নিত্য খরচের কথা চিন্তা করলে দমে যেতে হয়, জানি না সেই বিশাল ব্যয়-ভার কতদিন বহন করতে পারবো আমি। আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের মতোই সব যুবক-যুবতী। তবে আমার ধারণা, সেখানকার গৃহকর্তা তথা স্বামীরা আর্থিক দিক থেকে আমার চেয়ে অনেক বেশী স্বচ্ছল। প্রতি রাত্রে হয় আমরা তাদের আপ্যায়িত করতাম, কিম্বা তারা আমাদের আপ্যায়ন করতো। লিন্ডার একটা নিজস্ব গাড়ির প্রয়োজন ছিলো। তার জন্যে একটা অষ্টিন মিনি কুপার কিনতে হয়। কিন্তু তাতেও তাকে সন্তুষ্ট করা যায় না, কখনো করা সম্ভবও নয়। তার চাহিদার যেন শেষ নেই। তার বন্ধুরা

প্রায়ই পোশাক বদলায়, লেটেস্ট ফ্যাসনের পোশাক তৈরী করায়, তাহলে সে-ই বা পাবে না কেন? রান্নাবান্না করতে পারতো না সে, ঘরের কাজ কর্ম করতে ঘৃণাবোধ করতো, তাই কিমি নামের এক বলিষ্ঠ চেহারার মহিলাকে রাখতে হলো ঘরের কাজ কর্ম আর রান্নার কাজ করার জন্য! তার পিছু আমার খরচ পড়তো কুড়ি ডলার। চ্যান্ডলারের চুক্তিপত্রে সই করার সময় আমার মনে হয়েছিল তিরিশ হাজার ডলার বুঝি একটা বিরাট অঙ্ক, কিন্তু এতো সব খরচ করার পর দেখা গেলো সেটা কিছুই নয়।

তবে অবশেষে, ম্যাগাজিনটা দারুণ সাফল্য এনে দিলো।—আমার সৌভাগ্য, ওয়ালি, মিটফোর্ড ও ম্যাক্স বেরীর মতো দুজন নামী সাংবাদিককে আমার সঙ্গে পেয়ে গেলাম। চ্যান্ডলারের ডিটেকটিভ এজেন্সি সদা প্রবাহমান ঝর্ণার জলের মতো তথ্য সরবাহ করে চললো। আর্থিক দিক থেকে ম্যাগাজিনের কোন সমস্যা ছিলো না: মিটফোর্ড ও বেরীর সাহায্যে অনেক দুর্নীতির উৎস আমি উদঘাটন করলাম, আর সেই সঙ্গে সৃষ্টি করলাম অনেক শত্রু। সেটা আমাকে মেনে নিতে হলো। এর পর আমার লক্ষ্য হলো সরকারী শাসন ব্যবস্থার ও রাজনীতিবিদদের প্রতি। চতুর্থ সংখ্যার পর আমি বুঝতে পারলাম, আমি তখন সমাজের এক ঘৃণিত ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু আমি তখন দৃঢ় হাতে আমার পত্রিকার রাশ টেনে ধরে আছি, কারো চোখ রাঙানি হুমকি কিংবা ভালো লাগা না লাগা তোয়াক্কা করি না।

মাথার ওপরে সূর্য, সূর্যের উত্তাপ নিতে নিতে আমি আমার বর্তমান কাগজের কথা ভাবছিলাম! আমার এখন কি ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক অবস্থা। আমার এখন শত্রু অনেক, তাদের মধ্যে কেউ যদি আমার ব্যক্তিগত জীবনের তদন্ত করে বসে গোপনে! আমার এখন তিন হাজার ডলারের ওভারড্রাফ্‌ট চলছে। আমার এখন আয়ের অতিরিক্ত খরচ। লিন্ডার খরচের রাশ আমি টানতে পারবো না। কোন কূট স্যংবাদিক যদি তার কলমের খোঁচায় প্রকাশ করে দেয়, আমার আর লিন্ডার মধ্যে তেমন বনিবনা আর নেই; আমি জানি সেই খবরে চ্যান্ডলার দারুণ ঘাবড়ে যাবে, কারণ কলঙ্কহীন তাঁর বিবাহিত জীবন।

'দ্য ভয়েস অফ দ্য পিপল' পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় আমার আক্রমণের লক্ষ্য হলো পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন জন সুলজ। তার অস্বাভাবিক খরচের তালিকা দেখে আমার ভ্রূ কুঁচকে গেলো। নিজস্ব একটা ক্যাডিলাক গাড়ি, এক লাখ ডলারের বাড়ি, দুই ছেলেকে বিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে! আমি যা লিখেছি খাঁটি সত্যি, তবে পুলিশের চীফকে আক্রমণ করে নিজের বিপদ আমি নিজেই ডেকে আনলাম। আমি জানি এই ম্যাগাজিন একবার রাস্তায় বেরুলেই, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খুব সতর্ক হতে হবে: কোন ভুল পার্কিং নয়, মদ্য পান করে গাড়ি চালানো নয়: আমি জানি এই শহরের প্রতিটি পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হবে আমার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে

ধরতে।

শূন্য সুইমিং পুলের ধারে বসে ভাবছিলাম, আমি ভুল করছি না তো? চ্যাণ্ডলারের মানসিকতার সঙ্গে আমার কোন মিল নেই। আমি এখানে এসেছি অর্থ উপার্জনের জন্যে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য অন্য সমাজের অসৎ লোকেদের মুখোস খুলে দিতে গিয়ে তার জন্যে যদি আইনগত ঝামেলায় পড়তে হয় তাতেও রাজি সে, সে হলো একজন সমাজ সংস্কারক, কিন্তু আমি তো তা নই।

আগামীকাল মাসের পয়লা। এই দিনটি আমাকে মনে করিয়ে দেয় গত মাসের বিল পেমেণ্ট করতে গিয়ে আমি আর লিণ্ডা কত ধার দেনা করেছি। আমাদের আর্থিক অবস্থা মোটেই সুখপ্রদ নয়। হিসেব করতে গিয়ে দেখা গেলো, ইতিমধ্যে চ্যাণ্ডলারের কাছে তেইশশো ডলার ধার হয়ে গেছে। লিণ্ডার ব্যক্তিগত বেহিসেবী খরচ ছাড়াও আমাদের খরচের বইটার দিকে তাকাতে গিয়ে দেখতে পাই, সপ্তাহে দশ থেকে পনেরো জন অপরিচিতকে মদ মাংস খাওয়ানো, আমার আর লিণ্ডার গাড়ির খরচ, ঝির খরচ, আয়কর ও সম্পত্তি কর, দেখতে দেখতে চোখে ধাঁধা লেগে গেলো।

হতাশ হয়ে ভাবি, এখন এ অবস্থায় আমার কি করা উচিৎ। একমাত্র ব্যবস্থা হলো, ইষ্টলেকের বাড়িটা বেচে দিয়ে শহরে একটা ছোট এ্যাপার্টমেণ্ট দেখে সেখানে উঠে যাওয়া উচিৎ আমার। কিন্তু এদিকে এখানে আবার সাফল্যের দরুন আমি ভয়ঙ্কর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছি। এ অবস্থায় আমার এই গড়ে ওঠা পরিচিত জনদের ছেড়ে চলে যাওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এও এক সমস্যা বটে।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। হ্যারী মিচেলের ফোন।

'হাই! স্টেভ তুমি কি এখানে আসছো? তোমার জন্যে একটা স্টিকের ব্যবস্থা করবো?'

একটু ইতস্ততঃ করে ভাবলাম, দূর, এসব দেনা-পাওনার হিসেব করে কি লাভ? ঋণের বোঝা কি একটুও লাঘব হতে তাতে। তাই মিচেলের কথায় সাড়া দিয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই হ্যারী, আমি এখুনি যাচ্ছি।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ভাবলাম, আগামীকাল একটা সমাধান পাওয়া যেতে পারে। যদিও আমার সাধারণ জ্ঞান বলে, তা সম্ভব নয়। তবু লিণ্ডার সঙ্গে কথা বলে দেখতে হবে একবার। যে ভাবেই হোক আমাদের এই বেহিসেবী খরচ অবশ্যই কমাতে হবে। আমি জানি, আমার কথায় গুরুত্ব দেবে না সে। তার সঙ্গে আমার শেষ বড় রকমের একটা ঝগড়ার কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। তবু তা সত্ত্বেও তাকে বলতেই হবে। খরচ আমাদের কমাতেই হবে। আমার সঙ্গে তাকে সহযোগিতা করতেই হবে।

ঘরে তালা লাগিয়ে গ্যারাজ থেকে আমার গাড়িটা বার করলাম। হ্যারী ও পাম মিচেলকে আমার বেশ ভালো লাগে। হ্যারীর অনেক টাকা, আমার তিনগুণ

নিশ্চয়ই হবে। রোববার তাদের বার-বি-কিউ-এর পার্টিতে তিরিশ জনের কম লোক হয় না।

তাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে গাড়ি চালানোর সময় কোন আশা না করেই নিজের মনে বলি, আগামীকাল দিনটা হয়তো আমার কাছে আরো আশাপ্রদ হয়ে উঠতে পারে।

সোমবার সকাল। আমার সেক্রেটারী জিন কেসি অফিসেই ছিলো, আমি অফিসে ঢুকতেই সে আমার চিঠিপত্রের আয়োজন করে দিলো।

এই জিন সম্পর্কে দু'-চার কথা বলি: ছাব্বিশের কাছাকাছি বয়স, দীর্ঘাঙ্গী, কালো হলেও তার শরীরের গড়ন ভালো, মুখখানি নিখুঁত সুন্দর, শতকরা একশো ভাগ যোগ্য সে। চ্যাণ্ডলারের চতুর্থ সেক্রেটারী এই জিন কেসি। কেসিকে আমার হাতে তুলে দিতে গিয়ে চ্যাণ্ডলার বলেছিল আমাকে, তোমাকে একটা খুব দামী জিনিষ উপহার দিতে যাচ্ছি, আর সেই দামি জিনিষ হলো এই কেসি নামে মেয়েটি।

'সুপ্রভাত, স্টেভ', আমার দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে বললো মেয়েটি, 'আপনাকে মিঃ চ্যাণ্ডলারের প্রয়োজন।'

'কেন, উনি কিছু বলেছেন নাকি?'

'না তো! ও'র কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক বলেই তো মনে হলো আমার কাছে। ঝামেলার কিছু নেই।'

আমি আমার হাতঘড়ির দিকে তাকালাল—ন'টা বেজে আট।

'আচ্ছা উনি কি রাতে ঘুমোন না?'

হাসলো সে। 'প্রায় ঘুমোন না বললেই চলে···আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি।'

অতঃপর গাড়ি চালিয়ে চ্যাণ্ডলারের বিল্ডিং-এ গিয়ে হাজির হলাম।

তার মাঝবয়সী সেক্রেটারী হিম-শীতল চোখ দুটি তুলে চ্যাণ্ডলারের অফিস ঘরের দিকে তাকালো, 'মিঃ ম্যানসন, আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছেন মিঃ চ্যাণ্ডলার।'

বড় ডেস্কের পিছনে বসে চ্যাণ্ডলার তার চিঠিপত্র দেখছিল। আমি তার ঘরে ঢুকতেই সে তার চিঠিগুলোর ওপর থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকালো আমার দিকে। তারপর সে তার এক্সিকিউটিভ চেয়ারে হেলান দিয়ে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের চেয়ারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো—

'স্টেভ, চমৎকার কাজ করেছ তুমি। এইমাত্র সুলজের প্রুফ দেখলাম। মনে হয় এই দুর্নীতিপরায়ণ লোকটাকে আইনের জালে লটকানো যাবে। আবার বলছি, তোমার লেখাটা খুব ভালো হয়েছে।'

একটা চেয়ারে বসে বললাম, 'মিঃ চ্যান্ডলার। আমিও হয়তো আইনের জালে জড়িয়ে পড়তে পারি।'

দাঁত বার করে হাসলো সে। 'নিশ্চয়ই! আর সেই জন্যেই তো এ-ব্যাপার তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। এখন থেকে তুমি একজন চিহ্নিত ব্যক্তি হয়ে গেলে। পুলিশ তোমাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে। তারা আমাকে ভয় পেলেও তোমাকে তোয়াক্কা করবে না। আমি বাজী ধরে বলতে পারি, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পদত্যাগ করবে সুলজ। কিন্তু যাওয়ার আগে তোমার প্রতি চরম আঘাত হেনে যেতে পারে। তোমার ব্যাপারে আমি একটু যত্ন নিতে চাই।' একটু থামলো সে, আমাকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করার জন্যে। তারপর কি ভেবে জিজ্ঞেস করলো সে, 'ব্যক্তিগত কোন সমস্যা আছে তোমার?'

'তা কারই বা থাকে না বলুন?' উত্তরে বললাম, 'হ্যাঁ, আমার অনেক ব্যক্তিগত সমস্যা আছে।'

মাথা নেড়ে বললো চ্যান্ডলার, 'অর্থের থেকে খারাপ কিছু নয় তো?'

'না।'

'বেশ তো আমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নাও স্টেভ। আমার ম্যাগাজিনের জন্যে চমৎকার কাজ করেছো তুমি। তাই আমিও তোমার বিপদে-আপদে তোমার পাশে দাঁড়াতে চাই।'

'আমার সমস্যাটা কেবল টাকার।'

'আমিও সেটাই ভেবেছি। আমি জানি, আজকের মানুষ অতিরিক্ত খরচ করে ফেলে থাকে। তাদের স্ত্রীরা পরস্পর প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতে চায় আর তাতেই তোমাদের খরচ বেশি পড়ে যায়। মনে করো না যেন, তোমাদের এই সমস্যার ব্যাপারে আমি অবগত নই। তোমাদের এই সমস্যা আমার জীবনেও দেখা দিতে পারে। তোমার ঐ রগরগে লেখাটার ওপর তুমি অনায়াসে বোনাস দাবী করতে পারো আমার কাছ থেকে।' ডেস্ক থেকে সে তার চেকবই বার করে একটা চেকের ওপর কলম চালাতে গিয়ে বলতে থাকে, 'পাওনাদারদের কাছে তোমার যা দেনা সব মিটিয়ে দাও। আর এখন থেকে খরচের ব্যাপারে, তোমার স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করো। সুন্দরী রমণী সে মানছি, কিন্তু কোন নারী, সে যত সুন্দরীই হোক না কেন, তাকে যথেচ্ছাচার হতে দেওয়া উচিত নয়।'

চেকটা তুলে নিলাম আমার হাতে—দশ হাজার ডলারের চেক।

'ধন্যবাদ মিঃ চ্যান্ডলার।'

'কিন্তু এটা যেন আর না ঘটে। আমি যা বলি মনে রেখো। সোনালী মাছের লুকোবার কোন জায়গা নেই। আর তুমি থাকছো একটা মাছের বয়ামে। আমি তোমাকে ঐ চেকটা দিয়ে তোমার ঋণমুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিলাম। নতুন

করে জীবন শুরু করো এবার, তবে এখন যদি না তুমি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারো, তাহলে তুমি আমার লোক হয়ে থাকতে পারবে না।'

আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম।

'আমি বুঝেছি।'

তারপর সেখান থেকে সোজা ব্যাংকে গিয়ে চেকটা জমা দিলাম। ব্যাংকের ম্যানেজার এর্নি ম্যাহুর সঙ্গে কথা হলো। এই চেকে ওভারড্রাফ্ট ও আমার সমস্ত ধার দেনা মেটানোর পরেও আমার ব্যাংক একাউণ্টে বেশ ভালো একটা অংকের টাকা উদ্বৃত্ত থেকে যাবে। পিঠের ওপর থেকে এক টন ওজনের সিমেণ্টের একটা বোঝা যেন হাল্কা করে ব্যাংক থেকে ফিরে এলাম।

আমাদের আর্থিক অবস্থার প্রসঙ্গে লিণ্ডার সঙ্গে আলোচনা করার একটা দৃঢ় মনোভাব থাকলেও মিচেল পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটানোর দরুন, সেই সুযোগটা আর পাওয়া গেলো না। আমরা দুজনেই অল্প বিস্তর মাতাল হয়ে পড়েছিলাম, তাই বাড়ি ফিরেই আমরা সটান বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমি তাকে আদর করে তার সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু লিণ্ডা আমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে জড়ানো স্বরে বলে উঠলো, 'ওঃ ঈশ্বরের দোহাই, এখন নয়।' অগত্যা আমার দেহে ক্ষুধাটাকে তখনকার মতো ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হলো। তারপর দুজনেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। পরদিন সকালেই ঘুম ভাঙ্গতে দেখি, লিণ্ডা তখনো অঘোরে ঘুমচ্ছে। নিজের জন্যে কফি তৈরী করার পরেও দেখলাম, তেমনি গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে রয়েছে সে। আমি তখন কফি পান করে অফিসের পথে রওনা দিলাম।

সকালটা অতিবাহিত হলো ম্যাগাজিনের পরবর্তী সংখ্যার প্রস্তুতি নিয়ে। পুলিশ চীফের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার দরুন ১৫ হাজার কপি ছাপানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নিলাম। মধ্যাহ্ন ভোজের পর পরবর্তী সংখ্যার পরিকল্পনা করতে বসলাম। কাজের ফাঁকে চিন্তা করতে থাকলাম, আজ রাতে বাড়ি ফিরে গিয়ে লিণ্ডার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া অবশ্যই করতে হবে। আর তখন চ্যাণ্ডলারের উপদেশের কথাটা আমার মনে পড়ে গেল।

'...কিন্তু এটা যেন আর না ঘটে। আমি তোমাকে এই চেকটা দিয়ে তোমার ঋণমুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিলাম। নতুন করে জীবন শুরু করো এবার, তবে এখন থেকে যদি না তুমি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারো, তাহলে তুমি আর আমার লোক হয়ে থাকতে পারবে না......

এই সতর্কীকরণের মানে আমি বুঝি আর এও জানি, চ্যাণ্ডলার মুখে যা বলে, কাজও তাই করে থাকে। তাই আজ রাতে অবশ্যই লিণ্ডার সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে আর তাকে আমাদের বর্তমান অবস্থাটা স্বীকার করে নিতে হবে—এই

ভাবে, যথেচ্ছ খরচ করা চলবে না।

সামনেই যুদ্ধ—যুদ্ধ লিন্ডার সঙ্গে, বিষয় তার বেহিসেবী খরচে রাশ টানার পরামর্শ দেওয়া, জানি ব্যাপারটা অসম্ভব। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলাম এতক্ষন, এবার চেয়ার থেকে ওঠে আমার অফিস ঘরে একা একা পায়চারি করতে গিয়ে আমার কানে ভেসে এলো জিনের টাইপরাইটারের খট্ খট্ শব্দ। ওদিকে ওয়ার্লি মিটফোর্ডের স্টেনোকে ডিক্টেসন দেওয়ার আওয়াজও শুনতে পাচ্ছিলাম। ডেস্কের ঘড়ির দিকে তাকালাম—চারটে বেজে পনেরো। বাড়ি ফিরে গিয়ে লিন্ডার সঙ্গে আলোচনা করতে বসার আগে হাতে এখনো আমার দু ঘন্টা সময় রয়েছে।

দিনটা শেষ হয়ে আসছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলার সামনের গিয়ে দাঁড়ালাম। জানলার ফ্রেমে আঁটা আকাশ কুয়াশায় ছেয়ে যাচ্ছে। বাইরে অন্ধকার যেন দিনের শেষ আলোটুকুকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে একটু একটু করে।

বেল বাজল। 'মিঃ ম্যানসন, মিঃ গর্ডি এসেছেন', বললো জিন, 'তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

গর্ডি? নামটা ঠিক মনে পড়লো না। 'কি চায় সে?' জিজ্ঞেস করলাম।

খানিক বিরতি, তারপর জিনের কণ্ঠস্বর আবার ভেসে এলো দূরভাষে, এবার তার কণ্ঠস্বরে এক অদ্ভূত জড়তা অনুভব করলাম, মনে হলো, একটু ঝামেলায় পড়েছে সে, উনি বলছেন, ব্যাপারটা ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়।

'মিনিট তিনেক বাদে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও ওঁকে। এই সময়টা আমাকে রেকর্ডারে টেপ লাগাতে সাহায্য করবে। টেপটা চালু করে দিয়ে নতুন করে আর একটা সিগারেট ধরালাম।

ঠিক তিন মিনিট পরে দরজা খুলে দাঁড়ালো জিন, তার পাশে দাঁড়িয়েছিল, লম্বা রোগাটে চেহারার একজন লোক, পরণে ভালোভাবে বোনা একটা সোয়েটার। আমার অফিস ঘরে এসে ঢুকলো সে। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হবে। মাথায় টাক, চওড়া কপাল, চাপা চোয়াল, সরু নাক, গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, আর প্রায় ঠোঁট বিহীন মুখ।

উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করলাম তার সঙ্গে। উঃ তার হাতটা কি উষ্ণ আর কঠিন। 'মিঃ গর্ডি?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। জেসি গর্ডি।' হাসলো সে, হাসলে তার হলদেটে দাঁতগুলো বেরিয়ে আসে। 'আপনি আমাকে চিনবেন না মিঃ, ম্যানসন, আমি আপনাকে অবশ্যই জানি।'

আমি তাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে ভদ্রভাবে বললাম, 'বসুন ওখানে।'

'ধন্যবাদ।' চেয়ারে যুৎসইভাবে বসে ক্যামেন্স-এর একটা প্যাকেট বার করে সিগারেট ধরালো সে। তার হাবভাবে, চাল-চলনে এমন একটা অস্বাভাবিকতা

ছিলো, যা আমার নজর এড়ালো না, এবং সেটা আমাকে চিন্তায় ফেলে দিলো যেন।

'আপনার কি কিছু বলার আছে?' এই বলে আমি আমার ডেস্কের কাগজগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকি, হাবভাবে তাকে বুঝিয়ে দিতে চাই, নষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে নেই।

'মনে হয় আপনার জন্যে একটা খবর আমার কাছে আছে মিঃ ম্যানসন। সেই খবরটা দিয়ে আপনি একটা আকর্ষণীয় লেখা লিখতে পারেন আপনার ম্যাগাজিনের জন্য।' আবার সে হলদেটে দাঁতগুলো বার করে হাসলো, 'আপনাদের ম্যাগাজিন আমি নিয়মিতভাবে পড়ে যাচ্ছি : দারুণ চমৎকার। এই রকমই একটা ম্যাগাজিনের প্রয়োজন ছিলো এই শহরের জন্যে।'

'আপনি যে একথা ভাবেন, শুনে খুব খুশী হলাম মিঃ গর্ডি। তা এই খবরটা কি জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই! তবে প্রথমেই নিজের পরিচয় দিয়ে নিই। ইস্টলেক এস্টেট 'ওয়েলকাম সেল্ফ-সার্ভিস স্টোর'-এর ম্যানেজার আমি। আমার মনে হয় না, আপনি আমাদের স্টোরে কখনো এসেছিলেন, তবে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আপনার স্ত্রী আসেন আমাদের স্টোরে।' আবার তার সেই হলদেটে দাঁতগুলো ফুটে উঠলো তার মুখে। 'এখানকার এই ইস্টলেকের প্রতিটি মহিলা আমাদের স্টোর থেকে জিনিসপত্র কেনাকাটা করে থাকেন।'

লোকটার এমন মিষ্টিমিষ্টি কথার মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও একটা হুল লুকিয়ে আছে, সময় হলেই হয়তো সেটা প্রকাশ পাবে। তাই সতর্কতার সঙ্গে তার কথায় আগ্রহ প্রকাশ করলাম, উৎসাহ ভরে মাথা নাড়লাম, এবং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকলাম তার শেষ কথাটি শোনার জন্য।

'মিঃ ম্যানসন, আপনি এমন চমৎকার ম্যাগাজিন বার করেছেন, যা কিনা অসৎ লোকেদের আক্রমন করছে। চমৎকার প্রচেষ্টা, আর এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিলো', আরো বললেন গর্ডি, 'সব সংখ্যাগুলোই আমি পড়েছি, আর গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি পরবর্তী সংখ্যার জন্যে।' আমার কাঁচের ছাইদানির ভেতরে সিগারেটের ছাই ঝাড়বার জন্যে সেদিকে ঝুঁকে পড়লো গর্ডি। 'মিঃ ম্যানসন, আমার স্টোরে কয়েকটা ছোটখাটো চুরির ব্যাপারে আমি আপনাকে বেশ কয়েকটা চাঞ্চল্যকর তথ্য দিতে পারি। এটাকে ছোটখাটো চুরি বললেও সব মিলিয়ে বছরে প্রায় আশি হাজার ডলারের জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে আমার স্টোর থেকে।'

অবাক চোখে তার দিকে তাকালাম আমি।

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, এই এস্টেটের বাসিন্দারাই আপনার স্টোর থেকে বছরে আশি হাজার ডলারের জিনিষপত্র চুরি করে নিচ্ছে?'

মাথা নাড়লো সে। 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। জানি না, কেন এরকম ঘটছে, কিন্তু

লোকেরা তবু চুরি করে যাচ্ছে, এমনকি এদের মধ্যে কিছু কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও আছে, এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। ধরুন কোন বাড়ির পরিচারক হয়তো দশ ডলারের জিনিস কিনলো, সেই সঙ্গে দু প্যাকেট সিগারেট চুরি করে নিয়ে যাবে সে। একজন বিত্তবান মহিলা একশো ডলারের জিনিস কিনলে অবশ্যই সে এক বোতল দামী প্রসাধনী দ্রব্য চুরি করবে।'

তার এ-কথায় আমি এই প্রথম আগ্রহী হতে শুরু করলাম। তার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে দারুণ একটা গরম খবর ছাপানো যাবে 'দ্য ভয়েস অফ দ্য পিপল' ম্যাগাজিনে, এবং সেটা অবশ্যই চ্যান্ডেলারের খুব পছন্দ হবে।

'আপনি আমাকে অবাক করে দিয়েছেন মিঃ গর্ডি', আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এসবের কোন প্রামাণ আছে আপনার কাছে?'

'নিশ্চয়ই!' মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলে সে, 'খুব ব্যয়বহুল হওয়া সত্ত্বেও আমার পরিচালকরা সারা ষ্টোর কভার করার মতো দামী ক্যামেরা বসিয়েছে। যে কেউ যে কোন জিনিস স্টোর থেকে হাত-সাফাই করার চেষ্টা করলেই সেই সব ক্যামেরায় চুরির জিনিসসহ তার ছবি উঠে যাবে। সপ্তাহ দু'এক আগে সেই ক্যামেরা কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। আমার পরিচালকরা পরামর্শ করেছেন পুলিশ চীফের সঙ্গে। পুলিশ চীফ তাঁদের সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করে জানিয়েছেন, সেই ক্যামেরার ফিল্মগুলো সত্যিই যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহলে আসামীদের চুরির অপরাধে অভিযুক্ত করার বাবস্থা অবশ্যই করবেন তিনি।' একটু আরাম করার জন্যে চেয়ারে হেলান দিয়ে সে আবার বলতে শুরু করলো, 'এই মুহূর্তে আমার হাতে যে সব ফিল্ম আছে, সেগুলো অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু একটা কথা মিঃ ম্যানসন, সেগুলো ক্যাপ্টেন সুলজের হাতে তুলে দিতে একটু ইতস্ততঃ হচ্ছে আমার। ভাবছি তার আগে আপনার সঙ্গে এবং অন্য স্ত্রীদের স্বামীদের সঙ্গে পরামর্শ করবো, যারা আমার স্টোরের নিয়মিত খরিদ্দার।'

হঠাৎ আমার পিঠের শিরদাঁড়ায় একটা শীতল স্পর্শ অনুভূত হলো। 'মিঃ গর্ডি', আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না', আমার কণ্ঠস্বর দ্রুত হলো, 'কি বলতে চাইছেন বলুন তো?'

'মিঃ ম্যানসন, দয়া করে আমাদের সময় নষ্ট করবেন না। আপনার সময়েও মূল্য আছে, আর আমারও।' পকেট থেকে একটা খাম বার করে আমার ডেস্কের উপরে রাখলো সে। 'এটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখুন। কুড়ি ফুট দূর থেকে তোলা এই ছবি। আমার ধারণা, আপনার স্ত্রী মিসেস ম্যানসন যে সেই সব চোরেদের মধ্যে একজন, এই ফিল্ম সেটা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট।'

খামটা তুলে নিয়ে তার ভেতর থেকে একটা মসৃন ফটো বার করলাম। সেই ফটোটায় দেখতে পেলাম লিন্ডাকে, তার মুখে ফুটে উঠেছিল একটা সন্তর্পণ ভাব,

চ্যানেল নম্বর পাঁচ-এর একটা বোতল তার হাতব্যাগে পুরতে দেখা যাচ্ছে।

সেই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক ফটোটার দিকে তাকিয়ে আমি বসে থাকি—পাথরের মতো নিশ্চল, স্থির, অকম্পন।

'অবশ্যই তিনিই কেবল একমাত্র মহিলা নন', নম্রভাবে বললো গার্ডি 'ইষ্টলেকের অনেক মহিলাই এ ধরণের অন্যায় কাজ করে থাকেন। ছবিতে সবকিছু খুবই স্পষ্ট। এঁদের চুরির দায়ে অভিযুক্ত করতে ক্যাপ্টেন সুলজের কোন অসুবিধাই হবে না। আপনার চমৎকার, সুন্দরী স্ত্রী মিসেস ম্যানসনকে খুব সহজেই জেলে পোরা যেতে পারে।'

ফটোটা ধীরে ধীরে আমার ডেস্কের ওপরে নামিয়ে রাখলাম। উঠে দাঁড়ালো গার্ডি।

'অবশ্যই এটা আপনাকে আঘাত দিয়েছে, সে তার হলদে দাঁতগুলো বার করে বললো, 'এ-ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করার জন্যে আপনার কিছু সময়ের প্রয়োজন, এমন কি মিসেস ম্যানসনের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন আপনি। এমন একটা দুঃখজনক ঘটনার একটা সুরাহা করতে পারি আমরা। এইসব ফিল্মের ক্যাসেট ক্যাপ্টেন সুলজের হাতে তুলে দেওয়ার আগে আপনার স্ত্রীর অংশবিশেষ সরিয়ে দিতে পারি এর থেকে আপনাকে আমার পরামর্শ হলো বিশ হাজার ডলারের বিনিময়ে আপনার স্ত্রীর ফিল্মটা নিতে পারেন। আপনার আজকের সাফল্যের কাছে আশাকরি এ-টাকাটা খুব বেশি কিছু নয়। তাই আমি বলি কি আগামীকাল রাতে আসুন আপনি আমার বাড়িতে বিশ হাজার ডলার নগদ হাতে নিয়ে। এখানে আমার একটা ছোট্ট বাংলো আছে, খুব কাছে, ১৮৯ নং ইস্টলেক।' আমার চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো সে, বরফ শীতল তার চোখ, এখন তার হলুদ দাঁতগুলো ভয়ঙ্কর হিংস্র বলে মনে হলো। 'মিঃ ম্যানসন, তাহলে ঐ কথা রইলো, কাল রাত্রে…দয়া করে নগদে…', আর এরপর আমার অফিস থেকে বেরিয়ে গেলো সে। এদিকে লিন্ডার সুন্দর মুখখানির দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলাম আমি। তার এমন কাজ নীচ জঘন্য হলেও এখন তাকে অভিযুক্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা আমাকে করতেই হবে। কিন্তু কি ভাবে?

আমি সব সময় বলে এসেছি, আমাকে কেউ ব্ল্যাকমেল করলে আমি তখনি পুলিশের কাছে চলে যাবো। একমাত্র এইভাবেই সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যেতে পারে। কিন্তু সুলজের প্রতি আমার আক্রমণের ফলে এখন তার কাছে যাওয়া অসম্ভব। সে নিশ্চয়ই সমর্থন করবে গার্ডিকে, তবু লিন্ডার প্রতি একটুও করুণা প্রদর্শন করবে না, যদি না…

তবে কি আমি সুলজের ওপর আক্রমণ করা লেখাটা ফিরিয়ে নেবো? প্রেসে লেখাটা ছাপতে দেওয়ার আগে হাতে এখনো আমার সপ্তাহখানেক সময় আছে।

হাতে অন্য আরো লেখাও রয়েছে, কিন্তু সুলজের লেখাটা যে ইতিমধ্যে মনোনীত করে রেখেছে চ্যান্ডলার। এমন কি এই লেখা বাবদ সে আমাকে দশ হাজার ডলার বোনাসও দিয়ে দিয়েছে। আমার ধার দেনা পরিশোধ করার জন্যে। তাহলে আমি কি এখন বোঝাবো তাকে আমাদের তথ্যগুলি ধোপে নাও টিঁকতে পারে। আর আইনের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়তে পারি আমরা।

এই সময় আমার দরজায় ঠেলে দেওয়ার শব্দ হলো, পরমুহূর্তেই ওয়ালি মিটফোর্ড ঘরে এসে ঢুকলো।

'স্টেভ, নতুন হাইস্কুল বিল্ডিং কেলেংকারীর ব্যাপারে খসড়াটার ওপর চোখ বুলিয়ে দেখার মতো সময় হবে তোমার?'

আমি তখন একা একা চিন্তা করার কথা ভাবছিলাম। তা সত্ত্বেও বললাম তাকে, 'নিশ্চয়ই। বসো।'

একটা চেয়ারে বসে আমার ডেস্কেই ড্রয়ারের ভেতর চালান করে দিই। এবং টেপ রেকর্ডারের সুইচটা বন্ধ করে দিই।

বেঁটে ছোট-খাটো চেহারার মানুষ ওয়ালি, বেশ অমায়িক, বয়স চল্লিশের মধ্যে, পুরু কাঁচের লেন্সের আড়ালে তার চোখ দুটি প্রায় ঢেকে গেছে, বুলডগের মতো শক্ত চোয়াল। সাংবাদিকতায় তার গবেষণার কাজ সব থেকে ভালো।

হাইস্কুলের ব্যাপারে আমরা আলোচনা করলাম। এই বিল্ডিং-এর কণ্ট্রাক্টর নিয়োগ করে সিটি হল। ওয়ালির ধারণায় এই বিল্ডিং এর অনুমিত খরচ অনেক বেশি। অনুসন্ধান করে সে জেনেছে, আরো তিনজন কণ্ট্রাক্টরের অনুমিত খরচ সেই কণ্ট্রাক্টরের থেকে অনেক কম।

'এর জন্যে দায়ী হ্যামন্ড,' বললো সে, 'মোটা টাকার ঘুষ পাচ্ছে সে। আমরা তাকে বেকায়দায় ফেলতে পারি। তোমার কি মনে হয়?'

'দেখা যাক, তার ব্যাপারে ওয়েবার আরো কতো তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।'

চ্যান্ডলারের ডিটেকটিভ এজেন্সীর প্রধান হচ্ছে ওয়েবার।

ঠিক আছে।' আমার কথায় সায় দিয়ে ওয়ালি বলে, 'আচ্ছা স্টেভ, তুমি সুস্থ আছ তো? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ফ্লুতে আক্রান্ত।'

'মাথা ধরা ছাড়া আর কিছু নয়!' একটু থেমে বললাম, 'সুলজের ওপর লেখা ফিচারটা ছাপানো কি ঠিক হবে বলে তোমার মনে হয়?'

'ছাপানো মানে?' অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'এত দূর এগিয়ে এখন তুমি এই প্রশ্ন করছ? তুমি কি নিজেকে বোকা বানাতে চাইছ?'

'এখন ভাবছি, ফিচারটা ছাপানো হলে আমাদের অনেক ঝামেলায় পড়তে হতে পারে। মানে পুলিশ ক্ষেপে যেতে পারে। তার ফলে আমাদের সবার ওপর বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।'

'এই ফিচারটা প্রকাশ করার আগে আমরা অনেক পরিকল্পনা করেছিলাম। করিনি?' দাঁত বার করে হাসলো ওয়ালি, 'পরিকল্পনা তোমার, আর ফিচার লেখার ভার পরে আমার ওপর। অতএব আমরা দুজনেই যৌথভাবে এই ফিচারের দায়িত্বে আছি। তা এর মধ্যে চিন্তার কি আছে? পুলিশ আমাদের কিই বা করতে পারে? আমি তোমাকে পছন্দ করি, আমার মতো সাহসী হও।' আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সে এবার জানতে চায়, 'কিন্তু তুমি কি ভয় পাচ্ছো স্টেভ? তোমার অতীতের কোন গোপন কলঙ্ক আছে?' একটু থেমে সে বলে, 'সে যাইহোক, তাছাড়া এ ব্যাপারে বস আমাদের ইতিমধ্যেই সবুজ সংকেত দিয়েছেন। যদি কোন ঝামেলা হয়, তার মোকাবিলা করবেন তিনি। আর সেই দুর্নীতিপরায়ণ সুলজকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেই হবে!'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। তুমি বরং ওয়েবারের সঙ্গে কথা বলে দেখো। হ্যামন্ড সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারো কিনা।'

আমার দিকে তাকালো সে, তার চোখের চাহনীতে চিন্তার ছাপ, সে তার কাগজ-গুলো ডেস্কের ওপর থেকে গুছিয়ে নেয় ত্রস্ত হাতে। তারপর দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, 'স্টেভ, আজ রাতটা সহজভাবে নেওয়ার চেষ্টা করো। বাড়ি ফিরে গিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো।'

ওয়ালি চলে যাওয়ার পর টেপটা বন্ধ করে ক্যাসেটটা আমার পকেটে পুরে নিলাম। লিন্ডার ফটোটা ব্রীফকেসে রেখে দিলাম। তারপর জিনের অফিসে গেলাম।

'বাড়ি ফিরে যাচ্ছি জিন। মনে হচ্ছে আমার ঠান্ডা লেগেছে। তেমন কিছু ঘটলে ওয়ালি তোমার এখানে আসতে পারে।'

চিন্তিত ভাবে আমার দিকে তাকালো সে। 'বাড়িতে তোমার এ্যাস্প্রো আছে তো?'

'নিশ্চয়ই। কাল সকালেই আবার আমি সুস্থ হয়ে উঠবো দেখো। জিনের ঘর থেকে বেরিয়ে চলে আসার সময় ওয়ালির ঘরে উঁকি মেরে দেখি, তখনো বসে আছে সে সেখানে।

'আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি ওয়ালি, তেমন কোন গন্ডগোল হলে আমাকে ডেকে পাঠিও।'

'সে সব কিছু হবে না। তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো।' ওয়ালি মৃদু হেসে বলে, 'আবার বলছি তোমাকে, আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো, বুঝলে?'

একটু ইতস্ততঃ করলাম, কথাটা আমাকে জানতেই হবে, এই ভেবে শেষে তাকে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম, 'সিরলি কি ওয়েলকাম স্টোর্স' থেকে কেনাকাটা করে থাকে?'

ওয়ালির চমৎকার বাস্তববাদী স্ত্রী হলো এই সিরলি।

'সেই চোরেদের আস্তাখানার কথা বলছো তো?' মাথা নেড়ে বলে ওয়ালি, 'আমার যতদূর মনে পড়ে এ-ব্যাপারে এই ডিস্ট্রিক্ট-এ তারা শতকরা পনেরো ভাগ এগিয়ে আছে। এসব হলো ধনী আর বরদের ব্যাপার। স্টেভ, আমরা তাদের মুখোস খুলে দিতে পারি।'

'হ্যাঁ, এটা ভাববার বিষয় বটে। বেশ, কাল তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।' এই বলে এলিভেটারে চড়ে সোজা নীচে রাস্তায় এসে নামলাম। গাড়ীতে উঠে ইঞ্জিন চালু করে দিয়ে উইণ্ডশীল্ড মারফত বাইরের দিকে তাকালাম উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে। আমাকে কি করতে হবে? ভাবতে থাকি, কাল রাতের মধ্যে কুড়ি হাজার ডলার সংগ্রহ করতে হবে, তা না হলে লিণ্ডার সেই ফটোটা সুলজের হাতে চলে যাবে। আমি এখন অনুমান করে নিতে পারি, এর কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এমন একটা চমকপ্রদ খবর কেমন লুফে নেবে প্রেস। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দেবে চ্যাণ্ডলার। আমার প্রতিবেশীদের মনের প্রতিক্রিয়ার কথাও ভাবলাম। এই প্রথম আমি আমাদের বিবাহিত জীবনের কথা ভাবতে বসলাম, আমাদের কোন সন্তান না হওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

তবু পথ একটা বার করতেই হবে। আমি আমার ওভারড্রাফট মিটিয়ে দিয়েছি। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এর্নি ম্যাহু কি আমাকে কুড়ি হাজার ডলার আগাম দেবেন? না, এটা শুধুই কল্পনা। বড় জোর উনি আমাকে পাঁচ হাজার ডলার আগাম দিতে পারেন, তার বেশি নয়। কিন্তু বাকী টাকাটা পাবো কোথা থেকে? লু মেয়ারের কথা ভাবলাম, যে লোককে টাকা ধার দিয়ে থাকে, যাকে আমি আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিলাম। আমার আর এক গবেষক ম্যাক্স বেরী তার ব্যাপার ইতিমধ্যেই একটা ব্লুপ্রিণ্ট তৈরী করে ফেলেছে। শতকরা ষাট ডলার হারে সুদ নেওয়ার অভিযোগে আমরা তাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিলাম, এ-ব্যাপারে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছে ম্যাক্স। রক্ত-চোষা সুদখোর লোকটার শাস্তি হওয়াই উচিৎ। তবু এ সময় সেই ফিচারটা চেপে গেলে মেয়ার আমাকে ন্যায্য সুদে টাকা ধার দিতে পারে অন্ততঃ। কিন্তু পরক্ষণেই আমর মনে পড়ে গেলো, ম্যাক্স-এর প্রথম খসড়াটা আগেই দেখে নিয়েছে চ্যাণ্ডলার। আর সেটা মনোনীতও করে ফেলেছে।

এইসব কথা ভেবে একটু নিরাশ হয়েই অতঃপর গীয়ার বদল করে আমা বাড়ির দিকে গাড়ি চালাতে শুরু করলাম।

এ সময় লিণ্ডাকে বাড়িতে পাবো বলে আমি আশা করি না, তাই নিরাশও না তাকে বাড়িতে না পেয়ে।। গ্যারেজের দরজা খোলা, সেখানে লিণ্ডার অস্টিন

কুপারটা ছিলো না। আমি আমার গাড়িটা গ্যারাজ করার পর হাত-ঘড়ির দিকে তাকালাম—তখন ঠিক সন্ধ্যে ছ'টা। ঘরের দরজা খুলে আমার স্টাডিতে গেলাম। টেপটা পকেট থেকে বার করে রেকর্ডারে রেখে দিলাম। আর ফটোটা রাখলাম ডেস্কের ড্রয়ারে। তারপর গেলাম লিন্ডার ড্রেসিং-রুমে। সেখান থেকে পাঁচ নম্বর চ্যানেলের প্রসাধনী বোতলটা খুঁজে বার করতে মাত্র কয়েক মিনিট ব্যয় করতে হলো আমাকে। তারপর আমি তার মেক-আপ ক্যাবিনেক খুলে নিরীক্ষণ করতে গিয়ে দেখলাম, সেখানে সেলফের ওপর সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে নানা ধরনের প্রসাধন সামগ্রী। এর মধ্যে যেকোন জিনিস অবশ্যই চুরি করা হয়েছে। জয় পারফিউমের একটা বিরাট বোতল রয়েছে সেখানে। দ্য ন্যু ইয়র্কার আমাকে বলেছে, এটা একটা অত্যন্ত দামী প্রসাধনী। এ ধরনের দামী দুস্প্রাপ্য প্রসাধনী মনের মতো বান্ধবীকে উপহার দেওয়া যেতে পারে। ক্যাবিনেট বন্ধ করে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম বরফের সন্ধানে, মদের সঙ্গে মিশিয়ে পান করতে চাই। আমাকে তখন মদের নেশায় পেয়ে বসেছিল দারুণভাবে। বরফ সংগ্রহ করে স্টাডিতে ফিরে গেলাম। নিজের হাতে স্কচ ঢাললাম গ্লাসে। সামনে ছিলো আমার ডেস্ক। সেখানে বসে ভাবতে লাগলাম, কি ভাবে লিন্ডার ঝামেলাটা এড়ানো যায়, একটা সমাধান খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে থাকি। আমার মনে তখন ভীষণ আতঙ্ক। আজ আমার স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, আমার নিজের বোকামোর জন্যে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে বসেছে। সুন্দরী স্ত্রীরা সব সময়েই একটু লোভী হয়ে থাকে। মেয়েটি কেন আমাকে বললো না, তার জন্যে দামী দামী প্রসাধনী দ্রব্য কিনে দিতে হবে। কেনই বা সে দারিদ্র্যহীনের মতো চোরে পরিণত হলো। আর এও জানি, লিন্ডা যদি একবার ধরা পড়ে, আমাদের দু'জনের কাছে এর কী অর্থ হতে পারে?

আমি আমার মন থেকে একরকম জোর করে লিন্ডার চিন্তা সরিয়ে ফেললাম। তার বদলে জেসি গর্ডির কথা ভাবতে বসলাম। সে কি কি বলেছে ভেবে দেখতে গিয়ে যখন ঠিক স্মরণ করতে পারলাম না, তখন আমি টেপটা চালিয়ে দিলাম তার কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে।

'...এই মুহূর্তে আমার হাতে যে সব ফিল্ম আছে, সেগুলো অত্যন্ত বিশ্বাস-যোগ্য। কিন্তু একটা কথা, মিঃ ম্যাসন, সেগুলো ক্যাপ্টেন সুলজের হাতে তুলে দিতে একটু ইতস্তত হচ্ছে আমার। ভাবছি তার আগে আপনার সঙ্গে এবং আরো অনেক স্ত্রীদের স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করবো, যারা আমার স্টোরের নিয়মিত খরিদ্দার...'

তাহলে অবশ্যই লিন্ডা একাই স্ত্রী চোর নয়। আমার অপর প্রতিবেশীদেরও ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে। আমার চারপাশে যারা যারা বাস করে তাদের কথা ভাবতে বসলাম—মিচেল দম্পতী? ল্যাটিমাস দম্পতী? থিয়েসেন্স দম্পতী? গিলবরস

দম্পতী? ব্রিডেন্স দম্পতী? তালিকা আরও দীর্ঘ হতে পারে। তারা সবাই বিত্তবান, কিন্তু জানি না তাদের স্ত্রীরা আমার স্ত্রীর থেকেও বেশি খারপ কি না। এইসব স্বামীদের কাছেও কি গর্ডি গিয়েছে? ধরা যাক লিন্ডার মতো আরো চারজন স্ত্রী চোর আছে গর্ডি'র ব্ল্যাকমেলের তালিকায়। প্রতি স্ত্রী পিছু কুড়ি হাজার ডলার দাবী করার অর্থ হলো আশি হাজার ডলার উপার্জন।

হঠাৎ আমার কেমন যেন রাগ হলো লোকটার ওপর। রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে ফোনে হারম্যান ওয়েবারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম।

এ্যালার্ট ডিটেকটিভ এজেন্সীর মালিক হলো হেনরী চ্যান্ডলার, আর সেটা পরিচালনা করছে হারম্যান ওয়েবার। একসময় এই লোকটা ছিল পুলিশ-লেফটেনান্ট। তার পদোন্নতি দ্রুত না হওয়ার অজুহাতে পুলিশের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে সে একটা প্রাইভেট এনকোয়্যারি এজেন্সী খুলে বসে। পুলিশ মহলে খুবই জনপ্রিয় সে। শুধু সে নয় আরো পাঁচজন টপ-ক্লাশ পুলিশ অফিসার চাকরী ছেড়ে তার সঙ্গে যোগ দেয়। চ্যান্ডেলার তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করে, আর এখন তাকে ও তার পাঁচজন সহ-কর্মীদের ভর্তি করে নেয় তার উইং-এ। 'দ্য ভয়েস অফ দ্য পিপল'-এর জন্য নোংরা গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ওয়েবার। আমি তাকে মোটেই পছন্দ করি না; দারুণ কর্মঠ সে। বড় কঠিন, বড় নির্দয় ব্যক্তি সে। তবে সে এমন সব তথ্য সংগ্রহ করে আনে, যা কিনা আমাদের প্রত্যেকের মনে বিশেষ ভাবে দাগ কেটে যায়।

তার রুক্ষ কঠিন স্বর ভেসে এলো আমার কানে দূরভাষের মাধ্যমে। সঙ্গে সঙ্গে আমি জানতে চাইলাম কে কথা বলছে। 'ওয়েবার কথা বলছি।'

'আমি স্টেভ কথা বলছি হারম্যান', কথার জের টেনে আমি বললাম, 'আমার একটা ছোট্ট কাজ আছে, তার জন্যে যত্ন নিতে হবে।'

'বলে যাও; তোমার কথা টেপ করা হচ্ছে।'

এই হলো ওয়েবার। এটাই তার বৈশিষ্ট্য, পুলিশে চাকরী করলে যে যে গুণ দরকার তার সব কটিরই অধিকারী সে। কোন কাজের দায়িত্ব পেলে প্রথমেই সে আলোচনার বিষয়বস্তু সব টেপ করে রেখে দেয়। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

'জসি গর্ডি',' আমি বললাম, 'ওয়েলকাম সেল্ফ-সার্ভিস স্টোর' চালায় সে। তার ব্যাপারে সব খবর আমি জানতে চাই। আবার বলছি, তার জন্ম-বৃত্তান্ত থেকে শুরু করে সব কিছু...'

'নিশ্চয়ই পারবো। এটা কোন সমস্যাই নয়। তার ফাইল আমার কাছেই আছে, কেবল সেটা একবার ঝালিয়ে নেওয়া দরকার। কাল দুপুরের মধ্যেই তার সব খবর তুমি পেয়ে যাবে।'

'সকাল দশটায় দিলে ভালো হয়।'

'বেশ তাই হবে।'

'তাহলে ঐ কথাই রইলো', আমি তাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিলাম, 'কাল সকাল দশটার মধ্যে আমার ডেস্কে তোমার রিপোর্টটা পেতে চাই, ঠিক আছে?' তারপরেই লাইনটা কেটে দিলাম।

হাত-ঘড়ির দিকে তাকালাম, ছটা বেজে কুড়ি। আমার নোটবুক থেকে এর্নি ম্যাহুর ফোন নাম্বারটা টুকে নিয়ে তার বাড়িতে ফোন করলাম। দূরভাবে তার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'স্টেভ কথা বলছি। এর্নি কি বাড়ি ফিরে এসেছে?'

'সবেমাত্র খেতে বসেছে সে', বলে হাসলো এর্নি'র স্ত্রী মারথা। 'তা তোমরা দুজন কেমন আছ? অনেকদিন তোমাদের দেখা নেই। সামনের শুক্রবার আমাদের এখানে চলে এসো তোমরা।'

'তোমার প্রস্তাবটা চমৎকার। ঠিক আছে, লিণ্ডার সঙ্গে কথা বলবো এ-ব্যাপারে। মারথা, তুমি তো জানই, পুরুষরা কখনো মনে রাখে না। তবু তুমি যখন বলছো, চেষ্টা করবো।'

হাসল মারথা, 'আমিও তাই মনে করি স্টেভ।'

তারপরেই এর্নি'র ভরাট গলা ভেসে এলো দূরভাষে।

'দ্যাখো এর্নি', একটা খুব জরুরী ব্যাপারে তোমাকে ফোন করলাম। লিণ্ডার মার অপারেশন হবে। কেসটা খুবই জরুরী। তোমার অবসর সময়ে কাজের প্রসঙ্গ তোলার জন্যে আমি খুবই লজ্জিত। কিন্তু কি করবো বলো, না বলে উপায়ও নেই। পনেরো হাজার ডলার ধার পেতে পারি তোমার ব্যাংক থেকে?'

একটু থেমে এর্নি জিজ্ঞেস করে, 'মানে টাকাটা কি তোমার একান্তই দরকার?' মারথা তাদের কথা শুনছে বুঝতে পেরে সে গলা নামিয়ে বলে, 'তাই কি?'

'হ্যাঁ, আমি তোমার কাছ থেকে টাকাটা ধার পেতে চাই এর্নি।'

এবার এক লম্বা বিরতির পর এর্নি আবার বলে, 'ধরো, এ ব্যাপারে কাল কথা বললে কেমন হয়? আমার অফিসে কাল সকাল ন'টা পনেরোয় তোমার জন্যে সময় নির্ধারিত করা রইলো।'

'একটা আন্দাজ দিতে পারো, টাকাটা তুমি ঠিক দিতে পারবে কি পারবে না?'

'কালই না হয় আলোচনা করা যাবেখন এ ব্যাপারে। তবে টাকার অংকটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না? সে যাইহোক, কাল আলোচনা করে দেখা যাক কি করা যেতে পারে। লিণ্ডার মা'র অসুখের জন্যে আমি দুঃখিত।'

'হুঁ।'

'তাহলে কাল সকালে আমরা মিলিত হচ্ছি?'

'নিশ্চয়ই। ও, কে এর্নি', আগামীকাল...' রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম।

তারপরেই লিন্ডার অস্টিন কুপারের গ্যারাজ করার আওয়াজ আমার কানে ভেসে এলো। মদের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

একটু পরেই সামনের দরজা খোলা ও বন্ধের শব্দ শুনতে পেলাম। আমাকে তোয়াক্কা করলো না সে, সোজা উপরতলায় উঠে গেলো। উপরতলায় তার বাথরুমে ঢোকার আওয়াজটা আমার মাথায় প্রচণ্ডভাবে আঘাত করলো। তবু তার অপেক্ষায় বসে থাকি। এরই ফাঁকে টেলিফোনটা বেজে উঠলো। আমার হাতের নাগালের মধ্যে থাকলেও রিসিভারটা তোলার কোন আগ্রহ প্রকাশ করলাম না। সেই মুহূর্তে শয়নকক্ষে লিন্ডার পায়ের শব্দ পেয়ে তাকে ফোনটা ধরার জন্যে বললাম।

'স্টেভ। ফ্রাঙ্কের ফোন', লিন্ডা বলে, 'তোমাকেই চাইছে সে।'

রিসিভারটা হাতে তুলে নিলাম। 'হাই ফ্র্যাঙ্ক।'

'মিনিট কুড়ির মধ্যে চলে আসতে পারবে?' ফ্র্যাঙ্ক ল্যাটিমার জানতে চাইল। তার সংকোচে ভরা কণ্ঠস্বর শুনে আক্ষেপ হলো, আমার স্ত্রীর মতো তার স্ত্রীও চোর হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে নাকি। কিং সাইজের একটা প্রণ এনেছে শেলী। জ্যাক, সুজী, মেরিল আর ম্যাবেল আসছে। কেমন লাগতে পারে সেটা?'

লিন্ডা তখন এসে দাঁড়িয়েছিল স্টাডিতে। তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'এ সবের জন্য ধন্যবাদ ফ্রাঙ্ক, কিন্তু আজ রাতে যেতে পারছি না।' আমি তাকে বললাম, ঠাণ্ডা লেগেছে, তাড়াতাড়ি বিছানা নিতে চাই।' আমি তার প্রতিক্রিয়া শোনার জন্যে একটু সময় অপেক্ষা করার পর রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম।

'তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে?' অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে লিন্ডা। 'কি যা তা বলছ তুমি? জান, আজ আমাদের বাড়িতে খাওয়ার কোন আয়োজন নেই। যাইহোক, ফ্র্যাঙ্ককে ফোন করে এখুনি জানিয়ে দাও, তুমি তোমার মত বদল করেছো।'

'উপোস করলে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না', আমি তাকে বললাম, 'বসো, তোমার সঙ্গে আমি একটা জরুরী কথা বলতে চাই।'

'তুমি যদি যেতে না চাও তো আমি যাবো।' আমার ডেস্কের সামনে এসে রিসিভারটা তুলে নিতে যায় লিন্ডা। আর ঠিক তখনি আমি ডেস্কের ড্রয়ার থেকে চ্যানেল পাঁচের বোতলটা বার করে তার সামনে তুলে ধরলাম।

□ দুই □

এমন এক একটা দুঃখজনক মুহূর্ত আসে যখন স্বামী কিম্বা স্ত্রী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করতে পারে, তাদের সেই ভালবাসাটা আর নেই, মরে গেছে কবেই। মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছর একসঙ্গে থাকার পরেও হঠাৎ তাদের সমস্ত প্রেম, ভালবাসা ধূসর বিবর্ণ বলে মনে হয় তাদের কাছে, সেই মহা-মূল্যবান গভীর প্রেম তাদের মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই, এটাই খাঁটি সত্য।

রিসিভারের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে চ্যানেল পাঁচের বোতলটার দিকে আতঙ্ক ভরা চোখে লিন্ডাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে এই মুহূর্তটাকে একান্ত সত্য বলে মনে হলো আমার কাছে। তাকে আমি গভীর দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করতে থাকি, তার সদা উচ্ছল মুখের ভাবটা বদলে গিয়ে সেখানে কেমন ভাবে একটা বিব্রত ভাব ফুটে উঠতে থাকে, তার ধূসর চোখে কিভাবে অন্ধকার নেমে আসছিল, এ সব কিছুই আমার দৃষ্টি এড়ায় না। তার মুখের চোয়াল একটু একটু করে কঠিন হয়ে উঠতে থাকে। তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর এই প্রথম আমার মনে হলো, আমার অনুমান মতো অতো সুন্দরী নয় সে।

নারী-পুরুষ যখন প্রেমে পড়ে, সেই প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে তারা তখন ধরে নেয় যে, তাদের সেই প্রেম অবিনশ্বর, বিনাশ হতে পারে না কখনো। কিন্তু সেটা যে কতো বড়ো ভুল ধারণা, এই মুহূর্তে আমার ও লিন্ডার সম্পর্কে চিড় খাওয়ার কথা আজ সেই সত্যটাই বেশি করে উপলব্ধি করতে পারছি আমি। একটু আগেও লিন্ডাকে অত্যন্ত সুন্দরী বলে মনে হয়েছিল আমার। কিন্তু ওয়েলকাম সেল্ফ সার্ভিস স্টোরের চুরির ঘটনা আমার কাছে প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই আমার কেন জানিনা মনে হচ্ছে, তার মতো কুৎসিত নারী বোধহয় এ তল্লাটে দ্বিতীয় আর কেউ নেই। এখন তার অবস্থা কতকটা জ্বলন্ত ইলেকট্রিক বাল্বের মতো, বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হলেই যেমন সেই বাল্বের জ্যোতি মুহূর্তে নিভে গিয়ে অন্ধকারে ছেয়ে যায়, লিন্ডার মুখের ওপরও সেই অন্ধকারের ছায়া নেমে এসেছে এখন। এটা আমার উপলব্ধি একটু আগের উপলব্ধি মারফত।

আমি অপেক্ষা করতে থাকি, তার প্রতি আমার নজর অটল। তার জিভের ডগা ঘোরাফেরা করতে থাকে তার ঠোঁটের ওপর, গলা শুকিয়ে আসছে তার ভয়ে কিনা বলতে পারি না। তার মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে এক সময়। তারপরেই আমার দিকে

সোজাসুজি তাকালো সে।

'আমার প্রসাধনী জিনিসের ব্যাপারে তোমার এতো আগ্রহ কিসের শুনি ?'

'বসো লিন্ডা। তুমি আমাদের একটা ঝামেলার মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছো। যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। এখন আমাদের দুজনকে যৌথভাবে চেষ্টা করে দেখতে হবে, এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কিভাবে।'

'জানি না কি ব্যাপারে তুমি কথা বলছো।' একটু আগের সব জড়তা কাটিয়ে উঠে লিন্ডা এবার সহজ হওয়ার চেষ্টা করে। কতকটা হুকুমের সুরে সে আমাকে বলে, 'ফ্র্যাংককে ফোন করে বলে দাও, আমরা যাচ্ছি।'

আমি আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারলাম না। কাজের কথায় এলাম এবার। 'তোমার কাছে জোসি গর্ডি লোকটা কি রকম বলে মনে হয় ?'

তার ভ্রূ কুঁচকে উঠলো। 'জানি না, কিন্তু আজ রাতে তোমার কি হয়েছে বলো তো ? দ্যাখো, তুমি যদি না যাও তো আমার তাতে কিছু এসে যায় না। আমি চললাম, আমি…'

'ওয়েলকাম সেল্ফ সার্ভিস স্টোরের ম্যানেজার এই গর্ডি আজ বিকেলে আমার কাছে এসেছিল সে। আমাদের সব কথাবার্তা টেপ করে নিয়েছি। বসো লিন্ডা, টেপ চালিয়ে আমাদের সেই সব কথাবার্তা তোমাকে শোনাতে চাই।'

একটু ইতস্ততঃ করে অবশেষে বসলো সে।

'কেনই বা আমি শুনতে যাবো তোমাদের কথা ?' অস্বীকার করল বটে সে, তবে তার কণ্ঠস্বরে আগেকার সেই দৃঢ়তা আর নেই। তার দৃষ্টি আমার টেপ রেকর্ডারের ওপরে ; আর আমি তখন দেখছিলাম, কেমন করে তার হাত দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

রেকর্ডারটা চালিয়ে দিলাম। গর্ডি যখন সেই বেদনাদায়ক কাহিনীর বর্ণনা দিচ্ছিলো, আমরা দুজনে তখন নিশ্চল অবস্থায় শুনছিলাম তার সেই কণ্ঠস্বর। লিন্ডার ফটোগ্রাফের প্রসঙ্গ আসতেই আমি ডেস্কের ড্রয়ার থেকে সেই ফটোটা তার সামনে মেলে ধরলাম। দ্রুত লিন্ডা তার ফটোটার দিকে তাকানো মাত্র তার মুখের রঙ পাল্টে গেলো। হঠাৎ লিন্ডার বয়স যেন পাঁচ বছর বেড়ে গেলো এবং যখন গর্ডিকে বলতে শুনলো সে : 'মিঃ ম্যানসন, এমন কি আপনার চমৎকার সুন্দরী স্ত্রীর জেলও হতে পারে', তখন চাবুক খাওয়ার মতো শিউরে উঠলো সে।

আমরা তার বক্তব্যের শেষটুকু পর্যন্ত শুনে গেলাম…'আমি বলি কি বিশ হাজার ডলারের বিনিময়ে এই ফিল্মটা আপনি নিয়ে নিন। আপনার সাফল্যের কাছে এ টাকাটা খুব বেশি বলে মনে হয় না। তাহলে মিঃ ম্যানসন, আগামীকাল রাতে… দয়া করে টাকাটা নগদে আনবেন।'

গর্ডির কথা শেষ হতেই রেকর্ডারের সুইচটা অফ করে দিয়ে আমরা পরস্পরের

দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ কথা না বলে। দীর্ঘ বিরতি। তারপর এক সময় লিন্ডাই প্রথম মুখ খুললো, 'সামান্য এক বোতল প্রসাধনী দ্রব্যের জন্যে লোকটার একি নোংরামো। ঠিক আছে, টাকাটা তাকে দিয়ে দেওয়াই ভালো, কি বলো?' এরপর উঠে দাঁড়িয়ে সে বলে, 'আমার খুব বোকামো হয়ে গেছে, কিন্তু সব মেয়েরাই তো এমন করে; আমিই-বা করবো না কেন? তোমার সাফল্যের কথা ভেবে, লোকটা ঠিকই বলেছে, এ টাকাটা তোমার কাছে কিছুই নয়।'

দরজার দিকে এগুতে যায় লিন্ডা। আমার রাগ তখন চরমে, এতো বেশি রাগ আমি এর আগে কখনো করিনি বোধহয়। আমি তখন লাফিয়ে উঠে তার একটা কব্জি চেপে ধরলাম দরজার হাতলে হাত রাখার আগেই। আমি তার মুখে এতো বেশি জোরে চর কষালাম যে, তার কব্জি আমি ধরে না রাখলে পড়ে যেতো নিশ্চয়ই সে। দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো সে। ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে তুলে ধরে তার চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিলাম। দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো করে এলিয়ে পড়লো সে চেয়ারের ওপরে। একটা হাত সে তার রক্তিম চিবুকের ওপর চেপে ধরলো, আর ঘৃনার চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'বেজন্মা তুমি…'

'আর আমিও বলতে পারি…তুমি একটা চোর।'

'তোমার এই দুর্ব্যবহারের জন্যে আমি তোমাকে ডিভোর্স করবো। তুমি আমার গায়ে হাত তুলেছো।' লাল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে তখন রাগে ফুঁসতে থাকে। 'জানোয়ার, তুমি আমার আত্মসম্মানে আঘাত করেছ। হে ভগবান! আমি তোমাকে ঘৃণা করি! আজ রাতে আমি আর বাইরে যেতে পারবো না। আমার এই অবস্থা দেখে তারাই বা কি বলবে? শুয়োরের বাচ্ছা। মেয়েদের গায়ে হাত তোলা। দাঁড়াও, এর ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে! আমার কাছে তোমাকে একদিন না একদিন দুঃখ প্রকাশ করতে হবে।'

আমি আমার চেয়ারে বসে তার ফোঁসফোসানি লক্ষ্য করতে থাকি। এক সময় তার রাগ পড়ে আসে, তখন তার চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। তারপর হঠাৎ কেঁদে উঠলো সে। সেই অবস্থায় চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে হাঁটু মুড়ে আমার পায়ের সামনে বসে পড়লো সে। তার হাত দুটো দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরলো, কান্না-ভেজা মুখটা সে আমার বুকের মধ্যে চেপে ধরলো।

'স্টেভ, ওদের আমাকে গ্রেপ্তার করতে দিও না। প্লিজ, আমাকে জেলে পুরতে দিও না ওদের।'

এখন তার প্রতি একটু করুণা করা ছাড়া এর বেশি কিছু অনুভব করতে পারলাম না আমি। তার জড়ানো হাতের স্পর্শে গতকালের মতো আমার পৌরুষ হয়তো জেগে উঠতে পারতো। তার সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হতে পারতাম, কিন্তু এখন তাকে

কামনা করার মতো সেই ইচ্ছেটা আর নেই।

'লিণ্ডা! নিজেকে শক্ত করো!' আমি নিজেই নিজের কণ্ঠস্বরে কেমন একটা কাঠিন্য ভাব অনুভব করলাম। 'এখন দুজনে মিলে এ ব্যাপারে একটা সমাধান খুঁজে বার করতে হবে। এসো, উঠে বসো!'

আমার শরীরের ওপর থেকে তার হাতটা সরে যায়, সেই হাত দিয়ে সে তার চোখের জল মুছতে থাকে।

'স্টেভ, তুমি আমাকে ঘৃণা করো, তাই না! আমার ধারণা, সত্যি আমি তোমার ঘৃণার যোগ্য বটে!' কান্নায় তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, 'কিন্তু স্টেভ, তোমাকে আমার একান্ত অনুরোধ, এই ঝামেলার হাত থেকে আমাকে তুমি উদ্ধার করো, লক্ষীটি। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এর পর থেকে আমি তোমার কাছে আদর্শ স্ত্রী হবো, আমি…'

'চুপ করো। পরে তুমি নিজেকে শুধরে নেবে, এ-কথা বলে আমাকে ধাপ্পা দিও না। বসো আমি তোমার জন্যে ড্রিংকস-এর ব্যবস্থা করছি।'

কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়ালো সে।

ওয়াইন ক্যাবিনেট থেকে দু গ্লাস হুইস্কি নিয়ে এসে ডেস্কের ওপর রাখতে যাবো, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠলো। ডেস্কর ওপর হুইস্কির গ্লাস দুটো রেখে রিসিভারটা হাতে তুলে নিলাম।

'লিণ্ডা ওখানে আছে?' মেয়েলী কণ্ঠস্বর।

'লিণ্ডা এখন বিছনায়, ফ্লু হয়েছে। আপনি কে কথা বলছেন?'

'লুসিলা। ফ্লু? আমি দুঃখিত। আমি কি কিছু করতে পারি? আপনি ডাকলেই আপনাদের ওখানে চলে যেতে পারি। আমি খুব ভালো সুপ তৈরী করতে পারি।'

আমাদের রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে থাকে লুসিলা বাওয়ার। লম্বাটে কুৎসিত দেখতে, মাঝ বয়সী মহিলা, আমার সন্দেহ, স্ত্রী চোরেদের মধ্যে সে-ও একজন।

'ধন্যবাদ লুসিলা, দরকার নেই,…আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে নিতে পারবো।' 'ঠিক আছে…আপনাকে ফোনে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে চাই না। আমি জানি আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ। স্টেভ, আপনার ম্যাগাজিন আমার খুব ভালো লাগে।'

'ভালোই তো। এখন তাহলে ছাড়ছি, কেমন!' রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম।

ইতিমধ্যে লিণ্ডা তার ড্রিঙ্ক শেষ করে ফেলেছিল। দেখতে পেলাম, তখনো কাঁপ ছিল সে। এবং তার চোখ ঘোলাটে। আমি তার গ্লাসে আরো হুইস্কি ঢেলে দিলাম।

'আমরা এখন কি করতে যাচ্ছি?' জিজ্ঞেস করল সে, 'হায় ঈশ্বর। তুমি আমাকে আঘাত করেছ। তুমি কি টাকা দেবে ঐ বেজন্মাটাকে?'

চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। 'এটা স্রেফ ব্ল্যাকমেলের ব্যাপার। তুমি কি মনে করো টাকাটা আমাদের দেওয়া উচিৎ?'

'হ্যাঁ, উচিৎ।' ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে লিন্ডা, 'আমাকে জেলে পাঠাতে পারে সে।'

'তাতে তুমি কি খুব ভয় পাও?' আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করি, 'হাজার হোক তুমি যে একটা চোর প্রমাণ আছে, আর ধরা পড়লে জেলে যাওয়াটাই তো আশা করা উচিৎ চোরেদের।

'তুমি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছো। আমি তোমার কথা শুনবো না! তুমি, আমাকে ঘৃণা করো, করো না? তুমি তোমার ঐ দু'মুখো সেক্রেটারীর জন্যে পাগল। আমি জানি অফিসে তার সঙ্গে তোমার একটা গোপন সম্পর্ক আছে।'

'তুমি কি চাও, আবার তোমাকে আঘাত করি? এ-ধরনের কথা তুমি যদি বলতে থাকো, আমি বাধ্য হবো তাই করতে।'

'আমাকে স্পর্শ করতে ভয় হয় না তোমার। আবার তুমি আমাকে মেরে দেখো, আমি তখন চেঁচাবো! আমি পুলিশকে ডাকবো! তাতে তোমার ভয় হয় না।' তাকে আমার ভীষণ অসহ্য লাগছিল, অসহ্য লাগছিল তার সব কিছুই।

'লিন্ডা, তুমি এখন আমার কাছ থেকে চলে যাও। আমাকে এখন একটু একা থাকতে দাও। এ-ব্যাপারে আমাকে একটু ভাববার সময় দাও। চলে যাও এখান থেকে।'

'জেলে যাওয়া আমি সহ্য করতে পারবো না! সেটা আমার কাছে খুবই বিরক্তিকর বলে মনে হবে।' আবার কাঁদতে শুরু করলো সে। আমাকে তুমি সাহায্য করো স্টেভ! জিনের ব্যাপারে আমি ঠিক ওরকম বোঝাতে চাইনি। আমি খুবই ভীতগ্রস্ত। জানি না, কেন এমন কাজ আমি করলাম…ওরা সবাই এ-কাজ করে থাকে।

এই প্যানপ্যানানি আর সহ্য করতে পারছিলাম না আমি। আমাকে ভাবতে হবে। আমি এখন একটু একা থাকতে চাই। উঠে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলাম।

'স্টেভ। কোথায় যাচ্ছ তুমি? আমাকে ছেড়ে চলে যেও না।'

তার কান্না যেন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইল তার কাছ থেকে। বাড়ি ছেড়ে আমি আমার গাড়িতে উঠে বসলাম। একটু পরেই ইস্টলেক এস্টেট ছেড়ে এলাম। আমার তখন ইচ্ছিল গাড়ি চড়ে সারা পৃথিবী পরিক্রমা করি।

আমার অফিসের সামনে পেঁছুতেই সিটি হলের ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজার ঘণ্টা ধ্বনিত হলো। রাতের প্রহরী জো স্মলকে ডাকতেই সে ফটক খুলে দেয়, অফিস বিল্ডিং-এ প্রবেশ করলাম।

'মিঃ ম্যানসন, এতো রাত পর্যন্ত কাজ করেন আপনি ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

আমার অফিসই হচ্ছে আমার একমাত্র আশ্রয় এখন। এখানে আমি ভাবতে পারবো, আমাদের হঠাৎ অদ্ভূত সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে পারি এখানে। করিডোর পেরিয়ে অফিস ঘরের দরজা খুলতেই জিনের ঘর থেকে টাইপরাইটারের খট্ খট্ শব্দ আমার কানে ভেসে এলো। অবাক হলাম, এতো রাত পর্যন্ত কাজ করছে সে। তবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, জিন তার ডেস্কের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অফিস ছেড়ে যায় না। তার প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে। আমি জানি তার সহযোগিতা না পেলে 'দ্য ভয়েস অফ দ্য পিপল' ম্যাগাজিনের এতো রমরমা ভাব কখনই সম্ভবপর হতো না। আমি আমার অফিস ঘরে আলো জেবলে জিনের ঘরে গেলাম।

'আমি তোমাকে অবাক করে দিতে আসিনি, আমি তাকে বললাম, 'তোমার কি ক্লান্তি নেই ?'

আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে জিন পাল্টা প্রশ্ন করে, স্টেভ, তুমি যে আবার ফিরে এলে ?'

'কিছু ভাববার আছে। তাই আবার ফিরে এলাম।'

'অনেক কাজ চাপিয়ে গেছে ওয়ালি, কিন্তু তার কাজ তুলতে গিয়ে আমি ভীষণ হাঁপিয়ে উঠেছি।'

মেয়েটির দিকে আমি তাকালাম। আর এই প্রথম আমি তাকালাম একজন পুরুষ যেমন করে একজন অভিজ্ঞ সেক্রেটারীকে দেখার জন্যে নয়, যে আমাকে তার কাজের মাধ্যমে খুশী করে থাকে।

মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গী, রঙ একটু কালো হলেও একটা আলগা শ্রী আছে তার মুখে আর তার চোখ দুটো অত্যন্ত গম্ভীর এবং তার চাহনি অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত। এই প্রথম আমি উপলব্ধি করলাম তার স্তন দুটি বেশ সুগঠিত এবং হাত ও পায়ের গড়ন চমৎকার। তার কাঁধ ছুঁই ছুঁই চুলগুলো সিল্কের মতো নরম ও মসৃণ। সুন্দর কণ্ঠ তার।

'কোন ঝামেলা টামেলার ব্যাপার নয় তো ?' জিজ্ঞেস করলো জিন, 'তোমাকে কেমন অসুস্থ দেখাচ্ছে।'

হঠাৎ আমার মনে হলো, আমার মানসিক যন্ত্রনা তার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পারি। তার ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তার চেয়ারের সামনে

ঘোরাফেরা করতে থাকি।

'একটু আগে লিন্ডা আমাকে বলেছে, অফিসে তোমার আর আমার মধ্যে নাকি একটা গোপন সম্পর্ক আছে।' তার পাশে একটা চেয়ারে আসন গ্রহণ করলাম। তার দিকে সরাসরি তাকাতে পারলাম না, কিন্তু আমার দৃষ্টি পড়ে রইলো আমার হাতের ওপর।

'কেন, কেন সে এ কথা বলতে গেলো?' শান্ত সংযত কণ্ঠস্বর তার।

'আমার মনে হয়, আমরা প্রেমে পড়ে গেছি, আর তার ছাপ আমার মুখে, আমার মুখের ভাষায় পড়ে থাকবে, সেটা লক্ষ্য করেই সে আমাকে এভাবে আঘাত দেবার চেষ্টা করে থাকবে।'

'আমি দুঃখিত। আমি কি তোমার জন্য কিছু করতে পারি স্টেভ?'

আমি তার দিকে তাকালাম। সেও আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়েছিল, তার চোখে চিন্তার ছাপ, আর তার সেই চোখের ভাষা পড়তে গিয়ে আমার মনে হলো, সত্যিই সে আমাকে সাহায্য করতে চায়।

'জানো জিন, এর থেকেও আরও একটা জরুরী ব্যাপার আছে আমার কাছে। একটা বিশ্রী ব্যাপারে আমি ফেঁসে গেছি। সেকথা আমি তোমাকে বলতে পারবো না। এটা আমার কোন গোপন কিছু নয়। দেখো, ওয়ালিকে তার রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করতে দাও। উঠে পড়। আমি এখন এখানে একা থেকে একটু ভাবতে চাই, তোমার ঐ টাইপরাইটারের খট্‌খট্ শব্দে আমার সেই চিন্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। তুমি আমার কথা রাখবে?'

'খেয়েছো কিছু?'

'না। আমার এখন কিছুই খেতে ভালো লাগছে না। আমকে এখন কেবল চিন্তা করতে দাও।'

উঠে দাঁড়ালো জিন। 'চলো কিছু খাওয়া যাক। আমার খুব খিদে পেয়েছে। তাবপর তুমি এখানে ফিরে এসে যতোক্ষণ খুশী ভাবতে পারো।'

কথাটা মন্দ বলেনি সে, ভাবলাম। পেটে খিদে থাকলে কোন কিছু ভাবতে বসা অবান্তর। আর একটা ব্যাপার হলো, এই প্রথম বিয়ের পর লিন্ডা ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে নৈশভোজ সারতে যাচ্ছি।

'বুদ্ধিমতী মেয়ে। তাহলে যাওয়া যাক···কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় বলো তো?'

'লুইগিতে।' ডেস্কের লাইটটা নিভিয়ে দিয়ে জিন বলে, 'আমাকে মিনিট তিনেক সময় দাও, বাথরুম থেকে ঘুরে আসি।'

আমি আমার অফিস ঘরে ফিরে গিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে জিনের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলাম। আমার হৃদয় এখন শূন্য, সেখানে কেবল হতাশা আর হাহাকার। জিনের সঙ্গ পাওয়ার সম্ভাবনায় আমার মন এখন একটু একটু করে পূর্ণতা

লাভ করতে যাচ্ছে আমার। এখন লিণ্ডার কথা ভাবতে মন চায় না, আমাদের বিলাসবহুল বাড়িতে তার সেই কালো চোখ এখন আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও আকর্ষণ করতে পারে না।'

একটু পরেই জিন এসে আমার ঘরে ঢুকলো, তার গায়ে ধূসর রঙের কোট।

'আমরা আমার গাড়ি ব্যবহার করবো', বললো জিন, 'চলো এবার যাওয়া যাক।'

দশ মিনিটের মধ্যে একটা ছোটখাটো রেস্তোরায় এসে ঢুকলাম আমরা। ছোট হলেও বেশ আরামদায়ক রেস্তোরা। বিশেষ কারণে এই রেস্তোরায় আমি ঢুকি না, তবে জিন আসে প্রায়ই। এ সময় মাত্র তিনজন দম্পতীদের দেখতে পেলাম এখানে, আমি তাদের চিনি না। একটা কোণার টেবিলে নিয়ে গিয়ে আমাদের বসালে লুইগি জিনের ইঙ্গিতে।

যুতসই ভাবে বসার পর জিন জিজ্ঞেস করলো, 'আমি ফরমাস করবো?'

'আমার খিদে নেই', এখন আমার ভালো লাগছিল না, বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

তার সামনে এসে দাঁড়ালো লুইগি। তার ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটো জ্বলছিল। তাকে খাবারের ফরমাস দিলো জিন। ফরমাস নিয়ে চলে গেলো লুইগি।

'তুমি এখন গর্ডি'র কথা ভাবছো', আমার চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বললো জিন, 'তাই না?'

আমি তার কথা শুনে অবাক হলাম, একটু ইতস্ততঃ করে মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিলাম।

'ব্ল্যাকমেল?'

'কি আশ্চর্য। তুমি কি করে অনুমান করলে?

'খুব একটা কষ্টকর ব্যাপার নয়। এ ব্যাপারে গবেষণা করছে ওয়ালী। আমি তার নোট টাইপ করছি। গর্ডি যখন তোমাকে দেখা করতে বলেছে, এটা অবশ্যম্ভাবী।'

'ওয়ালী গবেষণা করছে?' আমার চোয়াল দুটো শক্ত হলো। 'লিণ্ডার ব্যাপারে জানে সে?'

না। জানলে সে নিশ্চয়ই তোমার কাছে যেতো। স্টেভ, ওয়ালী তোমার খুব প্রশংসা করে থাকে। কয়েকটা নাম সে পেয়েছে, তবে তার অনুসন্ধান এখনো শেষ হয়নি। বেশীর ভাগ পরিচারিকার নাম; তোমাদের পরিচারিকা কিসির নাম আছে তার তালিকায়।'

'নামগুলো তোমার মনে আছে···পরিচারিকাদের নয়।'

'শেলী ল্যাটিমার, ম্যাবেল ক্লীডেন, লুসিলা বাওয়ার।'

ইতিমধ্যে লুইগি টেবিলে খাবার রেখে গিয়েছিল।

'এতো সব খবর পেলো কোত্থেকে ওয়ালী ? ঐ নামগুলোই বা পেলো কি ভাবে সে ?

'জানি না। আমি তার রিপোর্ট টাইপ করছি তাতে আরো অনেকের নাম আছে, কিন্তু সে সব নাম আমার এখন আর মনে নেই।'

'তুমি নিশ্চত জানো, সেই তালিকার লিণ্ডার নাম নেই।'

নিশ্চিয়ই।

'ওয়েলকাম সেল্ফ সার্ভিস ষ্টোরের ব্যাপারে কিছু অলোকপাত করতে চায় ।লী। কিন্তু কি ভাবে আর কবে থেকেই বা এই কাজ সে শুরু করলো, আমাকে তা জানায়নি সে।'

'মনে হয় তার রিপোর্টটা চূড়ান্ত হলেই সে তোমাকে অবাক করে দেবার লোভটা সামলাতে পারেনি।' জিন আরো বলে, 'তুমি তো জানো ষ্টেভ, ওর বরাবরের স্বভাব হলো, সবাইকে চমকে দেওয়া। হয়তো এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটাতে চাইছে না সে।

'হ্যাঁ, তা হতে পারে, জিনের বিশ্লেষণ আমার মনঃপূত হলো। ওয়ালি এক অদ্ভুত মানুষ। ওর কাজ হলো নিঃশব্দে বিচরণ করা। গোড়ায় তার কাজের হদিশ কেউ করতে পারে না। যতক্ষন না সে কাজের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে, ততক্ষণ কেউ জানতে পারে না, কিসের ওপর তার গবেষণার কাজ চলেছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে সে তার কাজের ফিরিস্তি দিয়ে থাকে।

ক্যাপ্টেন সুলজের ব্যাপারে সে-ই প্রথম তাকে সন্দেহ করে একজন দুর্নীতি পরায়ণ পুলিশ অফিসার হিসেবে। সুলজের ব্যাপারে, সে যে একদিন ধরে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিল, তার কিছু বিন্দুমাত্র আভাষ আমরা পাই নি।

'জানো জিন, লিণ্ডা এক বোতল প্রসাধনী জিনিস চুরি করেছে। ফিল্ম-এ তার ফটো তুলে রেখেছে গর্ডি। কুড়ি হাজার ডলার দাবী করেছে সে।'

দ্রুত নিঃশ্বাস নিয়ে জিন বলে, 'যে টাকাটা তোমার ব্যাঙ্কে নেই, এই তো ?' এমন ভাবে কথাটা সে বললো, যেন সে আমার ব্যাঙ্কের পাশবই দেখাশোনা করে।

'হ্যাঁ, অতো টাকা আমার নেই। আর এই কারণেই আমি শেষ হয়ে যাবো, সেই সঙ্গে আমার ম্যাগাজিনও বন্ধ হয়ে যাবে। ওয়েবারকে আমি বলেছি, গর্ডি'র অতীত সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার জন্যে। সে হয়তো কিছু খবর সংগ্রহ করতে পারে, আর সেটাই এখন আমার একমাত্র ভরসা। ভাগ্য সহায় হলে, উল্টে আমি তাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারবো আমাকে ব্ল্যাকমেল করা বন্ধ করার জন্যে।'

'ওয়েবার সম্পর্কে সতর্ক থেকো। মিঃ চ্যাণ্ডলারের লোক সে।'

'হ্যাঁ জানি। আজ রাতেই ওয়ালীর সঙ্গে অবশ্যই আমি কথা বলবো।'

'কেন ?'

• 'আমাকে জানতে হবে, এই নামগুলো কোথা থেকে পেয়েছে সে?' এটা জানা আমার খুবই জরুরী।'

'কিন্তু স্টেভ তুমি তো ওয়ালীকে জানো। তার খবরের উৎস কখনো প্রকাশ করে না সে। তার কাছ থেকে কিছুই জানতে পারবে না তুমি।'

'তবু আমাকে চেষ্টা করে দেখতেই হবে।'

মাথা নাড়লো জিন।

'খাওয়া শেষ করো। আমি তার বাড়িতে যাবো। হয়তো সে এখন বাড়িতে গিয়ে থাকবে।'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে টেলিফোন বুথের দিকে এগিয়ে গেলো জিন। ফোন করার সময় আমি তাকে লক্ষ্য করতে থাকলাম। তিন মিনিট পরে ফিরে এলো সে আমার কাছে।

এইমাত্র বেরিয়ে গেছে সে তার বাড়ি থেকে। শিরলী বললো, ওয়ালী নাকি ম্যাক্স-এর কাছে গেছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসতে পারে।'

'তোমার কি মনে হয় না এ ব্যাপারে ম্যাক্সকে কিছু বলতে পারে সে?'

'আমি নিশ্চিত জানি, বলবে না।' জিনকে কেমন নিশ্চিন্ত বলে মনে হলো। 'জানো স্টেভ, ওয়ালী কি করছে, তার সেই গোপনীয়তা আমি তোমার কাছে ফাঁস করে দিয়ে বোধহয় অপরাধ করে ফেললাম। সে আমাকে তার নোটটা খুব গোপনে টাইপ করতে বলেছিল।'

'সেজন্যে আমিও কি কম চিন্তিত', আমি তাকে বললাম।

'ঠিক আছে, এ ব্যাপারে ওয়ালী যদি তোমার কাছে মুখ খুলতে না চায়, তার জন্যে অবাক হয়ো না।'

'সে ঠিক মুখ খুলবে। কথা তাকে বলতেই হবে।'

'তুমি তো কিছুই খেলে না স্টেভ।'

'যা খেয়েছি যথেষ্ট।'

'স্টেভ, পেট ভরে খেয়ে নাও! এখানেই পৃথিবীর শেষ নয়।'

আমি তখন লিণ্ডার কথা ভাবছিলাম। সে এখন একা বাড়িতে পড়ে রয়েছে অভুক্ত অবস্থায়। তাকে ছেড়ে আসা ঠিক হয় নি।

'আমি একটা ফোন করতে চাই।' টেলিফোন বুথের সামনে গিয়ে আমার বাড়িতে ফোন করলাম। অনেক দেরিতে সারা পাওয়া গেলো। তবে অন্য এক নারীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো দূরভাষে, 'মিসেস ম্যানসন অসুস্থ, আর মিঃ ম্যানসন বাড়িতে নেই এখন। তা আপনি কে কথা বলছেন?

লুসিলা বাওয়ারের কণ্ঠস্বর আমি ঠিক চিনতে পারলাম। উত্তর না দিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি একজনের

সঙ্গে পেয়ে গেছে লিন্ডা। এবং বেশ আরামেই আছে সে। আশাকরি লিন্ডা তার কু-কীর্তি'র কথা এই মহিলার কাছে প্রকাশ করবে না। আমার মনে পড়লো, ওয়ালীর তালিকায় লুসিলার নাম আছে একজন চোর হিসাবে। ভালোই হলো, চোরেরা এখন এক সঙ্গেই রয়েছে।

টেবিলে ফিরে এলাম।

'এসো, আরো কিছু খাবার খাওয়া যাক। অসুস্থ লোকেদের কাছে খাওয়া ছাড়া আর কিই বা থাকতে পারে।'

'ওঃ চুপ করো স্টেভ।' সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিয়ে বললো জিন, 'নিজেকে অতো ছোট ভেবো না।'

অবাক চোখে আমি তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। জিন ভাবছে আমার কথা। শুনে খুশী হলাম। আচ্ছা, সত্যিই কি সে আমাকে ভালোবাসে?

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত জিন, তোমার মতো এমন একজন শান্ত মেয়েকে দুঃখ দেওয়াটা ঠিক হয়নি। তোমার আজকের সন্ধ্যাটা খুব খারাপ ভাবে কাটলো, তাই না?'

'না, না, সেরকম কিছু নয়,' ম্লান বিষণ্ন গলায় বললো জিন, 'ও কিছু নয়। আমার জন্য তুমি কিছু ভেবো না স্টেভ। পারো তো, তোমার নিজের কথা ভাবো এখন। আর আমিও তোমার কথা ভাববো বৈকি। তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়, মায়া হয়। কিন্তু কি করবো বলো, আমার হাত পা যে বাঁধা পড়ে আছে ওয়ালীর কাছে। তার গোপন নোট ফাঁস করে ফেলেছি তোমার কাছে, যদি এ-খবরটা সে জানতে পারে, তাহলে তোমার আমার দুজনেরই খুব ক্ষতি হবে, যা পূরণ করা তোমার-আমার কারোরই সাধ্য নয়!'

চল্লিশ মিনিট পরে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। জিনই আমাকে তার গাড়িতে করে আমাদের অফিস ব্লকে নিয়ে এলো।

'সব কিছুর জন্যে তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ জিন,' আমি বললাম, 'তুমি আমার জীবনদাত্রী। নতুন করে আবার বাঁচতে শেখালে তুমি আমাকে।'

এক মুহূর্তে'র জন্যে আমার চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে হাসলো সে, তারপর সে তার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে নিমেষে আমার চোখের আড়ালে চলে গেলো।

এবার আমারও যাওয়ার পালা। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে প্রথমেই ওয়ালীর উদ্দেশ্যে গাড়ি ছুটিয়ে চললাম। চমৎকার ছিমছাম তার বাঙলো। যথেষ্ট দামী সেই

বাঙলো। আমার মনে হলো, আমার থেকে ওয়ালীর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স অনেক অনেক বেশি হবে।

তার বাঙলোর সামনে এসে গাড়ি থামালাম। কিন্তু আমার ভীষণ অবাক লাগলো, বাঙলোটা অন্ধকারে ডুবে থাকার দরুন। আমি আমার হাত ঘড়ির দিকে তাকালাম। তখন ঠিক রাত নটা। আমি তখন আমার গাড়ি থেকে নেমে তার বাঙলোর ফটক খুলে এগিয়ে গেলাম লনের পথে। কলিং বেল টিপে অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেলো না। আবার কলিং বেল টিপলাম, বাঙলোর ভেতরে কলিংবেলের আওয়াজ হলো। এবার পিছন থেকে সাড়া পাওয়া গেলো, 'ও'রা কেউ বাড়িতে নেই।'

আমি তখন ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখলাম একজন বয়স্ক পুরুষ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে একটা কুকুর।

'একটা বিরাট গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে', বললো লোকটা। একটু থেমে সে আমায় জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা আপনি কি মিটফোর্ডের বন্ধু? আমি তার প্রতিবেশী।'

আমি তখন পথে নেমে এসেছি। 'আমি স্টেভ ম্যানসন। গণ্ডগোলের কথা কি বলেছিলেন?'

'মিঃ ম্যানসন, আপনার অনেক লেখা খবর আমি সব পড়েছি। আপনার ম্যাগাজিন চমৎকার। হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম…গণ্ডগোল…বেচারা ওয়ালী সাংঘাতিক ভাবে জখম হয়েছে একটু আগে। ওরা তাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেছে।'

খবরটা শোনা মাত্র আমার শিরদাঁড়ায় একটা হিম শীতল স্পর্শ যেন অনুভব করলাম। 'খুব খারাপ খবর।

'আমি তো ঠিক তাই মনে করি। পুলিশ তাকে এ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে, সঙ্গে মিসেস মিটফোর্ডও গেছে।'

'কোন হাসপাতালে বলতে পারেন?'

'দ্য নর্দান।'

'আপনার ফোনটা একবার বাবহার করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই মিঃ ম্যানসন। পাশের বাঙলোতেই আমি থাকি। আসুন আমার সঙ্গে।' এই বলে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো তার বাঙলোয়। ওয়ালীর মতো একই ধরণের বাঙলো।

দুমিনিটের মধ্যে ফোনে জিনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম। 'জানো জিন ওয়ালী সাংঘাতিকভাবে আহত। সে এখন দ্য নর্দান হাসপাতালে রয়েছে তুমি একবার সেখানে আসবে? শারলী তোমার সাহায্য পেতে চাইবে হয়তো।'

'ঠিক আছে, এখুনি গিয়ে হাজির হচ্ছি সেখানে,' বলেই রিসিভারটা নামিয়ে রাখে জিন।

একই সময়ে আমরা দুজন দ্য নর্দান হাসপাতালে গিয়ে পেঁছিলাম। সে তার গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতেই আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম।

'খুব খারাপ ব্যাপার।'

'জানি না। চলো ব্যাপারটা জানা যাক।'

আমার সৌভাগ্য, আজ রাত্রে এমারজেন্সী কেসগুলো দেখার ভার পড়েছিল ডঃ হেনরী স্ট্যানষ্টেডের ওপর। স্টানস্টেড ও আমি দুজনে এক সঙ্গে গলফ্ খেলতাম, আমরা দুজন বন্ধু ছিলাম।

'রুগীর অবস্থা এখন কি রকম হেনরী?' বিশ্রাম কক্ষে আসা মাত্র তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'কি রকম বুঝছো?'

'খারাপ। বেজম্মাগুলো সত্যি সত্যি তাকে খুন করার জন্যেই আঘাত করেছিল। চোয়াল ভেঙে গেছে, বুকের কয়েকটা পাঁজরে চির ধরেছে। কম করেও মাথায় তিনটে লাথি পড়েছে।'

'আর শারলী?'

সহসা দরজার দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়ালো হেনরী। 'দেখো ষ্টেভ, আজ রাতে আমার অনেক কাজ। আমাদের হাত থেকে মিসেস ফিটফোর্ডের ভার তুলে নেবে তোমার হাতে?'

'হ্যাঁ, এর জন্যেই তো আমরা ছুটে এসেছি এখানে।'

ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, 'জিন…তুমি দেখবে শারলীকে?'

মাথা নেড়ে সমর্থন জানিয়ে অন্য আর এক ঘরে চলে গেলো সে।

'পুলিশী ব্যাপারটার কথা তুমি কি ভেবেছ হেনরী?'

'আমি তাদের বলে দিয়েছি, এখন রুগীর জবানবন্দী নেওয়ার মতো অবস্থা হয়নি। বেচারা ওয়ালী। তিন চার দিনের আগে ভালো করে কথা বলতে পারবে না সে।'

শারলীকে বের করে নিয়ে এলো জিন, তার কাছে গেলাম। তখনো সে কাঁদছিল, ভয়ে আতঙ্কে থর থর করে কাঁপছিল।

'দেখ শারলী, আমি দুঃখিত, আমি…'

চোখের জল মুছে আমার দিকে তাকালো সে। 'তুমি আর তোমার ঐ নোংরা ম্যাগাজিন। আমি তখনি সাবধান করে দিয়েছিলাম ওয়ালীকে…কিন্তু আমার কথা শুনলো না সে!' চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো জিনের দিকে সে। আমার দিকে তাকালো জিন মাথা দুলিয়ে আমাকে বোঝাতে চাইল, এখন শারলী যা

বলতে চাইছে তাতে আমি যেন সায় দিয়ে দিই কোন প্রতিবাদ না করে।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, মহিলা দুজন চলে গেলো আমার কাছ থেকে।

'ও, কে, স্টেভ, মরবে না সে। পরে সে সুস্থ হলে যতো খুশি প্রশ্ন করতে পারো তাকে, কিন্তু এখন একেবারেই নয়।' আমার কাঁধে হাত বুলিয়ে দ্রুত প্রস্থান করলো ডাক্তার সেখান থেকে।

চার-পাঁচদিন অপেক্ষা করতে হবে। ওদিকে গার্ডের কথাও ভাবতে হচ্ছে আমাকে। আমার এখন একমাত্র ভরসা হলো ওয়েবারের ওপর। যদি সে নতুন কোন খবর আনতে না পারে, তাহলেই আমি একেবারে ডুবে যাবো গভীর সমুদ্রে, পায়ের তলাকার মাটি খুঁজে পাবো না আর তখন।

ধীরে ধীরে লম্বা করিডোর-পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রিসেপসন রুমে এসে হাজির হলাম।

'ম্যানসন…'

থমকে দাঁড়ালাম। তারপর ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি এক দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারার লোক এগিয়ে আসছে আমার দিকে। মাথায় স্লাউচ টুপি, গায়ে নোংরা বর্ষাতি। তাকে আমি চিনতে পারলাম ভালো করে দেখতে গিয়ে—সিটি পুলিশের সার্জেণ্ট লু ব্রেনার। বয়স আটত্রিশের মতো হবে। মুখে কাঠিন্য ভাব, চ্যাপটা নাক, ছোট ছোট নীল দুটি চোখ সদা চঞ্চল। তার নিষ্ঠুর স্বভাবের পরিচয় আমার জানা আছে। শুনেছি বটে, তবে এখনো পর্যন্ত তেমন কোন প্রমাণ পাইনি, তার জিজ্ঞাসা বাদের পদ্ধতি হলো প্রথমে আসল জায়গায় আঘাত করা, আর তারপর প্রশ্ন করা। একবার ওয়েবার আমাকে বলছিল, পৃথিবীর কেবল একটি মাত্র লোকই আছে, যে কিনা ব্রেনারকে যে কোন চোখে দেখতে পারে সে হলো পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন সুলজ। তার কথায় আগ্রহ প্রকাশ করে আমি তাকে প্রশ্ন করি, এ কথা কেন বলছো?'

'তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, তবে এই বেজন্মার একটা খুব মিষ্টি মুখের স্ত্রী আছে। একদিন হয়েছে কি মিসেস ব্রেনার বাড়ি ফিরছিল, সেই সময় এক মস্তান আক্রমণ করে তাকে' সুলজ—সেই সময় লেফটেন্যাণ্ট ছিলো—ঘটনাটা সেই দেখতে পায়। ঘটনাস্থল থেকে সে তখন অনেক দূরে ছিলো, মিসেস ব্রেনারকে সাহায্য করার উপায় ছিলো না তার তখন। সেই মস্তানটার হাতে ছিলো ধারালো ছুরি। বেগতিক দেখে দূর থেকেই তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে সুলজ। হয়তো একটু বাড়িয়ে বলা হবে, সুলজের লক্ষ্য ছিলো অব্যর্থ, তার রিভলবারের গুলি সোজা গিয়ে আঘাত করে সেই মস্তানের মাথায়। তবে তার আগে হাতের ছুরির সামান্য একটু আঘাত পায় মিসেস ব্রেনার, তবে প্রাণে বেঁচে যায় সে। সেই ঘটনার কথা আজও ভোলেনি সার্জেণ্ট ব্রেনার। আর সেই থেকে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে

সমাজের লোক হয়ে আছে সে, আর থাকবেও ভবিষ্যতে।'

ব্রেনারের দিকে তাকালাম। 'আমাকে আপনার দরকার?'

'হুঁ।' আমার সামনা সামনি এসে জিজ্ঞেস করলো সে' 'এই মিটফোর্ড লোকটার ব্যাপারে আমরা আগ্রহী। তার কাজ কি এখন?'

'তা জেনে আপনার লাভ?'

'প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে দেখা যায়, মিটফোর্ড তার গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেই দুজন মাতাল তার ওপর চড়াও হয়। তারা তাকে প্রচণ্ডভাবে মারধোর করে তার হাতের ব্রীফকেসটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। তাই আমরা জানতে চাই, এইভাবে কেউ কি তার মুখ বন্ধ করতে চাইছে? কিন্তু কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেলো, বর্তমানে হাইস্কুল কণ্ট্রাক্ট-এর ব্যাপারে তদন্ত করছিল ওয়ালী। আর তার সেই ব্রীফকেসে এমন কোন জরুরী কাগজপত্র ছিলো যাতে কি না হ্যামণ্ডকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা যেতে পারতো। তবে আবার এও হতে পারে সেই চুরি যাওয়া ব্রীফকেসে ওয়েলকাম সেল্ফ সার্ভিস স্টোরের কেসে তার গবেষণরে নথীপত্র ছিলো, যা কিনা ইস্টলেকের অনেক বিত্তশালী স্ত্রীদের জড়িয়ে ফেলতে পারতো। সে যাইহোক, এ সব কথা আমি ব্রেনারকে বলতে যাবো না।

'হাইস্কুল কণ্ট্রাক্ট এর ওপর কাজ করছিল সে; আমি তাকে বললাম, নির্ধারিত অনুমিত খরচের থেকেও পঞ্চাশ হাজার ডলার বেশি করে দেখানো হয়েছিল সংশ্লিষ্ট কনণ্ট্রাক্ট-এর এস্টিমেটে।'

আমার দিকে তাকিয়ে কি ভেবে সে বললো, 'সে তো সিটি হলের দেখার বিষয়। অন্য আর কিছু কাজ?'

'না, এর বেশী কিছু আমি জানি না।'

'তাহলে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলাই ভালো। সে কি বাড়ি গেছে?'

'আমার তাই মনে হয়। ব্যাপাটা সিটি হলের বলে অতোটা নিশ্চিন্ত হবেন না, এমনো তো হতে পারে, কেউ হয়তো এ-ব্যাপারে যাবতীয় কাগজপত্র হাফিজ করে দেওয়ার জন্যেই এমন জঘন্য কাজ করে থাকবে।'

সে তার টুপিটা মাথার পিছন দিকে একটু ঠেলে দিলো। 'হ্যাঁ, ভালো কথা, কেউ যদি অপরের কাজে নাক গলাতে চায়, তাহলে তাকে তো ঝামেলায় পড়তে হবে।'

'সার্জেণ্ট আমি আপনার কথা উল্লেখ করতে পারি? আপনার এই মতামতে মিঃ চ্যাণ্ডলার গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেন।

'আমিও তাই মনে করি।' তার চোখের দৃষ্টি বদলে যায়। 'সাবধান, এসব ব্যাপারে খুব বেশী আগ্রহ দেখাতে গিয়ে ভাবি, এ হেন লোক আমার পরবর্তী

ম্যাগাজিনের সংখ্যাটা পড়লে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তার। আমাদের সুপারিকল্পিত কথা নিশ্চয়ই জানে শারলী। ব্রেনার তাকে তার হাতের কাছে পেলে, শারলী তার বর্তমান হিস্টিরিয়ার প্রকোপে হয়তো সুলজের ফিচারের কথা বলে দিতে পারে তাকে। একটু ইতস্ততঃ করে টেলিফোন বুথের সামনে এগিয়ে গিয়ে তার ফোন নম্বরে ডায়াল করলাম। কোন সাড়া নেই। ভাবলাম জিন হয়তো তাকে তার বাড়িতে নিয়ে থাকবে, তাই জিনের বাড়িতে ফোন করলাম। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো জিন।

'তুমি কি শারলীকে নিয়ে গেছো তোমার ওখানে?' বললাম আমি।

'এইমাত্র তাকে বিছানায় শুইয়ে এলাম। আমি তাকে দুটো পিল খাইয়েছি, কালকের আগে ঘুম তার ভাঙ্গছে না।'

'শোনো জিন, পুলিশ কথা বলতে চায় তার সঙ্গে। কিন্তু যে ভাবেই হোক শারলীকে আড়াল করে রাখার ব্যবস্থা করো। পুলিশ কিছুতেই যেন তার হদিস না পায়। আর সেই নোংরা ম্যাগাজিনের ব্যাপারে শারলীর সঙ্গে আর কোন আলোচনা হয়েছে তোমার?'

'শারলীর ধারণা, হ্যামণ্ডের জন্যেই ওয়ালী আক্রান্ত হয়েছে।'

'ওয়েলকাম সেল্ফ সার্ভিস স্টোরের ব্যাপারে সে কিছু জানে?'

'না, আমার তা মনে হয় না। তার এখন হ্যামণ্ডকে নিয়েই কেবল চিন্তা।'

'ঠিক আছে, কাল তুমি যেন বাড়ি থেকে বেরিও না। শারলীর কাছে কাছে থেকো সব সময়। ওয়েলকামের ব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে কথা বলুক সে, আমি তা চাই না জিন, বুঝলে।'

'সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও স্টেভ', জিন বলে, এক কাজ করো, 'কাল সকাল আটটা নাগাদ তুমি আমাকে আবার ফোন কোরো, কেমন?'

'তাই করবো, তোমাকে আবার ধন্যবাদ জানাই জিন।'

ফোনটা রেখে দিয়ে আমি আমার গাড়িতে ফিরে গেলাম। আজ রাতে আর কোন কাজ নেই আমার। কাল সকাল হওয়ার জন্যে অপেক্ষা শুধু এখন। সকাল ন'টা পনেরোয় এর্নি ম্যাহুরের সঙ্গে দেখা করতে হবে টাকা যোগার করার জন্যে। তারপর যাবো আমাদের অফিসে। গর্ডির ওপর ওয়েবারের রিপোর্টটা পড়তে হবে। সব কিছুই নির্ভর করছে তার ওপর। সে যদি অসফল হয়, তাহলে তখন যে ভাবেই হোক গর্ডির দাবী মতো টাকাটা আমাকে যোগাড় করতেই হবে।

দশটা পনেরোয় বাড়ি ফিরে গেলাম। বাইরে থেকে চারিদিক অন্ধকার চোখে পড়লো। তাহলে লিণ্ডা কি শুয়ে পড়েছে? আমার তাই মনে হয়। তার কাছে যাওয়ার মতো মানসিকতা এখন আমার নেই। দরজা খুলে বসবার ঘরে গেলাম, আলো জেলে তাকালাম চারদিকে। টেবিলের ওপর একটা চিরকুট নজরে পড়লো।

ত্রস্ত হাতে তুলে নিলাম সেটা।

'প্রিয় স্টেভ,

লিণ্ডাকে আমি আমার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। কয়েকদিনের মধ্যেই তার চোখ হয়তো ভালো হয়ে যাবে, তবে তাকে কেন্দ্র করে গল্প-গুজব এখন বন্ধ রাখাই ভালো। ওকে আমি আপাততঃ আমার কাছেই রেখে দিতে চাই।

কোন মেয়ের মুখের ওপর ওভাবে আঘাত করবেন না। যদি তাকে একান্তই আঘাত করতে চান তো, তার শরীরের নীচের কোন অংশে আঘাত করলেই ভালো হয়। তাতে আপনার রাগ প্রশমিত হবে, সেই সঙ্গে তার দেহে আঘাতের বড় রকম কোন চিহ্নও থেকে যাবে না।

দুসিলা

পরদিন সকাল আটটায় ফোন করলাম জিনকে। 'কেমন আছে শারলী?'

'চমৎকার। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায় সে।'

খানিক বিরতির পর দূরভাষে শারলীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। 'স্টেভ! রাগের মাথায় যা তা বলে ফেলেছি তোমাকে কাল রাতে, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে নিও। আসলে কি জানো স্টেভ, আমার প্রিয়তমর অমন মর্মান্তিক অবস্থা দেখে মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল, তাই অমন সব বাজে কথা বলে ফেলেছি তোমাকে। যাকগে, তোমাদের ম্যাগাজিন চমৎকার স্টেভ। ঝুঁকির কথা জানতো ওয়ালী, কিন্তু ঐ জানোয়ারগুলো যে এতো অমানুষ বিশ্বাস করা যায় না।'

'চ্যাণ্ডলারকে আমি বুঝিয়ে বলবো, ওয়ালীর জন্যে একটা কিছু তিনি নিশ্চয়ই করবেন। ডাঃ স্ট্যানস্টেডের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, চিন্তা করো না, সে বলেছে, তোমার ওয়ালী ঠিক সুস্থ হয়ে উঠবে।' স্ট্যানস্টেড-এর আশঙ্কা, ওয়ালী সুস্থ হয়ে উঠলেও, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে, তবে শারলীকে তার সেই আশঙ্কার কথা বেমালুম চেপে গেলাম। 'শোনো শারলী, পুলিশ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। খুব সাবধান, সুলজের কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করো না যেন। সেই বোমা আমরা অবশ্যই ফাটাবো, তবে ঠিক এখনি নয়। তাদের বলো, হাইস্কুলের কণ্ট্রাক্ট-এর ব্যাপারে কাজ করছিল সে ব্যাস, এছাড়া আর কিছু নয়…বুঝলে?'

'নিশ্চয়ই! আমি এখুনি জিনের সঙ্গে হাসপাতালে যাচ্ছি ওয়ালীকে দেখবার জন্যে।'

'তোমার সঙ্গে যোগযোগ রাখবো', আমি তাকে বললাম, 'ফোনটা দেবে একবার জিনকে?'

দূরভাষে জিনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই বললাম তাকে, 'আমি এখন

চ্যাণ্ডলারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যাচ্ছি। তারপর সেখান থেকে ব্যাঙ্কে। তুমি না আসা পর্যন্ত অফিসেই থাকবো আমি।'

'ও কে স্টে ভ।

চ্যাণ্ডলার তখন তার অফিসে যাওয়ার জন্যে বেরুতে যাচ্ছিল, আমি তাকে ফোনে সব খুলে বললাম ওয়ালীর ব্যাপারে। আমি তাকে এও বললাম, হাই স্কুলের কণ্ট্রাক্ট-এর ব্যাপারে কাজ করছিল বলেই হয়তো সে প্রস্তুত হলো।

'সে এখন কোথায়?'

'দ্য নর্দান হাসপাতালে।'

'ঠিক আছে স্টেভ। আমি তার সব দায়িত্ব নিলাম, তার স্ত্রীকে জানিয়ে দিও, তার চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি এ দিকটা দেখছি, আর তুমি নজর রাখো হ্যামণ্ডের ওপর, কোন ফাঁক যেন না থাকে, বুঝলে?' তারপর ফোনটা নামিয়ে রাখে সে।

কফি পান করে লুসিলার বাঙলোয় গেলাম গাড়ি চালিয়ে। আমাকে দেখে লুসিলা বললো, 'হ্যালো স্টেভ, এসো, ভেতরে এসো। আমাদের বেচারী পঙ্গু মেয়েটা এখনো ঘুমচ্ছে।'

'কেমন আছে সে?'

'চোখে অন্ধকার দেখছে সে এখন।'

'তার কারণ কি বলেছে সে তোমাকে?'

মাথা নাড়লো লুসিলা। 'কোন কোন মেয়ে এ ধরনের বোকামো করে থাকে।'

'আর তাই বলে তার এই বোকামির জন্যে আমাকে কুড়ি হাজার ডলার খেসারত দিতে হবে?'

'বেশ তো খেসারত না দিয়েই দেখো না, দেখবে বছরের তিরিশ হাজার ডলারের চাকরিটাও হারাতে হবে তোমাকে।'

'আর তোমার অবস্থাও কি হবে বুঝতে পারছো? চ্যাণ্ডলার নিশ্চয়ই তোমার মতো একজন চোরের সঙ্গে বসবাস করতে চাইবে না।'

হাসলো লুসিলা। 'সেই ছোট্ট ফিলমটা এখন আমার হাতের মুঠোয়। তার জন্যে আমার খরচ পড়েছে মাত্র দু'হাজার ডলার।'

'কুড়ি হাজারের তুলনায় দু'হাজার ডলার কিছুই নয়।'

গর্ডি বুদ্ধিমান। ঝোপ বুঝে কোপ মারতে জানে সে। সে তার খদ্দেরদের বিচার করে থাকে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার-কথা ভেবে। হাজার হোক, লিণ্ডাকে যথেষ্ট বিত্তবান দেখায়, কিন্তু আমাকে নয়।'

দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, অন্য আর কোন স্বামী গর্ডির দাবী মতো তার হাতে মোটা মোটা তুলে দিচ্ছে?'

গ্রাগ করলো সে। 'তা আমি কি করে জানবো? আমি শুধু জানি, অন্য আর কোন স্বামী তার স্ত্রীর গায়ে হাত চালায় না।'

'হয়তো সেটা দুঃখজনক, কিন্তু আমি তখন নাচার ছিলাম।' এই বলে তার সঙ্গ এড়ানোর জন্যে তার বাঙলো থেকে বেরিয়ে এলাম। সেখান থেকে ব্যাঙ্কে।

'বসো স্টেভ,' বললো ম্যাহু 'তুমি আমি দুজনেই ব্যস্ত, চটপট কাজের কথাগুলো সেরে নেওয়া যাক। সমস্ত পরিস্থিতি আমি খতিয়ে দেখেছি, তাতে দেখা যাচ্ছে, তোমাকে পাঁচ হাজারের বেশি ওভারড্রাফ্‌ট দেওয়া সম্ভব নয়। এতে তোমার চলবে?'

'দশ করতে পারো না এর্নি? ভীষণ জরুরী।'

'দুঃখিত। পাঁচের বেশি দিতে পারছি না। আমার মাথার ওপর তিন তিনজন পরিচালক রয়েছেন। তাদের ডিঙ্গিয়ে আমি...'

'ধন্যবাদ এর্নি' পাঁচেই আমি রাজী। তার দিকে তাকিয়ে আমি ভাবি, যদি তার স্ত্রী মারথা ওয়েলকামে কেনাকাটা করে থাকে, আর সে-ও যদি চোর হয়ে থাকে, আমার ব্যাপারে যে পরিস্থিতির দোহাই দিলো এর্নি', সেটা তাহলে বদলে যেতে পারে। ওয়েবারের রিপোর্ট'টা ভালো করে তলিয়ে দেখতে হবে, আর এও জানতে হবে, ওয়ালীর তালিকায় মারথার নাম আছে কিনা।

এখন আমার শেষ আশা হলো ওয়েবার, যদি সে আমাকে নিরাশ করে, তখন আমাকে যেতে হবে লু মেয়ারের কাছে, চড়া সুদে টাকা ধার নিতে হবে তার কাছ থেকে।

সেদিনের ডাকে আসা চিঠিগুলো দেখতে যাবো, ঠিক ঐ সময় ওয়েবারের ফোন এলো। 'জানো স্টেভ, আমার এখানে কি ঘটেছে?' পুলিশের মতো কঠিন সুরে বলে সে, 'গতকাল রাতে আমার অফিসের তালা ভেঙ্গে কে বা কারা যেন আমার দশটা জরুরী ফাইল চুরি করে নিয়ে গেছে। সেগুলো মধ্যে গর্ডি'র ফাইলটাও আছে।'

রিসিভার ধরে রাখা আমার হাত কাঁপছে। তেমনি কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করি, 'সেই ফাইলে কি লেখা ছিলো মনে করতে পারো?'

'দ্যাখো, এখানে পনেরো হাজার ফাইল আছে। আটমাস আগে গর্ডি'র ফাইলটা অন্য আরো ফাইলের সঙ্গে রেখেছিল জ্যাক ওয়ালশ। গত মাসে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে গেছে সে। কেবল প্রয়োজন হলেই কোন বিশেষ ফাইল আমি দেখে থাকি।'

'এ ব্যাপারে পুলিশ কি বলে?'

বিদ্রূপের হাসি হাসে সে। রিপোর্ট'ই করিনি। তারা আমাকে ক্যান্সারের মতো ভালোবাসে। তাছাড়া কিই বা দরকার? পেশাদার কাজ আমাদের প্রয়োজন

হলে নতুন করে ফাইল আবার তৈরি করে নিতে কতক্ষণ আর চুরি যাওয়া ফাইলগুলো আমাদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণও ছিলো না।'

'তাহলে সেগুলো চুরিই বা গেলো কেন?'

দীর্ঘ বিরতি। তারপর সে আবার বলে, 'চ্যান্ডালারকে জানিয়েছি। সে বলেছে, যেতে দাও, আর এ ব্যাপারে পুলিশকে না জানানোই ভালো।'

'এটা আমার উত্তর হলো না। তুমি দশটা ফাইল হারিয়েছো, যার মধ্যে অন্তত একটা ফাইল খুবই জরুরী ছিলো।'

'বেশ তো সেই ফাইলটার জন্য এতোই যখন তোমার আগ্রহ, মিঃ চ্যান্ডলারের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারো, বলেই ফোনটা কেটে দিলো ওয়েবার।

একটু সময় ভেবে নিয়ে আবার ফোন করলাম ওয়েবারকে। টেলিফোন অপারেটারের মেয়েলী গলা শোনা গেল, 'দ্য এ্যালার্ট ডিটেকটিভ এজেন্সী।'

'সলিসিটার ট্রুম্যান এ্যান্ড ল্যাসির অফিস থেকে কথা বলছি। জানতে পারলাম, জ্যাক ওয়ালশ আপনাদের অফিসে কাজ করতো এক সময়। একজনের একটা উইলে কিছু অর্থ আর সম্পত্তি পেয়েছে সে। তার ঠিকানাটা দিতে পারেন?'

ইতস্ততঃ করে না মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় সে, 'আমার মনে হয় আপনি ভুল করছেন। ঐ নামে কোন কর্মচারী আমাদের এখানে কাজ করেনি।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ভাবি, এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে, আমাকে মিথ্যে বলেছে ওয়েবার।

□ তিন □

দরজায় টোকা দিয়ে আমার আর এক গবেষক ম্যাক্স বেরী ঘরে এসে ঢুকলো। এক সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী বক্সার, বয়স প্রায় তিরিশের কাছে। ম্যাক্সকে বলা যেতে পারে ইঁদুরের পিছনে ছুটে চলা টেরিয়ার। তবে ওয়ালীর মতো সেই ক্ষুরধার বুদ্ধি তার নেই আদৌ।

দরজাটা বন্ধ করে নিয়ে প্রথমেই সে বলে ওঠে, 'এ কি হাল হলো ওয়ালীর?'

'এটা অবশ্যম্ভাবী ছিলো,' তাকে বসতে বললাম। ওয়েবারের বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতটা তখন একটু একটু করে সামলে উঠছিলাম। কিন্তু কেন এমন ব্যবহার সে করল আমার সঙ্গে? সে কথা ভাববার অবসর এখন আমার নেই। আমার এখন একমাত্র চিন্তা হলো, ওর স্ত্রী হিলডা কি ওয়েলকাম স্টোরে কেনা কাটা করে থাকে,

সে-ও কি এক চোর।

'হাসপাতাল থেকে আসছি', চেয়ারে বসে ম্যাক্স জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা স্টেভ, তোমার কি মনে হয়, এর পেছনে হ্যামন্ডের হাত থাকতে পারে?'

'হতে পারে', কিন্তু আমি এখন ওয়েলকাম স্টোরের চুরির কেসের ব্যাপারে এতো বেশি জড়িয়ে পড়েছিলাম যে, ম্যাক্সের ধারণাটা ঠিক মেনে নিতেও পারছিলাম না, তাই আবার বললাম, ঠিক জানি না, তোমার ধারণা ভুলও হতে পারে।'

'আমার তা মনে হয় না। ওয়ালীর ব্রীফকেসে হ্যামন্ডের নতুন কণ্ট্রাক্ট-এর নথিপত্রের ফটো কপি ছিলো। আর সেই ব্রীফকেসটা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে তার আততায়ীরা। গতকাল দুর্ঘটনায় পড়ার আগে রাতে সে এসেছিল আমার কাছে। আমার সঙ্গে তার অনেক কথাবার্তা হয়েছে স্কুল বিল্ডিং-এর এস্টিমেটে কারচুপির ব্যাপারে। সেটা সে ফ্ল্যাশ করতে যাচ্ছিল বলেই কি আজ তাকে হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে থাকতে হলো?'

আমি কোন কথা বললাম না। ওয়ালীকে আমি সবার থেকে বেশি বিশ্বাস করি, আমার খুব কাছের লোক বলে মনে করি। তাকে আমি আমার সব গোপন কথা বলতে পারি, আর সেও মন খুলে তার গোপন কথা বলে যায়। কিন্তু ম্যাক্সকে সেরকম মনে হয় না আমার, যদিও ওকে আমি ঠিক অবিশ্বাস করি না, তবে ও কতকটা রাগী ষাঁড়ের মতো, শিং দিয়ে যেকোন লোককে গুঁতোতে পারে, একবারও ভেবে দেখে না কে তার শত্রু, কে বা তার মিত্র। এখানেই তফাৎ ওয়ালী আর ম্যাক্স-এর মধ্যে। ওর বিচারবুদ্ধি একটু কম। এই মুহূর্তে আমি যদি তাকে বলি, ওয়েলকাম ষ্টোরের চুরির ব্যাপারে তদন্ত করতে যাচ্ছিল বলেই আজ তার এই দুরাবস্থা, তার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে, তাও আমি জানি, এখনি সে ছুটে যাবে গর্ডের কাছে; আর তখনি হয়তো লিণ্ডার চুরির কথা সে ফাঁস করে দিতে পারে, ম্যাক্স-এর কাছে। তাই এসব কথা ভেবে ইচ্ছে না থাকলেও প্রসঙ্গের মোড় ঘোরানোর জন্যে বললাম তাকে, 'জানো ম্যাক্স', সাবধানে বলতে থাকি, 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক, হ্যামণ্ডই তাকে জখম করার ব্যবস্থা করে থাকতে পারে।'

'হ্যাঁ, তাই তো বলছি', হ্যামন্ডের ব্যাপারে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল ওয়ালী, যা হয়তো পছন্দ করতে পারেনি হ্যামণ্ড।'

'তোমরা দুজনেই তো এই কেসের সঙ্গে জড়িত ছিলে, দুজনেই হ্যামন্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে একটা মুখরোচক ফিচার দাঁড় করানোর কাজে হাত দিয়েছিলে। তাই বলছিলাম কি জানো ম্যাক্স, এই পরিস্থিতিতে, পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন সুলজের ফিচারটা আমাদের ম্যাগাজিনে ছাপানো ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ হবে না; কারণ এখন আমাদের সব নিরাপত্তা তাদের ওপরেই নির্ভর করছে।'

'পুলিশের সাহায্য? কেন, কিভাবে তারা আমাদের সাহায্য করতে পারে

বলো।'

'তারা আমাদের বন্দুকের পারমিট দিয়ে সাহায্য করতে পারে। তার ব্যবস্থা করতে পারে চ্যান্ডলার।'

দাঁত বার করে হাসলো ম্যাক্স, 'আমার কোন বন্দুক লাগবে না', কথা শেষ করে সে তার মুষ্টি দৃঢ় করে ডেস্কের ওপর হঠাৎ জোরে একটা ঘুষি মেরে আমাকে সমঝে দিতে চাইলো, সে একজন নামী বক্সার ছিলো এক সময়ে, বন্দুকের বদলে তার হাতের দৃঢ় মুষ্ঠির ঘুষিই বেশি নিরাপত্তা দিতে পারে তাকে।

'তিনজনের সঙ্গে একা তুমি কি করে লড়বে ম্যাক্স? তুমি তো আর অতিমানব নও।'

শ্রাগ করলো সে। তারপর উঠে দাঁড়ালো, 'হ্যামণ্ডের সঙ্গে আমার লড়াই চলবে। আমি এখন চললাম, লাঞ্চের পর ফিরে আসবো।'

জানলা দিয়ে চ্যান্ডলারের পেণ্টহাউসের দিকে তাকালাম। কি ভেবে চ্যান্ডলারের সেক্রেটারীকে ফোন করলাম। 'চ্যান্ডলারের সঙ্গে একটা জরুরী ব্যাপারে আমি কথা বলতে চাই। যাবো এখন?'

'ধরো', খানিক বিরতির পর সে বলে, 'তুমি এখুনি এলে ভালো হয়। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই তাঁকে ওয়াশিংটনে পেঁছিতে হবে। সেখানে প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে তাঁর একটা জরুরী মিটিং আছে।'

'ও কে।' পরবর্তী পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঝড়ের বেগে উড়ে গেলাম পেণ্টহাউসে।

'কি ব্যাপার স্টেভ?' চ্যান্ডলারের মধ্যে দারুণ একটা ব্যস্ততা দেখলাম। 'তোমার কাজটা কি খুবই জরুরী। প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে আমার একটা খুব জরুরী মিটিং আছে। ওয়াশিংটন থেকে ফিরে এসে তোমার বক্তব্য শুনলে হতো না?'

'না, ...' জোরে জোরে মাথা নেড়ে তাকে বোঝাই, 'আমার কাজটাও কম জরুরী নয়।' তারপর আমি সংক্ষেপে বলি, 'ওয়ালীর ওপর অতর্কিত আক্রমণের ব্যাপারটা কোন একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হ্যামণ্ডের ওপর আমাদের আসন্ন আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এভাবে আমাদের আগাম সতর্ক করে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়, যদিও আক্রমণটা সিটি হলের মাধ্যমে আসা উচিৎ ছিলো বলে আমার মনে হয়।' সেই সঙ্গে আমার ধারণার কথাও জানিয়ে দিলাম চ্যান্ডলারকে, 'সুলজের ওপর আক্রমণ থেকে পিছিয়ে আসা উচিৎ। আমাদের ফিচারটা একবার প্রকাশ হলেই, পুলিশের কাছ থেকে সাহায্য আমরা পাবো না। ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। হয়তো দেখবেন, হাসপাতালের বিছানা থেকে আমাদের পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা আপনার হাতে তুলে দিতে পারবো না আমি। তাছাড়া আমার ও বেরীর জন্যে পিস্তলের পারমিট চাই। এ ব্যাপারে সুলজ সাহায্য না করলে আমাদের সমূহ বিপদ হতে পারে।'

আমার বক্তব্য উপলব্ধি করলো চ্যাণ্ডলার। 'সুলজের ফিচারের বিকল্প কোন লেখা তোমার স্টকে আছে?'

'অনেক ভালো ভালো লেখা আছে, যার কোন বিকল্প নেই, নতুন আঙ্গিকে ছাপা যেতে পারে।'

'এ-ধরনের ভয় পাওয়াকে আমি ঘৃণা করি। তবে তুমি যা বললে, তারও একটা মানে, আছে। ঠিক আছে, এ-সংখ্যায় এ লেখাটা বাদ দাও। পরের সংখ্যায় যেতে পারে কি বলো?'

তারপর সে তার অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সেক্রেটারীকে নির্দেশ দেয়, বর্গকে বলো, ষ্টেভ ও বেরীর জন্যে দুটো পিস্তলের পারমিটের ব্যবস্থা করার জন্যে। তাকে আরো বলো, দুটো অটোমেটিক পিস্তল যোগাড় করার জন্যে।' তারপর আমার দিকে ফিরে চ্যাণ্ডলার বলে, 'ওয়াশিংটন থেকে ফিরে এসে কথা বলবো তোমার সঙ্গে।'

এলিভেটারের দিকে এগিয়ে যায় সে হন হন করে। যেতে যেতেই সে বলতে থাকে, 'শুনলাম, ওয়েবারের অফিসের তালা ভেঙ্গে কিছু ফাইল চুরি গেছে।'

'হুঁ।' উত্তরে বললাম, 'পুলিশে একবার রিপোর্ট করলে হতো না স্যার?'

'পুলিশ? তারা কি এমন কাজে আসতে পারে?' তার কথার ধরন দেখে মনে হলো, ওয়েলকাম স্টোরের চুরির ব্যাপারে লিণ্ডার জড়িয়ে পড়ার কথাটা শুনলে তার মনে যে প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে, সেটা নিশ্চয়ই আমার কাছে শুভ হতে পারে না। আমার চিন্তায় ছেদ পড়লো, চ্যাণ্ডলারকে এলিভেটারে উঠে যেতে দেখে। আমি ও তার সেক্রেটারী সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলো সে আমাদের দৃষ্টি বাইরে। অন্য আর একটা এলিভেটারে ঢুকে সুইচটা টিপে দিলাম আমি।

অফিসে ঢুকেই দেখলাম, আমার ডেস্কের সামনে বসে আছে জিন—ডাকের চিঠিগুলো বাছাই করছে। শারলী ও ওয়ালবি খোঁজ নিয়ে আজ সকাল থেকে যেসব ঘটনা ঘটে গেছে, সংক্ষেপে বলে গেলাম তাকে—ওয়েবারের টেলিফোন, ম্যাহুর পাঁচ হাজারের বেশি ওভারড্রাফ্‌ট দিতে না চাওয়া, লুসিলা বাওয়ারের কি ভাবে গর্ডিকে কব্জা করে মাত্র দু'হাজার ডলারের বিনিময়ে ওয়েলকাম স্টোর থেকে তার চুরি করার দৃশ্যর ফটোটা হাতিয়ে নেওয়া, সব শেষে সুলজের ফিচার আগামী সংখ্যায় বাদ দিতে চ্যাণ্ডলারের রাজী হওয়ার কথা, কোন কিছুই বাদ দিলাম না।

শুনলো জিন, তার মুখটা অসম্ভব থমথমে দেখাচ্ছিল।

'মনে হয় সব দরজাই বন্ধ। ওয়েবারকে ঠিক বুঝতে পারছি না। তার স্ত্রী হয়তো চুরির ব্যাপারে জড়িত, আর এইভাবে ফাইল চুরি গেছে, কথাটা রটিয়ে দিয়ে গর্ডির সঙ্গে একটা রফা করতে চাইছে। অবশ্য চ্যাণ্ডলার অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ বলে

এ-ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চাইছে না। কিন্তু জিন, আমার তো মাথা ব্যাথার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এখন ওয়েবারকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না। এখন মনে হচ্ছে, লিন্ডাকে এই ঝামেলার হাত থেকে বের করে নিয়ে আসার জন্যে যে ভাবেই হোক বাকি পনেরো হাজার ডলার আমাকে যোগাড় করতেই হবে।'

'গার্ডিকে ফাঁসাবার চেষ্টা করছো না কেন?' শান্ত স্বরে বললো জিন, 'আরো কিছু দিন সময় চেয়ে নাও তার কাছ থেকে।' রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে সে আরো বলে, 'ফোন করে বলে দাও তাকে, টাকা যোগাড় করতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে। সেই ফাঁকে ওর বিরুদ্ধে আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ করার সুযোগ তুমি পেয়ে যেতে পারো।'

'ওয়েবারকে পাশে না পেলে আমার পক্ষে একা সে কাজ করা সম্ভব নয়।'

সম্ভবত গর্ডি'র ফাইলটা এখনো ওয়েবারের অফিসেই আছে। চেষ্টা করলে আমি সেটা সংগ্রহ করতে পারি।'

গভীর বিস্ময়ে তাকাই তার দিকে। 'কি বলতে চাইছো তুমি?'

'এক সময় তার সেক্রেটার ম্যাভীস শেরম্যানের একটা উপকার করেছিলাম। আমার জন্যে যে কোন কাজ সে করতে পারে। তাই বলছি একবার গর্ডি'কে ফোন করে আরো কিছু সময় চেয়েই দ্যাখো না।'

রিসিভার তুলে জুডিকে বললাম ওয়েলকাম স্টোরের ম্যানেজার গর্ডি'র লাইন দিতে।

একটু পরে ফোনটা বেজে উঠলো। 'মিঃ ম্যানসন,' বললো জুডি, 'গর্ডি'র লাইন, কথা বলুন।'

'মিঃ গর্ডি?'

'মিঃ ম্যানসন, বলুন কেমন আছেন?' তার কথায় সৌজন্য বোধটুকু আছে বটে।

'আমাদের ছোট্ট লেনদেনের ব্যাপারটা আপাততঃ মুলতুবী রাখতে হচ্ছে। দুদিন পরে কোন সমস্যা থাকবে না, কিন্তু আজ অনেক সমস্যা।'

'তাই কি? অসুবিধে আমারো অনেক আছে। এক কাজ করুন, কথামতো আজ রাত নটায় আমার বাড়িতে চলে আসুন। দেখি, তখন আপনার জন্যে কি করা যায়।' রিসিভারটা নামিয়ে রাখার আগে বললো সে, 'সঙ্গে কিছু টোকন মানি নিয়ে আসবেন।'

এক্সটেনসন লাইন মারফত আমাদের সব কথাই শুনছিল জিন। রিসিভার নামিয়ে রেখে আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম।

'ম্যাভীসকে লাঞ্চে নিয়ে যাচ্ছি। উঠে দাঁড়িয়ে বললো জিন, 'বাথ' পিক্‌চারটা একটা বড় প্রমাণ, সেটা ছাপাখানায় দিয়ে যাচ্ছি।'

লাঞ্চের পরে ফিরে এলো জিন। তার মুখে সাফল্যের হাসি, মনে হয় ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে। গর্ডি'র ফাইলটা নষ্ট করা না হয়ে থাকলে ম্যাভসী বলেছে, একটা ফটোকপি করে দেবে। আর একটা চমকপ্রদ খবর হলো, ম্যাভীস বলেছে, গতকাল রাত্রে ওয়েবারের অফিসের তালা ভেঙে কেউ ঢোকেনি। ওয়েবার চলে গেলেই ফাইলটা খুঁজে দেখবে সে। সন্ধ্যা সাতটার আগে ওয়েবার অফিস ছেড়ে যাচ্ছে না। তবে তারপরেই শুভ খবরটা ফোন করে আমাকে জানিয়ে দেবে বলছে।'

মনে পড়লো, রাত নটার সময় গর্ডি'র সঙ্গে দেখা করার কথা আমার। সাতটা কিংবা আটটার মধ্যে ম্যাভীস খবর দিলেও চলবে। ন'টার আগে গর্ডি'র ফাইলের ফটোকপিটা পেলে কথামতো তার সঙ্গে আলোচনা করতে বিশেষ সুবিধে হতে পারে আমার। আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহলে আমিও পাল্টা তাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারবো সেই ফটোকপিটা দেখিয়ে।

'ধন্যবাদ জিন। ব্যাঙ্ক থেকে তিন হাজার ডলার তুলে নিয়ে এসেছি, গর্ডি'র টোকন মানি।'

জিন তার ঘরে চলে যাওয়ার পর অফিসের কাজে মন বসাবার চেষ্টা করলাম। সারাটা বিকেল কাটল দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে। এরই মধ্যে চ্যান্ডলারের সেক্রেটারী জো বর্গ পেঁছে দিয়ে গেছে দুটো পিস্তলের পারমিট আর দু'বাক্স বুলেট; আমার ও ম্যাক্স এর। পিস্তল দুটো পরীক্ষা করে দেখলাম, বেশ শক্তিশালী। চ্যান্ডলারের হুকুমে চট্‌পট্‌ কাজ করেছে বর্গ। গর্ডি'র সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় এটা কাজে লাগতে পারে, মনে মনে ভাবলাম।

বর্গ একজন লেডী কীলার। এসেই দু'মিনিট থাকার পর চলে যায়। যাওয়ার সময় দাঁত বার করে হেসে বলে যায়, একজন হট হলে হবে কি, খুব তড়োতাড়ি ঠাণ্ডাও হয়ে যায়। বর্গের মতে এ রকম মেয়েই সব পুরুষের কাম্য—প্রচণ্ড উত্তাপ, আবার সঙ্গী পুরুষের উষ্ণ স্পর্শে দ্রুত শীতল হয়ে পড়লো তার সঙ্গী তখন তার খুশিমতো মেয়েটির দেহ ব্যবহার করতে পারবে, যতক্ষণ খুশি তার সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়ে থাকতে পারবে, তার দেহ থেকে চট্‌ জলদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কোন তাড়া থাকলে না।

বর্গ চলে যাওয়ার পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো জিন। ঘরে ঢুকেই ক্লান্ত, ম্লান গলায় বলে উঠলো, 'আমি দুঃখিত স্টেভ, গর্ডি'র ফাইলটা পাওয়া যাচ্ছে না। এই মাত্র ফোনে এই দুঃসংবাদটা জানালো ম্যাভীস।

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো জিন?' ডেস্কের পিছনে হেলান দিয়ে আমি বললাম, 'ওয়েবারের অফিসে গর্ডি'র ফাইল ছিলো। খবর পেয়েছি, গতকাল রাত্রে তার অফিসে কোন চুরির ঘটনা আদৌ ঘটেনি। তাহলে সেই ফাইলটাই বা কোথায় যেতে পারে?'

'আমার মনে হয় গর্ডি ব্ল্যাকমেল করছে তাকে, কিংবা কেউ তার ওপর প্রভাব খাটিয়ে ফাইলটা সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করে থাকবে, যার স্বার্থ আছে।'

'কে, কে হতে পারে?'

'কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিন বললো, 'যারা সেই স্টোর থেকে চুরি করছে।' শেষ পর্যন্ত জিন তার মত প্রকাশ করলো, 'ওয়ালীর মতে শেলী ল্যাটিমার, ম্যাবেল ক্রীডেন আর লুসিলা বাওয়ার, এই তিন জন মহিলার মধ্যে যে কেউ একজন হতে পারে, তুমি কাউকে আন্দাজ করতে পারো।'

মার্ক ক্রীডেনের নামটা সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে গেঁথে গেলো। ইস্টলেকের সবচেয়ে বড় বাড়ির মালিক ও হাওয়ার্থ প্রোডাক্সন কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট সে। তার স্ত্রী তার থেকে কুড়ি বছরের ছোট কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, কেনই বা সে ভয় পেতে যাবে গর্ডিকে? তার অগাধ টাকা, এখানকার এস্টেটের সবচেয়ে বেশি নামী ও দামী ব্যক্তি সে। গর্ডিকে পকেটে পুরে রাখার মতো ক্ষমতা রাখে। তাহলে কেন সে ভয় করতে যাবে গর্ডিকে। যাইহোক, আমি ঠিক করলাম, গর্ডিকে আড়াল করার অপরাধে ওয়েবারকে চিন্তায় ফেলে রাখা যাক আপাততঃ। মনে হয় তার স্ত্রী হিলডাই সেই স্টোর থেকে নিয়মিত চুরি করে যাচ্ছে. সেই কারনেই ওয়েবারের এই সতর্কতা, গর্ডির ফাইল লোপাট করার এই প্রচেষ্টা!

'দ্যাখো জিন আজ রাতে গর্ডির সঙ্গে দেখা করছি, হয়তো কোন সূত্র পেয়ে যেতে পারি সেখানে।' বললাম জিনকে, 'আমার সঙ্গে ডিনার খাবে জিন? লুইগিতে আবার যাওয়া যাক, কি বলো?' ভীষণ ভাবে তার সঙ্গ কামনা করছিলাম।

'তোমার কি মনে হয় না, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা উচিত? 'স্ত্রী' কথাটার ওপর একটু জোর দিয়েই বললো জিন, 'আমি বাড়িতেই থাকবো। গর্ডির সঙ্গে দেখা করার পর আমাকে ফোন করো।' তারপরেই সে চলে যায়।

অবশ্য একদিক দিয়ে ঠিকই সে। আমি বিবাহিত তাই তার ওপর আমার কোন দাবী না থাকারই তো কথা।

গর্ডির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে হাতে তখনো যথেষ্ট সময় ছিলো। তাই ভাবলাম, একবার লুসিলার বাড়িতে গিয়ে লিন্ডার সঙ্গে দেখা করে গর্ডির বাড়িতে আমার যাওয়ার পরিকল্পনার কথাটা জানিয়ে রাখা ভালো। গাড়ি চালিয়ে গেলাম লুসিলার বাড়িতে। দরজা খুলে দিয়ে আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো করে

বিস্ময় প্রকাশ করে বলে উঠলো, 'কি আশ্চর্য', আপনি যে ?'

'লিন্ডার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'বসবার ঘরে আছে, চলে যান। আমি এখন রাতের খাবার তৈরী করছি। দুঃখিত, আপনাকে রাতের খাওয়ার কথা বলতে পারছি না বলে ; মাত্র দু'জনের জন্যে রান্না করছি', এই বলে সে চলে গেলো রান্নাঘরে।

বসবার ঘরে লুসিলার নাইট ড্রেস পরে বসেছিল লিন্ডা। বললাম তাকে, 'তোমার মা'র অপারেশনের নাম করে এর্নি ম্যাহুর কাছে কুড়ি হাজার ডলার ও ডি চেয়েছিলাম, কিন্তু মাত্র পাঁচ হাজার ডলার দিতে চেয়েছে। তাই ভাবছি, আমার দেওয়া তোমার গাড়ি ও অলংকার বিক্রী করে টাকাটা তুলবো।'

'এর মধ্যে আমার মাকে কেন জড়াতে গেলে ?' ফুঁসে উঠলো লিন্ডা।

অন্য কোন উপায় ছিলো না ; যাইহোক প্রতিবেশীরা জেনে গেছে এই বানানো খবরটা। তারা জানে, তুমি এখন তোমার বাপের বাড়ি ডালাসে আছো।'

'কিন্তু তুমি আমার গাড়ি কিংবা গয়না স্পর্শ করতে পারবে না', লিন্ডা আমাকে হুমকি দেয়, 'ওগুলো সম্পূর্ন আমার, বুঝলে !'

তার দিকে তাকালাম আমি, আমার চোখে অবিশ্বাসের ছায়া পড়ে ; ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই মেয়েকে কি করে ভালোবেসেছিলাম আমি।

'দ্যাখো, আমি এখন গর্ডি'র সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ফিরে এসে তোমার গাড়ি ও গহনা বেচার সিদ্ধান্ত নেবো। অবশ্য তোমাকে জেলে দেওয়ার পথটাই বেছে নিতে হবে তাহলে।'

'চলে আসার জন্যে দরজার দিকে এগিয়ে যাবো, সেই সময় লিন্ডার একটা কুৎসিত মন্তব্য ভেসে এলো আমার কানে, 'আশা করি, সেই কুত্তী কেসি এখন তোমার যত্ন নিচ্ছে।'

'তোমার ওপর আমার ঘৃণা আর বাড়িও না', এই বলে আমি আমার গাড়িতে ফিরে গেলাম।

ইস্টলেক এস্টেটে ফিরতেই প্রথমে দেখা হলো ফ্র্যাঙ্ক ল্যাটিমারের সঙ্গে। লিন্ডার মা'র খোঁজখবর নিয়ে সে আমাকে তার বাড়িতে ডিনারের আহ্বান জানায়, ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে বলি, আগেই আমার রাতের খাওয়া সারা হয়ে গেছে।

তারপর গাড়িটা গ্যারাজ করে হাঁটা পথে গর্ডি'র বাড়ির দিকে যেতে গিয়ে দেখা হয়ে গেলো ষাট বছরের দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারার মার্ক ক্রীডেনের সঙ্গে, ইস্টলেকের আর এক বাসিন্দা। বিত্তে সে চ্যান্ডেলারের সমতুল্য।

প্রথমে ফ্র্যাঙ্ক ল্যাটিমার, তারপর মার্ক ক্রীডেন, হাঁটা পথে কোত্থেকে বেরিয়ে এলো ওরা ? আর তখনই আমার মনে হলো ওয়ালীর অনুমানের কথাটা। ওদের স্ত্রী জেলী ল্যাটিমার ও ম্যাবল ক্রীডেন চুরির অপরাধে ধরা পড়েছে। তাই কি ওরা

গার্ডি'র বাড়িতে গিয়েছিল তার দাবী মতো টাকা দিয়ে সেই ফিল্মগুলো ফেরৎ আনার জন্যে? নাকি এটা শুধু কাকতালীয় ব্যাপার।

গার্ডি'র ছোটখাটো দোতলা বাড়িটা খুঁজে পেতে বেশ বেগ পেতে হলো। একবুক অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়েলকাম সেল্ফ সার্ভিস স্টোরটা। তবে গার্ডি'র নীচতলার ঘর থেকে এক চিলতে হলুদ আলো চুঁইয়ে পড়েছিল জানলার ফাঁক দিয়ে রাস্তায়।

কাঁপা কাঁপা হাতে কলিং বেল টিপতে গিয়ে বুক কেঁপে উঠলো, আমি তাকে তার ব্ল্যাকমেলের টোকন-মানি দিতে এসে একটা বে-আইনী কাজ করতে চলেছি। কিন্তু এছাড়া অন্য আর কি উপায়ই বা ছিলো আমার। বিকল্প পথ হিসেবে পুলিশের কাছে যাবো? ম্যাগাজিনে সুলজের ফিচারটা ছাপানো স্থগিত রাখলেও বিপদ এখনো কাটেনি, না লিন্ডার ক্ষেত্রে, না আমার ক্ষেত্রে; কারণ ব্যাপারটা চ্যান্ডেলারের কানে গেলে আমার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় একেবারে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে যেতে বাধ্য।

দ্বিতীয়বার কলিংবেল টিপলাম, তৃতীয়বারেও কোন সাড়া পেলাম না, বৃথাই বেল টেপা! অবশেষে সামনের দরজার হাতল ঘুরিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। ঢুকেই ছোট্ট একটা লবি, এক টুকরো আলো। সেই আলোয় বাইরে থেকে ঘরের ভেতরে উঁকি মারতে গিয়ে নজরে পড়লো, একটা ধূসর রঙের কোট আর টুপি ঝুলছে হ্যাঙ্গারে।

কিন্তু গার্ডি কোথায়? 'গার্ডি?' তার নাম ধরে ডাকলাম। কিন্তু বাড়ির ভেতরে ঢুকেও তার সাড়া পেলাম না। আশ্চর্য, লোকটা একা থাকে নাকি? অন্য কেউ থাকলে নিশ্চয়ই সাড়া দিতো। সাড়া না পেয়ে ঘরে ঢুকলাম।

বিবর্ণ দেওয়ালে ভ্যান গগের ওয়াল পেইন্টিং, শেলফে টেলিভিশন সেট, টেবিলে অর্ধসমাপ্ত স্কচের বোতল আর একটা ফরাসী পুতুল। এসব কোন কিছুই আকর্ষন করতে পারল না তখন; আমার তখন একমাত্র লক্ষ্য গার্ডি। তাকে পাওয়ার জন্যে আমি এবার মরিয়া হয়ে ঘরের আলোটা জ্বালতেই তার শরীরটা ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে।

ও কে? কে ওই লোকটা?' গার্ডি নাকি? জেসি গার্ডি। কিন্তু আমার দিকে ওভাবে কেন সে তাকিয়ে আছে? নিশ্চল তার দেহ, যেন একটা পাথরের স্ট্যাচু। স্থির চোখে আমাকে সে কি নিরীক্ষণ করছে ব্ল্যাকমেলারের চোখ দিয়ে, অনুমান করার চেষ্টা করছে, আমি তার দাবীর টাকাটা ঠিক এনেছি কিনা কিন্তু তার খুব কাছে যেতেই ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোরাটে বলে মনে হলো আমার। খুব কাছ থেকে এবার ভালো করে দেখতে গিয়ে আমার টনক নড়লো, আসল ছবিটা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো হঠাৎ। বেঁচে নেই গার্ডি। মৃত সে! মরা মাছের মতো তার ঘোলাটে চোখ দুটো। সে চোখে রাশি রাশি ভয়। মনে হয়

মৃত্যুর আগে সে তার আততায়ীকে দেখে প্রচণ্ডভাবে ভয় পেয়ে থাকবে, যা মৃত্যুর পরেও সেই চিহ্নটা রয়ে গেছে তার চোখে মুখে। তার হাত দুটো এলিয়ে পড়েছে চেয়ারের ওপর। রক্তে লাল তার নীল শার্ট আর নোংরা ধূসর জ্যাকেট। চাপ চাপ অনেক রক্ত জমে আছে পায়ের ওপর।

মুখটা খোলা, ঠোঁট ঝুলছে। দেখা যাচ্ছে তার হলুদ রঙের ইঁদুরের মতো দাঁতগুলো। তার মুখের ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে ঘৃণা ও ভয়ের এক সংমিশ্রণের চিহ্ন। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে। আমার চলার শক্তি যেন আমি হারিয়ে ফেলেছি, মনে হলো কেউ যেন পেরেক দিয়ে আমার পা দুটো এঁটে দিয়েছে মেঝের সঙ্গে নড়বার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছি। অসম্ভব কাঁপছে আমার শরীর। যে কোন মুহূর্তে আমার জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারি। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো, আর ঠিক তখনি আমার জ্ঞান লোপ পাবার মতো অবস্থা হলো। ফোনটা অনেকক্ষণ বেজে বেজে শেষে বন্ধ হয়ে গেলো। আমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে সম্রস্ত হলাম। গর্ডি'র পরিণতির কথা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলাম।

গর্ডি'কে হত্যা করা হয়েছে। ধারালো ছুরি কিংবা রিভলভার দিয়ে। গর্ডি নিশ্চয়ই তার সেই আততায়ীকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল, তাই সে প্রতিশোধ নিয়ে পালিয়েছে। কথাটা মনে হতেই সেই ফিল্মগুলোর কথা মনে পড়ে গেলো আমার। সেগুলো কোথায়? সেগুলোর মধ্যে লিণ্ডার ফটোটা যদি থাকে, তবে সেটা পুলিশের হাতে চলে যাবে। আমার ভবিষ্যৎ তখন জমাট কালো এক অন্ধকারে ডুবে যাবে। শুধু তাই নয় ঐ ফিল্ম এর জীবন্ত নারী, অর্থাৎ লিণ্ডাকে সনাক্ত করার জন্যে পুলিশ এই এস্টেটের প্রতিটি দম্পতির বাড়িতে হানা দেবে গর্ডি হত্যার সূত্র খুঁজে বার করার জন্য। ওদিকে ক্লীডেন আমাকে এদিকে আসতে দেখেছে, পুলিশের কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সে তার সন্দেহের আঙ্গুল তুলে ধরবে আমার দিকে, অবশ্যই!

মিঃ ক্লীডেন? তাকেও তো এদিক থেকে যেতে দেখেছিলাম আমি। তবে কি গর্ডি'র হত্যাকারী সে? তার স্ত্রী চোর! স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করতেই কি গর্ডি'কে হত্যা করলো সে? যাই হোক আমার চিন্তা এখন লিণ্ডার জন্যে। ক্লীডেন নিশ্চয়ই লিণ্ডার ফিল্মটা নিতে যাবে না, তাহলে সেটা এখনো এখানেই থাকবে হয়তো। মরিয়া হয়ে আমি সেই ফিল্মটার খোঁজ করলাম অনেক। কিন্তু কোন হদিসই পেলাম না সেটার।

হঠাৎ দরজায় করঘাতের শব্দ শুনতে পেলাম, চমকে উঠলাম। নারী কণ্ঠের স্বর, সেই স্বরে ছিলো কামনা লালসার ইঙ্গিত। এতো রাতে গর্ডি'কে ডাকতে আসবে কেন সে? তবে কি এই নারীর সঙ্গে তার কোন অবৈধ সম্পর্ক ছিলো? মরুকগে, গর্ডি'র সঙ্গে তার যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, আমার তাতে কি?

তাছাড়া গর্ডি এখন মৃত। মেয়েটি তার মৃত প্রেমিককে দেখামাত্র নিশ্চয়ই তার আততায়ীর সন্ধান করতে গিয়ে আমাকে দেখতে পাবে। তাহলেই সর্বনাশ। কথাটা মনে হতেই নিজের বিপদের কথা অনুমান করে সতর্ক হতে হলো আমাকে। আমার রক্ত তখন হিম হওয়ার মতো অবস্থা। দ্রুত পায়ে পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে একটা পর্দার পাশে নিজেকে আড়াল করে তাকিয়ে রইলাম গর্ডির বসবার ঘরের দিকে। সেই সঙ্গে তৎপর হলাম পিস্তলটা সামনের দিকে উঁচিয়ে ধরে রেখে। আমি তখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, যে কেউ আমার সামনে আসুক না কেন, আমি তাকে পিস্তলের গুলিতে খতম করে ফেলবো ; কারণ এটা করা আমার একান্ত দরকার, হয়তো আমার সেই কাজে ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাবে, তবে আমি যে এখানে এসেছিলাম, তার প্রমাণ আমি নিশ্চিহ্ন করে যেতে পারবো, আমার লাভ এখানেই।

পাশের ঘর থেকে দেখলাম, একটি মহিলা গর্ডির ঘরে এসে ঢুকলো, কালো কোটে ঢাকা তার দেহ। মৃত গর্ডিকে দেখামাত্র আর্তনাদ করে উঠলো সে, 'হায় ঈশ্বর! গর্ডি খুন হয়েছে? এ কি সর্বনেশে ব্যাপার! পাগলের প্রলাপ বকতে বকতে ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে মেয়েটি। পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে আমিও তাকে অনুসরণ করার জন্যে ছুটতে শুরু করলাম। মেয়েটি বোধহয় পুলিশকে খবর দিতে যাচ্ছে। ছুটছিল সে, মুখে বিড়বিড় করে বকছিল, হ্যাঁ খুন! ১৮৯, ইস্ট এভিনিউতে খুন হয়েছে একজন। আপনারা এখুনি চলে আসুন।' গর্ডির ফোন থেকে পুলিশকে ফোন করতে শুনলাম দূর থেকে। লবি থেকে তার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম সেই মুহূর্তে। হ্যাঁ, মেয়েটি গর্ডির বাড়ি ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি সেখান থেকে নড়ছি না, মনে মনে ঠিক করে ফেললাম। মেয়েটি গর্ডির বাড়ি থেকে চলে যাওয়া মাত্র বাইরে বেরুবার দরজার দিকে ছুটে গেলাম। চলে আসার আগে পকেট থেকে রুমাল বার করে দরজার হাতলটা ভালো করে মুছে ফেললাম, যাতে পুলিশ এসে আমার হাতের ছাপ না আবিষ্কার করতে পারে সেখান থেকে।

তারপর রাস্তায় নেমেই দৌড়। রুদ্ধশ্বাসে ছুটে আমার বাড়িতে এসে ঢুকলাম। তালা খুলে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলাম ভেতর থেকে। জানলা খুলে একবার দেখে নিলাম, বাইরে কেউ আমাকে দেখতে পায়নি তো! না, তেমন সন্দেহজনক কাউকে চোখে পড়লো না আমার। দরজা বন্ধ করার কিছুক্ষণ পরেই শুনতে পেলাম সাইরেনের শব্দ। আমার শয়নকক্ষের খোলা জানলা দিয়ে পুলিশ পেট্রলের লাল আলো দেখতে পেলাম। প্রচণ্ড গতিতে সেটা ছুটে চলেছে ইস্ট এভিনিউ-য়ের দিকে।

□ চার □

রাত তখন অনেক। কিন্তু ঘুম তখন আমার মাথায়। চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না আমার এখন করণীয় কি হতে পারে, চেয়ারে বসে বসে ভাবতে শুরু করলাম। পুলিশ যদি ওয়েলকাম স্টোরে সেব সব দৃশ্যগুলোর ফিল্ম হাতে পায়, তাহলে আমি লিন্ডা, মার্ক ও ম্যাবেল ক্রীডেন, ফ্র্যাঙ্ক ও শেলী ল্যাটিমার, তাছাড়া অন্য আরো অনেক চোর দম্পতী বিপদে পড়তে পারে। আমাদের সকল স্বামীকেই পুলিশ সন্দেহ করতে পারে, আমাদের স্ত্রীদের সম্মান বাঁচানোর জন্যে গর্ডিকে হত্যা করেছি। তাই আমার এখন প্রথম কাজ হবে মার্ক ক্রীডেনের মুখ বন্ধ করা। গর্ডির বাড়িতে যাওয়ার পথে সে আমাকে দেখতে পায়; অবশ্য আমিও তাকে দেখি ইস্ট এভিনিউয়ের দিক থেকে ফিরে আসতে। আমরা এখন দুজন দুজনের কাছে সন্দেহের পাত্র। অতএব পুলিশের সন্দেহের হাত থেকে নিজেদেরকে এড়ানোর জন্যে আমাদের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি হওয়া উচিত এইভাবে যে, আজ রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে কেউ কাউকে গর্ডির বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখতে পাই নি।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে ক্রীডনের ফোন নাম্বার ডায়াল করলাম। তার বাবুর্চি ফোন ধরে মার্ক ক্রীডেনকে লাইনটা দেয় একটু পরে।

'হ্যালো স্টেভ!'

'মিঃ ক্রীডেন, আমার কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনুন,' আমি তাকে বললাম, আমার কাছে খবর আছে আপনার স্ত্রী ওয়েলকাম স্টোর থেকে নিয়মিতভাবে চুরি করে যাচ্ছে। আমার স্ত্রীও সেই কাজ করেছে। আমাকে ব্ল্যাকমেল করা হয়েছে। আমার সন্দেহ, আপনাকেও তাই করা হয়েছে। আজ রাতে গর্ডিকে তার দাবীর টাকা দিতে যাই। সেখানে নিহত অবস্থায় তাকে দেখতে পাই। আমি আপনাকে ইস্ট এভিনিউতে দেখতে পাই, গর্ডির বাড়ি সেখানেই, আপনিও দেখেছেন আমাকে। পুলিশী তদন্ত হবে। তাই আমি বলি কি জানেন, মনে করুন আজ রাতে আমরা কেউ কাউকে দেখি নি।'

দীর্ঘ বিরতির পর ক্রীডেনকে বলতে শোনা যায়, 'কথাটা মন্দ বলেন নি আপনি। আপনি আমাকে দেখেন নি···আর আমিও আপনাকে দেখিনি···ঠিক আছে?'

হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, তাই হবে।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম। বিশ্বাস করতে মন চায় না যে এতো সহজে ব্যাপারটা কি করে মিটে গেলো! এবারে লিন্ডা। তার ব্যাপারটা এতোই জটিল যে, ফোনে তার সমাধান সম্ভব নয়। তার কাছে হাজির হতে হবে যদিও তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে আমার একেবারেই নেই। তবু যেতে হবে একবার।

লুসিলার বাঙলোয় হাঁটা পথে যেতে গিয়ে আবার শুনতে পেলাম পুলিশী সাইরেনের শব্দ, ইস্ট এভিনিউ-য়ের দিকে শব্দটা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তারপরেই আর একটা পুলিশের গাড়ি, সঙ্গে এ্যাম্বুলেন্স।

কলিংবেল টেপার অনেকক্ষণ পরে দরজা খুলে দিলো লুসিলা।

'আঃ স্টেভ,' লুসিলা উৎফুল্ল হয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি তাহলে শুভ সংবাদটা দিতে এসেছেন···নাকি আপনি ?'

'কোন শুভ সংবাদ নয়।'

বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো সে আমাকে। সেখানে সেই একই ভাবে সোফার ওপর ঠায় বসেছিল লিন্ডা।

'আপনারা দুজনে মন খুলে কথা বলুন।' আমার দিকে তাকিয়ে বললো লুসিলা, 'আমি যাই, আমার অনেক কাজ আছে।'

কিন্তু যাওয়া তার হলো না, লিন্ডা তাকে বাধা দিয়ে বললো, 'আমি তোমাকে থাকতে বলছি। আমার ব্যাপারে তোমার মধ্যস্থতা আমার একান্ত কাম্য।'

'সত্যি ?' একটা চেয়ারে আসন গ্রহন করে একটা সিগারেট ধরালো লুসিলা।

গর্ডি'র বাড়িতে যাওয়া, সেখানে তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া, সংক্ষেপে সে সবের বর্ণনা দিয়ে বললাম আমি, 'গর্ডি যদি ফিলম্ ও তার নেগেটিভগুলো তার বাড়িতে রেখে থাকে পুলিশ সেগুলো উদ্ধার করবে, আর তখনি আমরা সত্যিকারের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বো।' কথা বলছিলাম লিন্ডার সঙ্গে। তার মুখের রং পাল্টাতে থাকে ধীরে ধীরে।

'যাইহোক, টাকাটা তোমাকে তাহলে দিতে হলো না শেষ পর্যন্ত।' বললো লিন্ডা। তারপর হঠাৎ হিস্টিরিয়া রোগিণীর মতো চিৎকার করে উঠলো সে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, পর জন্মে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে যেন না হয়!' লুসিলার দিকে ফিরে বলে সে, 'লুসি, আমাকে সাহায্য কর। বলো, আমরা এখন কি করবো ?'

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে উত্তর দিলো লুসিলা, 'তুমি তো ডির্ভোস চাও, চাও না ?'

'নিশ্চয়ই।'

'ভালো কথা, তাহলে এর সহজ উপায় কি ?'

আমার দিকে ফিরে সে এবার আমাকে বললো, 'আমার ধারণা, লিন্ডিকে আপনি

ডিভোর্স দিয়ে দেবেন, দেবেন না?'

প্রস্তাবটা যেন আমাকে এক অপার মুক্তির স্বাদ পাইয়ে দিলো। লিন্ডার হাত থেকে এতো সহজে যে রেহাই পাওয়া যাওয়া যাবে এ-ছিলো আমার ধারণার বাইরে। দীর্ঘ তিন বছরে সে আমাকে সুখের চেয়ে যন্ত্রণাই দিয়েছে বেশি, আর যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে হাঁফিয়ে উঠেছিলাম আমি। তাই লুসিলার মাধ্যমে লিন্ডার ডিভোর্সের প্রস্তাবটা পাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম। 'হ্যাঁ, দেবো, নিশ্চয়ই দেবো।'

'তাহলে তো কোন সমস্যাই নেই। এখনি আমরা ডালাসের দিকে রওনা হয়ে যাচ্ছি। লিন্ডির মা'র অপারেশন হওয়ার যে গল্প আপনি ফেঁদে বসেছেন তাতে সে সত্যি সত্যি তার মার কাছে ফিরে গেলে কেউ টেরই পাবে না, আপনাদের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেছে। তারপর লিন্ডার দিকে ফিরে সে তাকে সান্ত্বনা দেয়, 'আমি নিশ্চিত জানি, তোমার মা ঠিক বুঝতে পারবেন।'

লিন্ডা কাঁদতে শুরু করলো। ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে থাকে সে, 'ওঃ প্রিয়তমা লুসি তোমাকে ছাড়া আমি থাকবো কি করে, বলে দাও তুমি।'

এখন থেকেই লুসিলা তার আপনজন হয়ে উঠেছে, লিন্ডার কথার ভঙ্গিমা তাই যেন বলে দিচ্ছে আমি তার কেউ নই এখন আর, অতীতে কেউ ছিলাম বলেও মনে করে না সে। ভালোই হলো, এ রকম স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করার চেয়ে বিচ্ছেদই ভালো বলে মনে হলো আমার।

পার্স থেকে গর্ডিকে দেওয়ার জন্যে তিন হাজার ডলারের মধ্যে দু'হাজার ডলারের বিল লিন্ডার জন্যে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে লুসিলাকে বললাম, 'সত্যিই আজ রাত্রেই চলে যাচ্ছেন আপনারা?'

'হ্যাঁ, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা আমাদের পথ ধরবো।'

'পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে।'

'হ্যাঁ, অবশ্য করবে, 'লিন্ডা বিদ্রূপের সুরে বলে, 'পুরুষরা মেয়েদের বিরক্ত তো করবেই। আমার কাছে সেটা কোন সমস্যাই নয়। আপনি বরং আপনার সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করুন।'

লুসিলার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর লিন্ডার দিকে না ফিরেই ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এসে হাঁটতে শুরু করলাম আমার বাড়ির উদ্দেশে। বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই ফোন করলাম জিনকে।

এতো তাড়াতাড়ি উত্তর দিলো সে, মনে হলো, আমার ফোনের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

'আমার কাছে চলে এসো। ১১৯০, ওয়েস্টসাইড, টপ ফ্লোর।

'কুড়ি মিনিটের মধ্যে আসছি।'

জিনের আহবানে সাড়া দিতে যাওয়ার আগে আমার পিস্তলটা ডেস্কের ভেতর থেকে বের করলাম ; চ্যান্ডলার আমাকে সেটা ব্যবহার করতে দিয়েছে, কেনই বা অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখতে যাবো। সেটা হোলস্টারের ভেতরে পুরতে গিয়ে তার মধ্যে থেকে বারুদের গন্ধ বেরিয়ে এসে আমার নাকে লাগলো। আমার ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। লাল ব্যারেলটা নাকের কাছে তুলে ধরতেই পোড়া বারুদের গন্ধ পেলাম। বুঝতে পারলাম, এটা থেকে একটু আগে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে ম্যাগাজিন সরিয়ে দিয়ে দেখলাম, সেখানে কেবল পাঁচটা কার্তুজ রয়েছে, ছ'টার পরিবর্তে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, একটা শৈত্য প্রবাহ বয়ে গেলো যেন আমার সারা দেহের ওপর দিয়ে। পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। তবে, তবে কি গার্ডির অপরিস্কার, নোংরা বসবার ঘরে ছ'নম্বর কার্তুজটা পড়ে আছে তাহলে ?

কলিংবেল টেপার সঙ্গে সঙ্গে জিন তার এ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে দিলো। তার পরনে ছিলো লাল রঙের পায়জামা স্যুট আর পায়ে এমব্রয়ডারী করা স্লিপার। আমার কাছে অপূর্ব দেখাচ্ছিল সে।

একটা বড় বেশ সাজানো গোছানো ঘরের মধ্যে গেলাম, আমার পাশে এসে দাঁড়ালো জিন।

'খুব ঝামেলা, তাই না স্টেভ ?' ঘরের দরজা বন্ধ করে এলো সে।

'বলছি, তার দিকে গভীর আয়ত চোখ তুলে বললাম, 'তোমার কাছে আসা আমার উচিৎ হয়নি, জানি আমি, তবু আসতে হলো : আমি আমার পেটে কথা রাখতে পারছি না। ভাবলাম, এই মুহূর্তে তুমি আমার একান্ত আপনজন, আমার ভালোবাসার মানুষ ; হ্যাঁ, কেবল তোমাকেই বলা যায়।'

'এসো বসে বসেই বলো।'

'জিন…লিণ্ডা ডিভোর্স চাইছে।'

'আমি দুঃখিত স্টেভ,' আমার কাছ থেকে প্রায় এক গজ দূরে সরে গিয়ে বসলো সে, 'আরো কিছু ?'

একটা চেয়ারে বসে আমি তাকে আজ সন্ধ্যা থেকে কি কি ঘটেছে সব খুলে বললাম, সব শেষে আমার পিস্তলের একটা কার্তুজ ব্যবহারের ঘটনার কথা উল্লেখ করে বললাম, আমার সন্দেহ, কেউ আমার পিস্তল চুরি করে গর্ডিকে হত্যা করে থাকবে। তাহলেই বোঝো, কি রকম জালে আমি জড়িয়ে পড়েছি। সত্যিই আমি ফেঁসে গেছি জিন, দারুণভাবে।'

'কিন্তু গর্ডি' যে প্রকৃত গুলিবিদ্ধ হয়েছে, তা তো তুমি জানো না, সে তো ছুরিবিদ্ধ হয়েও মারা যেতে পারে।'

'আমার পিস্তল ব্যবহার করা হয়েছে, এটাই তো বড় প্রমাণ জিন!'

'হুঁ!' মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জিন বলে, 'ধরে নেওয়া যাক, তোমার পিস্তলের গুলিতেই খুন হয়েছে সে।' তার শান্ত সংযত কণ্ঠস্বর আমার মনে গেঁথে গেলো। সেই সঙ্গে একটা অশুভ সম্ভাবনায় কথা ভেবে চমকে উঠলাম। আমার মনের প্রতিক্রিয়া টের পেয়ে জিন তার কথার মোড় ঘুরিয়ে আবার বললো, 'আমাদের কাছে যে সব খবর এসেছে, সেই নীরিখে ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে দেখা যাক। ওয়ালীর রিপোর্ট মতো ল্যাটিমার ও ক্রীডেনকে আমরা অনায়াসে সন্দেহ করতে পারি, দুজনেরই মোটিভ এক—কি করে গর্ডির ব্ল্যাকমেলের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ল্যাটিমারকে তোমার বাড়ির কাছে দেখতে পেয়েছিলে, আর এও তুমি বলছে, তোমার বাড়ির সামনের দরজা খোলা ছিলো। ধরো তুমি যখন লিন্ডার সঙ্গে কথা বলায় জন্যে লুসিলার বাঙলোয় যাও, তখন ল্যাটিমার তোমার বাড়িতে ঢুকে তোমার পিস্তলটা সংগ্রহ করে সোজা গর্ডির বাড়িতে চলে যায়। সেখানে তাকে একা পেয়ে তোমার পিস্তলের একটা কার্তুজ খরচ করে থাকবে তাকে হত্যা করার জন্যে। সে কাজে সফল হওয়ার পর সে আবার তোমার বাড়িতে ফিরে এসে পিস্তলটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে সরে পড়ে। অনুরূপভাবে ক্রীডেনও হত্যা করতে পারে গর্ডিকে তোমার পিস্তল দিয়ে।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে, কিন্তু পুলিশ কি সেটা বিশ্বাস করবে?'

নীরবে বসে রইলো জিন, অনেক ভাবনা-চিন্তার পর বললো সে, 'স্টেভ, তোমার পিস্তলটা হারিয়ে গেছে।' সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললো সে, না তোমার গাড়ি থেকে চুরি গেছে।'

'এটা তো আমার মাথায় আসেনি।'

'পিস্তলটা আমাকে দাও,' জিন বলল, 'ওটা ফেলার ব্যবস্থা আমি করবো।'

না, তোমার এখানে আসাটাই আমার ভুল হয়েছে। আশা করেছিলাম, আমার এই দুঃসময়ে জিনের কাছ থেকে একটু ভালবাসা পাবো, পাবো সহানুভূতি কিন্তু এড়িয়ে যাচ্ছে সেই দিকটা সে। হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়ালাম তার কাছ থেকে ফিরে আসরে জন্যে। 'ওটা আমাকেই ফেলতে দাও।'

মৃদু হেসে বললো জিন, 'ঠিক আছে। তোমরা পুরুষরা সবাই সমান, সবাই নায়ক হতে চাও।'

'না, আমি নায়ক হতে চাই না জিন, আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই…?' পিস্তলটা টেবিলের ওপর রেখে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম।

'দয়া করে এখন নয়,' বাধা দিয়ে জিন বলে, 'ঐ পিস্তলটার একটা গতি করি,

তারপর। এখন তুমি বাড়ি যাও।'

সে আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলো। 'ধন্যবাদ' বললাম, 'এই ঝামেলাটা মিটলে, তোমার আর আমার ব্যাপারে কথা বলতে আমি ভীষণ আগ্রহী।'

'এক সময় একটা কাজই করা উচিৎ স্টেভ, এক সঙ্গে কখনোই দু'টো কাজ সারতে যাওয়া উচিৎ নয়,' শান্তভাবে কথাগুলো বলে তেমনি ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করে দিলো জিন।

এলিভেটারে পা রেখে নীচে লবিতে নামতে গিয়ে আমি ভাবি আমার এখন খুব ইচ্ছে হচ্ছে জিনকে বলি আমি তোমাকে ভালোবাসি জিন, আমি তোমাকে একান্তে কাছে পেতে চাই, একেবারে নিজের করে। আমার ডাকে তুমি কি সাড়া দেবে না? তবে সে ঠিকই বলেছে। এখন সেই সময় নয়। আমার চিন্তা আমি আমার পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে বইয়ে দিলাম। বাড়ি ফেরার পথে ঠিক করলাম, আজ রাতে আর পুলিশের কাছে যাবো না। বরং কাল সকালে আমার পিস্তল হারানোর ব্যাপারে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করলেই চলবে। ক্লিডেন যতক্ষণ তার মুখ বন্ধ করে রাখবে, লিন্ডা চোর, তার প্রমাণ স্বরূপ সেই ফিলমটা যতক্ষণ না পাওয়া যাবে, এমন কি ঘটনাচক্রে যদি পিস্তলটায় সন্ধানও পাওয়া যায় এবং সেই পিস্তল দিয়ে গার্ডি'কে যে হত্যা করা হয়েছে সেটাও যদি প্রমাণিত হয়, তা সত্বেও এমন অস্পষ্ট প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে কোন জুরীই আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে না।

কিন্তু সেটা খুব সহজে কার্যকরী করা সম্ভব হলো না। আমার গ্যারাজের দরজার সামনে যেতেই দেখলাম একটা পুলিশের গাড়ি পার্ক করা রয়েছে অদূরে। দৃশ্যটা দেখে আমার বুক কেঁপে উঠলো—এক অজানা ভয়ে, আতঙ্কে। সেই পুলিশ কার থেকে এক বলিষ্ঠ চেহারার লোক নেমে এলো—সে হলো সার্জেন্ট লু ব্রেনার।

'মিঃ ম্যানসন?'

ঘুরে দাঁড়ালাম। 'হ্যালো সার্জেন্ট।'

'আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

'নিশ্চয়ই! গাড়িটা গ্যারাজ করে আপনাকে আমার ঘরে নিয়ে যাবো। সেখানেই কথা হবে আমাদের।'

গাড়িটা গ্যারাজ করার সময় ভয় কাটিয়ে উঠে নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করলাম। তারপর আমরা দুজন বসবার ঘরে ঢুকে আলোটা জেবলে দিলাম।

সার্জেন্ট তার চঞ্চল চোখ দিয়ে আমার বসবার ঘরটা কাঁটা বাছার মতো একবার চারদিক দেখে নিয়ে স্থির চোখে তাকালো আমার দিকে। মিঃ ম্যানসন, আপনার একটা পয়েন্ট থারটি এইট অটোমেটিক আছে, যার নম্বর ৪৫৫৫, পারমিট নম্বর ৭৫৫৬০?

'সার্জেণ্ট, আমার একটা অটোমেটিক আছে বটে, তবে সেটার কি নম্বর তা তো জানি না।'

'তা সেটা এখন কোথায় আছে জানতে পারি ?'

'আমার গাড়ির গ্লোভ কম্পার্টমেণ্টে।'

'আমি ওটা দেখতে চাই।'

'আপনার সার্চ ওয়ারেণ্ট আছে ?' জিজ্ঞেস করলাম

মাথা নাড়লো সে, 'না, তবে সেটা পেতে পারি।'

'আমাকে ব্যাপারটা খুলে বলুন, তবেই আমি আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করবো। আপনার মতো সার্জেণ্টের মুখ থেকে বড় বড় কথা আমি আশা করি না।'

সে আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে তার জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা ছোট্ট জিনিস বার করে আমার ডেস্কের ওপর মেলে ধরলো। সেটা একটা কার্তুজের খোল।

মুখে ভাবলেশহীন ভাবটা ফুটিয়ে তুলে বললাম, 'তাতে কি হয়েছে ?'

জেসি গর্ডি'র নাম শুনেছেন ?'

ওয়েলকাম স্টোরের ম্যানেজার সে।'

তাকে কেউ পিস্তলের গুলিতে হত্যা করেছে। আর ওটাই সেই কার্তুজের খোল। এই খোলটা আপনার পিস্তলের একটা কার্তুজের।'

কার্তুজের খোলটা হাতে নিয়ে নাড়াচড়া করতে গিয়ে বললাম, 'এটাই প্রমাণ ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হুঁ।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আমিই তাকে খুন করেছি ?'

ব্যাপারটা তো সেই রকমই দাঁড়াচ্ছে। তবে গর্ডিকে খুন করে আপনি অনেকেরই উপকার করেছেন মিঃ ম্যানসন।' চোপ ফেলা তার ইঁদুর মুখে ধূর্ত হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো, 'আমি বলি কি, এখনো করে না থাকলে, আপনার পিস্তলটা ফেলে দিয়ে আসুন কোথাও। তারপর পুলিশের কাছে রিপোর্ট করুন, আপনার পিস্তলটা চুরি গেছে।'

'কিন্তু সার্জেণ্ট, এর থেকে কি করে আপনার মনে হলো যে, আমি তাকে গুলি করেছি ?'

ঐ তুর্জের খোলটা থেকে। এটা সবে মাত্র আজই আপনার নামে ইস্যু করা হয়।' 'তাতেও এখনো মনে হয় না, আমিই তাকে খুন করেছি।'

'সে কথা বিচারপতিকে বলবেন।' দরজার দিকে নজর রেখে সার্জেণ্ট বললো, মনে রাখবেন, লেফটেনাণ্ট গোল্ডস্টেইন এই কেসটা নিয়েছেন। আরো খোঁজখবর নিতে আপনার কাছে আসতে পারেন তিনি। আপনি যেমন ক্যান্সার ভালোবাসেন,

ঠিক তেমনি আমাকেও ভালোবাসেন তিনি।

'তব্ও বললো আমি তাকে খ্ন করিনি।'

'বেশ তো লেফটেন্যাণ্ট গোল্ডস্টেইনকে পারেন তো এইভাবে সন্তুষ্ট করবেন!'

দরজার দিকে তাকে এগিয়ে যেতে দেখে আমি তাকে ডাকলাম, 'সার্জেণ্ট।'

আমার দিকে তাকালো সে।

'আপনি একটা বিবৃতি দিয়েছেন। আমি সেটার উল্লেখ করছি: 'সেই জল্মবাজ লোকটাকে হত্যা করে আপনি তার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেছেন।' তাহলে আমার মতো আপনিও কি এ কেসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন, পড়েন নি?'

'মিঃ ম্যানসন, বেশি স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করবেন না। কথায় আছে, অতি চালাকীর গলায় দড়ি। আমি আপনাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, আপনার কেসটা গোল্ডস্টেইন নিজের হাতে নিয়েছেন। আপনি বিপাকে পড়তে পারেন।' আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বিদায় নিলো সে।

সে চলে যাওয়ার পর কার্তুজের খোলটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করবার সময় ভাবি, ওয়েবার আমাকে বলেছিল, ব্রেনার তার স্ত্রী ব্যাপারে ভীষণ জেদী। তার স্ত্রীও কি চুরির দায়ে অভিযুক্ত? আর গর্ডি কি তাকেও ব্ল্যাকমেল করছিল?

তারপর লেফটেনাণ্ট গোল্ডস্টেইনের কথা চিন্তা করলাম। সেই ফিল্মগ্লোর সন্ধান যদি সে পায়, তাহলে আমি সত্যি সত্যিই বিপাকে পড়বো, তবে আমার মতো অবস্থা ক্রীডেন, ল্যাটিমার এবং সম্ভবত ব্রেনারেরও হতে পারে।

আমার মন তখন দারুণ অশান্ত। এই মুহূর্তে আমি কামনা করছিলাম একটু সহানুভূতি, একটু সান্ত্বনা। তা আমি এখন পেতে পারি একমাত্র জিনের কাছ থেকে। তার কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে খুবই ব্যগ্র হয়ে উঠলাম। রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে তার ফোন নাম্বার ডায়াল করলাম। কোন সাড়া পেলাম না। একটা সিগারেট ধরিয়ে আধ ঘণ্টা পরে আবার তাকে ফোন করলাম। এবার সাড়া পেলাম, 'হ্যাঁ, আবার কি হলো?' দূরভাষে জিনের বিরক্তিকর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'জিন আমি তোমাকে পাওয়ার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে চেষ্টা করছি...'

'এখন নয়। কাল অফিসে কথা হবে।' তার কণ্ঠস্বরে ক্লান্তির ছাপ। 'তুমি তো জানো, এই মাত্র আমি বাইরে থেকে ফিরছি। আমি ভীষণ ক্লান্ত। ঠিক আছে, কাল তাহলে!' ফোনটা ছেড়ে দেয় সে।

শূন্যে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকি। আর একটা দীর্ঘ নিঃসঙ্গ রাত্রি এগিয়ে আসছে।

কফির কাপে শেষ চুমুক দেওয়ার পরেই খবরের কাগজ বিলি করা ছোকরাটা বাই সাইকেলে চেপে 'ক্যালিফোর্নিয়া টাইমস দিয়ে গেলো। কাগজটা হাতে পেয়ে খুঁজতে থাকি গর্ডি হত্যার খবর, তৃতীয় পৃষ্ঠায় ছাপানো হয়েছে সেই খবরটা। খবরে প্রকাশ, মিস ফ্রেডা হাওয়াস তার মৃতদেহ প্রথম দেখতে পায়। পুলিশ তার কাছ থেকে খবর পেয়ে কাল রাতেই ছুটে যায় ঘটনাস্থলে। লেফটেন্যাণ্ট গোল্ডস্টেইন নিজে এই হত্যার রহস্যের তদন্ত করতে শুরু করেছে। সে বলেছে, রাত সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে এই হত্যাকাণ্ডটা ঘটে থাকবে।

ফ্রেডা হাওয়াস? গর্ডি'র একজন অন্তরঙ্গ বান্ধবী? মেয়েটি কি জানে, জেসি, গর্ডি ব্ল্যাকমেলার ছিলো? ঘড়ির দিকে তাকালাম আটটা পনেরো। পুলিশকে এবার পিস্তল হারানোর খবরটা জানাতে হবে। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে পুলিশ স্টেশনের দিকে ছুটলাম। থানাতে বসেছিল জ্যাক ফ্র্যাংকলিন। একবার বেপরোয়া ড্রাইভিং-এর জন্যে ধরেছিল সে। মাঝ বয়সী বয়স হবে তার। পদোন্নতির আগে ট্রাফিক পুলিশ ছিলো সে। আমাকে দেখা মাত্র তার চোয়াল শক্ত হলো।

'সুপ্রভাত সার্জেণ্ট।'

'আপনি কি আমাদের সাহায্য পেতে চান?' 'আমার পিস্তলটা চুরি গেছে, রিপোর্ট করতে চাই?'

আমার পিস্তলের পারমিটটা তাকে দিলাম। সেটা পরীক্ষা করে আমার দিকে তাকালো সে। 'তাহলে?'

'কাল রাতে ঘরে ফেরার আগে আমার গাড়ির গ্লোভ কম্পার্টমেণ্টে পিস্তলটা রেখেছিলাম। কিন্তু কাজ সকালে খোঁজ করতে গিয়ে দেখি সেটা উধাও।'

কানের ফাঁকে গুঁজে রাখা পেন্সিলটা টেনে নিয়ে সার্জেণ্ট তার নোটবুকে লিখতে শুরু করলো 'আপনার নাম আর ঠিকানা?'

আমার নাম বলে ইস্টলেকের ঠিকানা বলতেই তার মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো। ইস্টলেকে থাকেন আপনি?'

'হ্যাঁ, তাই তো বলছি।'

'আপনার পয়েণ্ট থার্টি-এইট অটোমেটিকটা উধাও, সে ব্যাপারে রিপোর্ট করতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ ঠিক তাই।'

'বসুন ওখানে', দেয়াল-ঘেঁষা একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলো সে আমাকে। তারপর তাকে ইণ্টারকমে লেফটেনাণ্ট গোল্ডষ্টেইনের সঙ্গে কথা বলতে শুনলাম, 'স্যার আমার কাছে একটা লোক এসেছে, ইস্টলেকের বাসিন্দা সে। রিপোর্ট করছে, তার পয়েণ্ট থার্টি এইট অটোমেটিকটা চুরি গেছে।'

• 'সার্জেণ্ট, ও'কে ওপরে পাঠিয়ে দাও।'

একটা দরজার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ফ্র্যাঙ্কলিন বললে, 'দোতলায়ঃ দ্বিতীয় দরজা।'

একটা ধুলো-মলিন চেয়ারে বসেছিল লেফটেন্যাণ্ট গোল্ডষ্টেইন, ঘরটা ছোট এবং ততোধিক নোংরা। এর আগে আমি ও লিন্ডা তাকে মাঝে মধ্যে কাণ্ট্রি ক্লাবে ব্রীজের আসরে দেখেছি, টপ ক্লাস ব্রীজ খেলোয়াড়। অবিবাহিত। লোকে বলে, লোকটা নাকি পুলিশের কাজ আর ব্রীজ খেলা ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে জানে না। চল্লিশের ওপর বয়েস, ঘন কালো চুল, ধুসর চোখ ও তীক্ষ্ণ নাক। প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন পুলিশের চীফের পদ থেকে অবসর নিতে হতো।

'হ্যালো, মিঃ ম্যানসন,' জিজ্ঞেস করলো সে, 'আপনার পিস্তল হারানোর রিপোর্ট করতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ আমার একটু তাড়া আছে লেফটেনাণ্ট, অফিসে যাওয়ার তাড়া।' আমি তাকে সংক্ষেপে বলি, 'মিটফোর্ড' আক্রান্ত হওয়ার পর মিঃ চ্যান্ডলার গতকালই পিস্তলটা কিনিয়ে এনে তাঁর লোক মারফৎ আমার কাছে পাঠিয়ে দেন ছ'টি কার্তুজসহ এই দেখুন আমার পিস্তলের, পারমিট, গতকালই এটা আমার নামে ইস্যু করা হয়। অফিস থেকে বেরুবার সময় পিস্তলটা আমি আমার গাড়ির গ্লোভ কম্পার্টমেণ্ট রেখে দিই। কিন্তু আজ সকালে অফিসে গিয়ে দেখি পিস্তলটা উধাও।'

একটা পেন হাতে তুলে নিয়ে লেফটেন্যাণ্ট একটা কাগজের সীটের ওপর লিখতে উদ্যত হলো। বললো সে, 'মিঃ ম্যানসন, আসুন খোলাখুলি আলোচনা করা যাক এবার গতকাল রাতে কটার সময় আপনি অফিস থেকে বেরোন?'

'তা প্রায় সাড়ে সাতটার সময়।'

'সোজা বাড়ি গিয়েছিলেন?'

'না, আমার স্ত্রী তার এক বান্ধবীর বাড়িতে গিয়েছিল। তাই রাতের নৈশভোজ সারতে একটা রেস্তোরাঁয় কাটাতে হয় কিছুক্ষণ। সেখান থেকে যাই আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে তার বান্ধবী মিস বাওয়ারের বাঙলোয়। তবে স্ত্রীর কাছে যাওয়ার আগে একবার আমার বাড়ি হয়ে যাই আমার স্ত্রীর কতগুলো চিঠি সেখান থেকে আনার জন্যে। চিঠিগুলো আমার স্ত্রীকে দিয়ে কিছুক্ষণ গল্প গুজব করি। সে ও তার বান্ধবী মিস বাওয়ার গাড়িতে চড়ে ডালাসে চলে যাচ্ছিল তখন, কারণ আমার স্ত্রীর মা খুব অসুস্থ সেখানে। তারপর বাড়িতে ফিরে আসি আমি।'

'মিস বাওয়ারের বাঙলোর বাইরে আপনি আপনার গাড়িটা ছেড়ে গিয়েছিলেন চাবি না লাগিয়েই, এই তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'কটায় বাড়ি ফিরেছিলেন?'

'মনে হয় ঠিক ন'টার আগে। গাড়ি গ্যারাজ করে ঘরে চলে যাই। তারপর আজ সকালে আমি গাড়ি চালিয়ে যাই ইম্পিরিয়াল হোটেলে সিগারেট কেনার জন্যে। গাড়িটা ছেড়ে যাই…'

'লক না করেই?' জিজ্ঞেস করলো গোল্ডস্টেইন।

'হ্যাঁ, অফিসে এসে দেখি, পিস্তলটা নেই।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে মুহূর্তে আপনি পিস্তলটা গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে রাখেন তারপর থেকে যেখানেই গাড়ি রেখেছেন, তো সময়েই লক্ করেন নি, তাই তো?'

'হ্যাঁ লেফটেন্যাণ্ট, এটা আমার মস্ত বড় বোকামো। তবে আমার মাথায় তখন অনেক চিন্তা, গাড়ি লক্ করার চিন্তা মনেই আমার থাকার কথা নয়!'

মাথা নাড়লো সে। 'আমি বুঝতে পারছি। আপনার ম্যাগাজিন আবার এক বিশেষ ধরনের বটে। ঠিক আছে, তাহলে ঘটনাটা এইভাবে সাজানো যেতে পারে। আপনি যখন রেস্তোরাঁয় নৈশভোজ সারতে যান, তখন পিস্তলটা চুরি হয়ে থাকবে। আপনি যখন আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনারত ছিলেন, তখনো সেটা চুরি হতে পারে। আবার আজ সকালে ইম্পিরিয়াল হোটেলে সিগারেট কিনতে যাওয়ার সময়েও সেটা কেউ চুরি করে থাকতে পারে।' আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'আমি ঠিক ঠিক বলছি তো?'

হ্যাঁ।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে সে এবার মন্তব্য করে' 'চুরি যাওয়া বন্দুক আমাদের ঝামেলায় ফেলে থাকে, জানেন মিঃ ম্যানসন।' কলমটা সে তার আঙুলের ফাঁকে গুঁজে বললো তারপর, 'জেসি গর্ডনের খুনের ব্যাপারে আমি তদন্ত করছি। নিহত গর্ডন তো আপনার প্রতিবেশী। পয়েণ্ট থার্টি-এইট অটোমেটিক দিয়ে তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে।' হঠাৎ তার ধূসর চোখের দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হলো আমার মুখের ওপরে। এর অর্থ আমি বুঝি, তাই আমি আমার মুখে যতোটা সম্ভব নির্লিপ্ত ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম। সে এবার সরাসরি জিজ্ঞেস করলো, 'গর্ডনকে আপনি ঠিক কি রকম ভাবে চিনতেন?'

'তার সঙ্গে আদৌ আমার কোন পরিচয় ছিলো না। তার স্টোরে আমি কখনো যাই নি। মাত্র দুদিন আগে সে আমার অফিসে আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে। সেই প্রথম আমি তাকে দেখি। আমার ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপনের হার কতো সেটা জানতেই এসেছিল সে আমার অফিসে।'

'তাই বুঝি!' দীর্ঘ নীরবতার পর গোল্ডস্টেইন আবার মুখ খুললো, 'আমি কি বলি জানেন মিঃ ম্যানসন, যেহেতু আপনি একটা পয়েণ্ট থার্টিএইট অটোমেটিকের অধিকারী, আর সম্ভবতঃ সেই পিস্তলের গুলিতেই গর্ডন খুন হয়ে থাকবে, তাই এখন

বললেন, গতকাল রাত আটটা থেকে ন'টার মধ্যে আপনি কি করছিলেন?'

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, লেফটেনান্টের সন্দেহের কথা, আর সেই ভয়েই বোধহয় আমার হাত দুটো হঠাৎ ভয়ংকর ভাবে কাঁপতে শুরু করলো। তবু আমার মনের ভাবটা যতটা সম্ভব প্রকাশ না করার চেষ্টা করলাম।

'একটু আগে আপনাকে তো আমি সব খুলে বলেছি, সেটা কি যথেষ্ট নয়? আটটা পনেরো নাগাদ মিস বাওয়ারের বাঙলোয় আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলাম হয়তো প্রায় ন'টার সময় আমি আমার বাড়িতে ফিরে আসি। দেড়টা পর্যন্ত আমি আমার ঘরে বসে কাজ সারি, তারপর ঘুমোতে যাই।'

'পথে অন্য আর কারোর সঙ্গে দেখা হয় নি আপনার?'

তার কথায় ক্রীডেনের কথা মনে পড়ে গেলো। তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল যদি বলি, তাহলে ক্রীডেনও নিশ্চয় পুলিশকে জানিয়ে দেবে। গতকাল রাতে গর্ডি'র বাড়ির দিকে আমাকে যেতে দেখেছিল। ক্রীডেন ও আমার মধ্যে চুক্তি হয়েছে, আমরা কেউ কাউকে দেখি নি, পুলিশকে বলবো। তাই এখন আমি যদি বলি, ইষ্ট এভিনিউতে ক্রীডেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাহলে পরে আমাকে ঝামেলায় পড়তে হতে পারে।

আমি সে পথে না গিয়ে স্রেফ জানিয়ে দিলাম, 'সে সময় পথে কেউ ছিলো না।' কলমটা নামিয়ে রেখে গোল্ডস্টেন বললো, 'ধন্যবাদ মিঃ ম্যানসন,' চলে আসার জন্য আমি উঠে দাঁড়াতেই হাত তুলে সে আমাকে বাধা দিয়ে বললো, 'আরো একটু সময় আমাকে দেবেন মিঃ ম্যানসন?' আপনার ম্যাগাজিনের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, সেই সঙ্গে তারিফ করতে হয় আপনার বুদ্ধি বিবেচনার। এখন আপনিই বলুন, গর্ডি'কে হত্যা করাটা কেমন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়? গর্ডি' কোন বিশেষ লোক ছিলো না, নেহাতই মামুলী লোক। নিজেকে প্রশ্ন করি, তাই যদি হয়, কেন তাহলে কেউ হত্যা করতে যাবে? আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হয় এ-খুনের পিছনে কোন মোটিভ থাকার কথা নয়।' স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'তাহলেই দেখতে পাচ্ছেন, আমার সমস্যাটা কি রকম? কেন এই মামুলী লোকটাকে কেউ খুন করতে যাবে? আপনি বুদ্ধিমান লোক, তা আপনিই বলুন?'

'এ-ব্যাপারে আমার কোন ধারণা নেই।' আমি এবার সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়ালাম, এবং বললাম, 'আপনার ভাষাতেই বলি, একজন মামুলী লোকের যে কোন শত্রু থাকতে পারে, আমার তা জানা নেই।'

'বুঝেছি।' একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করলো, 'শুনেছি তার হবি ছিলো ফটোগ্রাফিতে। তার বাড়িতে সুসজ্জিত একটা ডার্ক'রুম ছিলো, এবং এনলার্জ করার আধুনিক যন্ত্রপাতিও ছিলো। এ সম্বন্ধে আমাকে একটা ব্যাপারে

ভয়ংকর অবাক করেছে, জানেন মিঃ ম্যানসন। ফটোগ্রাফি যার ছবি, বাড়িতে ফটো এনলার্জ করার সব রকম সুযোগ যার ছিলো, তবু তার বাড়িতে একটা ফটোগ্রাফেরও চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় নি। কিন্তু কেন?' তার বাড়িতে তদন্ত করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, গতকালও তার সেই ডার্করুম ফটো এনলার্জ করার যন্ত্রপাতি যে ব্যবহার করা হয়েছিল, তার চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেছে। অথচ একটা ফটোও পাওয়া যায় নি তার বাড়ি থেকে। মনে হয় খুনী সমস্ত ফটোগ্রাফ চুরি করে নিয়ে গিয়ে থাকবে। আর তাই যদি সে করে থাকে তাহলে এই খুনের পিছনে একটা মোটিভ খুঁজে পাওয়া যায়। গর্ডি একজন ব্ল্যাকমেলার ছিলো।'

'ও হ্যাঁ, তা হতে পারে' আমি তাকে বলি, 'কিন্তু লেফটেন্যান্ট, আমি তো আর থাকতে পারছি, না, এখুনি আমাকে অফিসে ছুটতে হবে।'

'অবশ্যই।' আবার হয়তো বিরক্ত করতে পারি।'

'নিশ্চয়ই।' এই বলে আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

গাড়িতে ফিরে এসে কিছুক্ষণের জন্যে ভাবলাম, গর্ডিকে যেই গুলি করুক না কেন, ব্লোআপ ফিল্মগুলো সে সঙ্গে নিয়ে গেছে। এর থেকেও আরো বেশি বিব্রত করলো আমাকে গোল্ডস্টেইনের শেষ কথাটা। আশ্চর্য। এত তাড়াতাড়ি গর্ডিকে ব্ল্যাকমেলার হিসেবে চিহ্নিত করলো কি করে? তবে কি আমি তার কাছে কিছু বলেছি? সেই জন্যই কি সে কেমন স্পষ্ট জানিয়ে দিলো, প্রথমতঃ দেখতে হবে পিস্তলটা আদৌ চুরি গেছে কি না···। আমার এখন কথোপকথন টেপ করে নিয়েছিলাম। আর সেই টেপটা আমার বাড়িতেই রয়েছে। বাড়ি ফিরে গিয়ে এখুনি ওটা সরাতে হবে। পুলিশ যদি হঠাৎ আমার বাড়ি সার্চ করে?

বাড়িতে ফিরেই টেপটা খোঁজ করি। কিন্তু এ কি? টেপ নেই, কেটে নেওয়া হয়েছে, রীলও নেই। বসবার ঘরের কাচের জানলা ভাঙা। যেই নিয়ে থাকুক না কেন, তার উদ্দেশ্য একটাই। গর্ডি যে আমাকে ব্ল্যাকমেল করছিল, তার প্রমাণ হিসেবে ঐ টেপটা সংগ্রহ করে রাখলো সে।

এ-কাজ কার হতে পারে? পুলিশের? আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, এ-কাজ পুলিশ কখনোই করতে পারে না। এ-ভাবে জানলার কাচ ভেঙে পুলিশ কখনোই ঘরে ঢুকতে পারে না। তাহলে কে···কে হতে পারে?'

উদ্বেলিত ভয়টাকে কোন রকমে কাটিয়ে উঠে এবার ডেস্কের ড্রয়ার খুললাম, সেটা ফাঁকা, লিণ্ডার ব্লো-আপ ছবিটা উধাও, এমন কি তার চুরি করা সেই পারফিউম এর বোতলটাও নেই। নতুন করে ভয়ে আমার পা কেমন টলে উঠলো।

ওদিকে ফোনটা বেজে উঠলো। জিনের ফোন।

'স্টেভ? তোমার কি হয়েছে বলো তো?' উদ্বিগ্ন স্বরে জিন বলে, 'এদিকে তোমার ডেস্কে যে কাজের পাহাড় জমে যাচ্ছে।'

'ঠিক আছে, আমি এখুনি যাচ্ছি।'

অফিসে যাবো বলে বেরুতে যাচ্ছি, ক্লীডেনের সঙ্গে দেখা। আমার ঘরে এসে বসল সে। জানলার কাঁচ ভাঙা দেখে বললো সে, 'কি ব্যাপার, আপনার জানলার কাঁচ যে ভেঙে গেছে।'

'চেপে যান মিঃ ক্লীডেন।' আমি তাকে নীচু গলায় বলি, 'আমাদের স্ত্রীরা চোর, আপনি আমি দুজনেই তা জানি। কিন্তু কারোর কাছে প্রকাশ করবো না, মনে থাকে যেন, গতকাল রাতে ইস্ট এভিনিউতে আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাই নি, কেমন?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি।'

'গডি' আপনাকে ব্ল্যাকমেল করছিল?' এই প্রথম আমি তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম এ-ব্যাপারে।

ক্লীডেন নির্বাক, মুখ খুলতে চায় না।

'আমার কাছে কুড়ি হাজার ডলার চেয়েছিল।' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আর আপনার কাছে?'

'আশি হাজার।' এই প্রথম সঠিক উত্তর দিলো ক্লীডেন।

'তা টাকাটা আপনি কি তাকে দিয়েছিলেন?'

'আজ রাতে দেবার কথা ছিলো।'

'ঠিক আছে, আমরা দুজনেই এখন পুলিশের চোখে সন্দেহজনক ব্যক্তি। তাই দু'জন দুজনকে দেখতে হবে। মনে থাকে যেন, গতকাল ইষ্ট এভিনিউতে আমরা কেউ কাউকে দেখি নি। ও-কে?'

'আমার পিস্তল নেই', দরজার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। খানিক বিরতির পর জিজ্ঞেস করল, 'আপনার আছে?'

আমি তার স্থির চোখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বলতে পারলাম না।

'আমার মনে হয়, আমার থেকেও বেশি বিপজ্জনক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন আপনি,' বললো সে। তারপর দ্রুত পায়ে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে সে তার রোলস গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো।

□ পাঁচ □

অফিসে ঢুকে কাজের বহর দেখে বুঝলাম, জিন একটুও বাড়িয়ে বলেনি। টেবিলে কাগজের পাহাড়। বন্দী বাঘের মতো আমার অফিসে ম্যাক্স বেরীকে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম। আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। আমি যেতে দুজনে মিলে হ্যামণ্ডের ফিচার নিয়ে আলোচনা করলাম। ম্যাক্স যতক্ষণ আমার কাছে ছিলো, জিনের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত তার হাত থেকে রেহাই পেয়ে আর্টিস্ট ও ম্যাগাজিন সম্পর্কিত কাজগুলো শেষ করে নর্দান হাসপাতালে ওয়ালীর খোঁজ নিতে গেলাম। ডাঃ হেনরী স্ট্যাণ্ডস্টেডের লাইনটা পেয়ে গেলাম, আমার ভাগ্য ভালো। তার কছে ওয়ালীর খবর নিতে গিয়ে সে জানলো, এখনো তার বিপদ কাটেনি, এক্স-রে করা হয়েছে, এখনো রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। ওয়ালীর বিস্তারিত খবর নিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোনটা নামিয়ে রাখলাম।

আমি নিশ্চিত আমাকে গর্ডির বিস্তারিত খবর দিতে পারবে ওয়ালী। আমি তার কাছে জানতে চাইবো, সেই তিনটি নাম লুসিলা বাওয়ার, রুীডেন ও ল্যাটিমার—কোত্থেকে পেলো সে।' এ তিনজন ছাড়া আর কারোর নাম আছে কি তার তালিকায়?

সেই সময় দরজা খুলে আমার অফিস ঘরে ঢুকলো জিন।

'গতকাল রাতে পিস্তলটা এমন জায়গায় ফেলে এসেছি, সেটা কখনোই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না,' বললো জিন। 'জিন, তুমি এক বিস্ময়কর মেয়ে। দুঃখ এই যে, তোমার জন্যে বেশি করে ভাবতে পারি না।' আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। আমার চোখে গভীর অনুরাগ, কিন্তু জিনের চোখটা আমার মতো অতোটা অস্পষ্ট নয়।

'জিন, আজ রাতে আমার সঙ্গে ডিনার খাবে? অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'আজ রাতে? ঠিক আছে, খাবো।' জিন তার কাজে ফিরে যায়। সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত কাজের মধ্যে ডুবে থাকি। প্রচুর কাজ পড়েছিল। ইণ্টারকমে জিনের কণ্ঠস্বর ভেসে উঠলো, 'মিঃ চ্যাণ্ডলার কথা বলতে চাইছেন তোমার সঙ্গে।'

রিসিভারটা হাতে তুলে নিলাম।

'হাই স্টেভ। এই মাত্র ফিরছি নিউইয়র্ক থেকে। চমৎকার ট্রিপ। অনেক

কথা আছে তোমার সঙ্গে। আজ রাতে ডিনারের আমন্ত্রণ রইলো। লিণ্ডাকেও সঙ্গে নিয়ে এসো।'

'লিণ্ডা তো এখানে নেই। সে এখন তার মা'র কাছে' ডালাসে।'

'তাহলে জিনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। লুইসকে ব্যস্ত রাখতে হবে তো! ওদিকে হ্যামণ্ডের ফিচারের কতদূর? তৈরী?'

'ইয়েস মিঃ চ্যাণ্ডলার।'

'ধন্যবাদ? তাহলে আজ তুমি আসছো…ডিনারে…সাতটার বেশি দেরি করো না।'

ঘড়ির দিকে তাকালাম, এখনো হাতে পৌনে এক ঘণ্টা সময় আছে, আরো কিছু কাজ সেরে নেওয়া যেতে পারা যায়। তবে চ্যাণ্ডলারের বাড়িতে যাওয়ার আগে একবার প্রেসে যেতে হবে, হ্যামণ্ডের ফিচারের একটা কপি নিয়ে যেতে হবে চ্যাণ্ডলারকে দেখানোর জন্যে।

'এসো স্টেভ', বললো চ্যাণ্ডলার।

একটা সাধারণ সাদা পোশাকে দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছিল জিনকে। লুইস চ্যাণ্ডলারের পাশে বসেছিল, আমাকে দেখে হাসলো সে।

লুইস চ্যাণ্ডলার তার স্বামীর থেকে প্রায় বিশ বছরের ছোট হবে। বছর ছত্রিশ-সাইত্রিশ বয়স হবে তার। এই বয়সেও তার সৌন্দর্যে এতোটুকু ঘাটতি পড়েনি। মিঃ চ্যাণ্ডলার কেন যে তাকে বিয়ে করেছিল এর থেকে বোঝা যায়। অনেক কথা হলো তার সঙ্গে। সে আমার কাছে গার্ডি'র খুনের খবর শুনতে চাইলো।

'খুন?' মিঃ চ্যাণ্ডলার বোধহয় তার স্ত্রীর কথা শুনতে পেয়েছিল। একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'খুন? কে, কি ভাবে খুন হলো?'

আমার দিকে তাকালো লুইস। 'স্টেভ, তুমি আমাদের বলতে পারো কে এই লোক, আর কি ভাবেই বা গুলিবিদ্ধ হয় সে?'

'কেন সে গুলিবিদ্ধ হয়, জানি না, 'লুইস যে আমার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে তাকিয়ে আছে, এ-কথাটা জেনেই বললাম, 'ওয়েলকাম সেল্ফ-সার্ভি'স সেণ্টার এর ম্যানেজার ছিলো সে। এর বেশি কিছু পুলিশও এখনো জানতে পারেনি।'

'মনে হয় টাকার জন্যে কোন নেশাখোর লোক খুন করে থাকবে।'

'সে কি করে হয়?' লুইস প্রতিবাদ করে উঠলো, 'গার্ডি'র থেকেও বিত্তবান

লোক থাকে ইণ্টেলেকে তাছাড়া আমার তো মনে হয় না, খুব বেশি টাকা ছিলো গার্ডির। আমার দিকে তাকিয়ে ভদ্রমহিলা বললো, 'আমার মনে হয়, এই খুনের ব্যাপারে ভেতরের কিছু খবর তোমার জানা আছে। খুনের ঘটনা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে।'

'দ্যাখো হনি, স্টেভের সঙ্গে আমার অনেক কথা বলার আছে। জিন আর তুমি যদি আলাদাভাবে গল্প গুজব করো, তাহলে আমাদের উপকার হয়।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিনের দিকে ফিরে তাকালো লুইস। 'চলো জিন, বাইরে গিয়ে আড্ডা মারা যাক।'

চ্যান্ডলারও উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'চলো স্টেভ, স্টাডিরুমে গিয়ে হ্যামণ্ডের ফিচারটা নিয়ে আলোচনা করা যাক।'

হ্যামণ্ডের ওপর সুন্দর ফিচারটা খুব পছন্দ হলো চ্যান্ডলারের। মুদ্রাস্ফীতির ব্যাপারে প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে তার আলোচনার প্রসঙ্গ উঠতেই সে আমাকে তার মনের কথাটা বলে ফেললো, ম্যাগাজিনে ল্যাসিংকে দিয়ে মুদ্রাস্ফীতির ওপর একটা চাঞ্চল্যকর ফিচার লেখাতে চায় সে (যাতে উল্লেখ থাকবে, এরকমব চিন্তা ভাবনা স্বয়ং আমাদের দেশের প্রেসিডেণ্টও ভাবছেন) তাতে ফিচারটা আরো আকর্ষণীয় হবে বলে মনে হয় তার।

ওয়ালীর প্রসঙ্গেও আলোচনা হলো চ্যান্ডলারের সঙ্গে। একটু ভালো হয়ে উঠলে তাকে ও তার স্ত্রীকে পাম বী[illegible]ারের জন্যে পাঠাতে চায় সে। আর তার বিকল্প হিসেবে কাজ চালা[illegible]ীর নাম প্রস্তাব করলাম আমি।

বাইরের দরজা প[illegible]িতে এসে চ্যান্ডলার আমাকে বললো, 'চমৎকার কাজ করছো তুমি। [illegible]তে না পারার জন্যে আমি দুঃখিত। ঐ মেয়েটিকে আমি পছন্দ করি।'

একবার ভাবলাম বলি তার সঙ্গে আমার বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেললাম, পরে বলার অনেক সময় পাওয়া যেতে পারে। গভীর রাতে ছুটি মিললো চ্যান্ডলারের কাছ থেকে। জিন চলে গেছে অনেক আগেই। ফেরার পথে ইম্পিরীয়াল হোটেল থেকে ফোন করলাম জিনকে।

'আমি কি এখন তোমার ওখানে আসতে পারি?' আমি তাকে বললাম, 'অনেক কথা বলার আছে তোমাকে।'

'দুঃখিত। আমি এখন বিছানায়। মিসেস চ্যান্ডলারের সঙ্গে বক বক করতে গিয়ে আমি খুবই ক্লান্ত। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হবে তোমাকে।'

'তাহলে কাল ডিনারে আসবে?'

'না, কাল যেতে পারছি না, আমার ডেট আছে।'

'কিন্তু জিন, তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা ছিলো যে। ডেটটা

বদলাতে পারো না ?'

'না।'

তার কণ্ঠস্বর আমাকে মনে করিয়ে দিলো, সেটাই তার শেষ কথা। তখন আমি চিন্তায় পড়লাম। তবে কি সে……

'জিন…আমি তোমার সম্পর্কে কিছুই জানি না। তোমার জীবনে অন্য আর কোন পুরুষ আছে নাকি ?'

দীর্ঘ বিরতির পর জবাব দিলো সে, 'আর একজন আছে।'

সে যখন এই কথাটা বললো, তখনি আমি আরো বেশি করে অনুভব করলাম, আমি তাকে গভীরভাবে ভালোবাসি। তার কথায় ব্যথা পেলাম এবং বিরক্ত হলাম। 'সত্যি তোমার জীবনে অন্য এক পুরুষ আছে জিন ?'

'আমার এখন ভীষণ ঘুম পাচ্ছে,' তার কণ্ঠস্বরে আবার সেই রুক্ষতা প্রকাশ পেতে দেখলাম, বুঝলাম, এখানেই সে আমাদের আলোচনা ইতি টানতে চাইছে, এবং করলোই তাই, 'শুভ রাত্রি,' বলেই ফোনটা নামিয়ে রাখলো।

আমার গাড়ির দিকে ধীরে এগিয়ে যেতে গিয়ে মনে হলো, এরকম নিঃসঙ্গতা এর আগে কখনো আমি অনুভব করিনি। আঠারো মাস ধরে তার সঙ্গে কাজ করছি তবু তার সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলাম না। হঠাৎই মনে হলো সে যেন এক পরিপূর্ণা রমনী। এমন এক নারী যে পুরুষহীন থাকতে পারে না, একথাটা আগেই ভাবা উচিৎ ছিলো আমার। [illegible] কথাটা এখন উপলব্ধি করলেও, সেটা আমাকে বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা দিতে [illegible]। বাড়ি ফিরে গিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢোকা মাত্র ভেতরে একটা চাপা কণ্ঠস্বর [illegible] পেলাম, 'ম্যানসন……'।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। ছায়াঘন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম ব্রেনারকে। 'আলোটা নিভিয়ে দাও। আমি চাই না, কেউ আমাকে দেখুক।'

বসবার ঘরে এসে বসলাম দুজনে। ব্রেনারের দিকে ভালো করে তাকাতে গিয়ে অবাক হলাম, এ যেন অন্য আর এক ব্রেনার। আমার জানা সেই কঠিন প্রকৃতির পুলিশ অফিসার নয় সে এখন। অন্য মানুষ সে, ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। মুখটা তার কেমন ফ্যাকাসে, চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা।

'শোনো ম্যানসন, আমি তোমাকে আমার সঙ্গে একই আসনে বসাতে চাই,' অনেক দুঃখ কথা বললো বললো যেন সে, 'সেই ফিল্ম আর ব্লো-আপ তুমি পেয়েছো ?

আমাকে মিথ্যে বলো না।'

'না, পাইনি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে এবার ধপাস করে বসে পড়লো চেয়ারে। 'জানো গর্ডি যে একজন ব্ল্যাকমেলার ছিলো, কথাটা জেনে গেছে গোল্ডস্টেইন। আর সে এও জানে যে, সেই ফিল্মগুলো কারোর না কারোর হাতে গিয়ে পড়েছে।'

'আমার মতো তুমিও যদি একই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে থাকো, তাহলে এসো, আমরা দুজনে পরস্পর হাত মেলাই।'

আমার প্রস্তাবে সায় দিয়ে বললো সে, 'হ্যাঁ, বলে যাও। আমাকে তুমি এখন পুলিশের লোক ভেবো না। আমাকে তোমার সঙ্গে এক করে ফেলো।'

'আমরা হয়তো পরস্পরকে সাহায্য করতে পারি,' আমি তার হাতে হাত মিলিয়ে পুরো কাহিনীটা শোনালাম তাকে সংক্ষেপে। 'এবার তোমার দুশ্চিন্তার কারণ কি বলো ব্রেনার।'

'তোমার মতো একই কাহিনী আমারো।' ব্রেনার বললো, 'দেখা যাচ্ছে তোমার আমার দুজনের স্ত্রীই চুরির দায়ে অভিযুক্তা।' তারপর অক্ষেপ করে সে বললো, 'কেন যে মেয়েরা চুরি করতে যায়।'

'নারী চরিত্র বোঝা ভার,' আমি বললাম, 'সে যাইহোক, গর্ডিও আমাকে বলেছিলো, আরো অনেক স্ত্রীর স্বামীরাও এ-ব্যাপারে জড়িত। আমার কাছে বিশ হাজার ডলার দাবী করেছিল সে। অতো টাকা একসঙ্গে যোগাড় করতে পারিনি। গতকাল রাতে তাকে আমি তিন হাজার অগ্রিম দিতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে তাকে মৃত দেখতে পাই। ফিরে আসছি, এমন সময় ফ্রেডা নামে একটি মেয়েকে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হতে দেখি। সে যখন পুলিশকে ফোন করে গর্ডির খুন হওয়ার কথা জানাচ্ছিল তার খানিক পরে আমি সেখান থেকে গোপনে পালিয়ে আসি। বিশ্বাস করো, আমি গুলি করিনি, তবে একটা ব্যাপার আমি নিশ্চিত, যে পিস্তল দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে, ঠিক অনুরূপ একটা পিস্তলের অধিকারী আমি। তুমি যেখানে বসে আছ, ঠিক ঐখানে আমি আমার পিস্তলটা ফেলে রেখে যাই। আমার ধারণা হলো, ঘরে ঢুকে কেউ বোধহয় পিস্তলটা সরিয়ে ফেলে থাকবে। তারপর সেটা দিয়ে গর্ডিকে হত্যা করার পর আবার ওখানে রেখে গিয়ে থাকতে পারে। এখন সেই পিস্তলটার হাত থেকে আমাকে রেহাই পেতেই হবে।' এ-পর্যন্ত বলে ম্যানসন থামলো একটু সময়ের জন্যে তারপর ব্রেনারকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনাকে কতো দিতে হলো?'

'আমার কাছে গর্ডি তিন হাজার ডলার দাবী করেছিল। প্রতি সপ্তাহে তিরিশ ডলার করে দিয়ে আসছিলাম। বিনিময়ে গর্ডি আমাকে সেই ফিল্ম থেকে টুকরো টুকরো করে কেটে আমার ফেরৎ দিতো। তার ঘরে আমি প্রথম তোমার পিস্তলের

একটা কার্তুজের খোল দেখতে পাই। প্রথমে ভাবলাম, তুমিই বুঝি তার হত্যাকারী যদিও তোমার মোটিভ আছে, তবু বলবো এ-ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড তুমি করতে পারো না। এ-বিশ্লেষণ শুধু আমারি নয়, এ শহরের অনেকেরই, এমন কি পুলিশের বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীও অনুরূপ মত প্রকাশ করে থাকে। এখন কথা হচ্ছে কি জানো স্টেড ঐ ফিল্মগুলো আর ব্লো আপ যদি গোল্ডস্টেইনের হাতে চলে যায়, তাহলে আমার সর্বনাশের কিছুই বাকি থাকবে না, নির্ঘাৎ চাকরীটা চলে যাবে।'

'দ্যাখো ব্রেনার, আমার ধারণা কি জানো? সেই ফিল্ম আর ব্লো-আপ সেফ ডিপোজিটে কিংবা গর্ডির কোন বিশ্বস্ত লোকের কাছে রয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে আজ না হয় কাল সেগুলো গোল্ডস্টেইনের হাতে পড়তে বাধ্য। কিন্তু যদি গর্ডির খুনীর হাতে গিয়ে থাকে, সেগুলো পুড়িয়ে ফেলবে সে।' একটু থেমে আমার আর এক অনুমানের কথা বলি তাকে, 'তবে সেগুলো যদি গর্ডির কোন বিশ্বস্ত লোকের হাতে থেকে থাকে, তাহলে এখনো তোমাকে আর আমাকে ব্ল্যাকমেল করে দিতে পারে সে।'

'সে কথাও আমি ভেবেছি। সেফ ডিপোজিটে নেই, কারণ ইতিমধ্যে সেটা পরীক্ষা করে দেখেছে গোল্ডস্টেইন। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, সেগুলো হয় গর্ডির খুনীর হাতে চলে গেছে, কিংবা অন্য কারোর হাতে…'

'আচ্ছা কে এই মহিলা? ফ্রেডা হাওয়ার্ডস?'

'গর্ডির রক্ষিতা। সুরায় আসক্ত নারী।

'তার সম্পর্কে তুমি কি কিছু জানো?'

'মেয়েটিকে বারের আশেপাশে মাতাল হয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। তার ব্যাপারে এর বেশি কিছু আর জানি না।'

'এই মেয়েটির ব্যাপারে খোঁজখবর নিলে হয়তো কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এ-কাজ তুমিই করতে পারো।, তারপর আমি হ্যারম্যান ওয়েবারের প্রসঙ্গ তুলে বললাম গর্ডির সেই ফাইলটার কথা, যেটা পরে চুরি হয়ে গেছে বলে জানায় ওয়েবার আমাকে।

'ওয়েবার?' ব্রেনার দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো, 'তোমার বস যদি অর্থের বিনিময়ে গর্ডিকে সাহায্য করে থাকে, তাহলে তার কপালে অনেক দুঃখ আছে, প্রাইভেট অনুসন্ধানকারীর চাকরীটা খুইয়ে রাস্তায় রাস্তায় দেশলাই ফিরি করে বেড়াতে হবে তাকে, দেখো!' ব্রেনার আবার জিজ্ঞেস করে, 'তোমার কি মনে হয় গর্ডির ফাইলটা নষ্ট করে ফেলেছে সে?'

'জানি না। দ্যাখো ব্রেনার, এখানে আমিই কেবল সন্দেহজনক ব্যক্তি নই। ফ্র্যাঙ্ক ল্যাটিমার আর ক্রীডেনকেও দুর্ঘটনার সময় গর্ডির বাড়ির কাছাকাছি ঘোরা ফেরা করতে দেখা গেছে। তাদের মোটিভও এক; তাদের স্ত্রীরাও চুরির দায়ে

অভিযুক্ত হতে পারে।'

'সে-কথা আমিও শুনেছি। সে যাইহোক, এখন আমি নিশ্চিত হতে চাই, যে ফিল্মগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়েছে কি না।'

'ফ্রেডা হাওয়ার্ডস-এর সম্পর্কে কিছু খবর তুমি আমাকে সংগ্রহ করে দিতে পারো ?'

'নিশ্চয়ই! তবে গোল্ডস্টেইন তার খোঁজ অবশ্যই করবে।' তারপর আমার দিকে ঝুঁকে নিচু গলায় সে বললো, 'দ্যাখো ম্যানসন, আমি কাজ করবো পুলিশের ভেতরে থেকে, আর তোমার কাজ হবে বাইরে থেকে আমাকে মদত দেওয়া। কিন্তু এ-ব্যবস্থা কেবল তোমার আর আমার মধ্যে, বাইরের আর কেউ যেন জানতে না পারে। বুঝলে ?'

জিনকে আমি ভালোবাসি। একবার ভাবলাম, ব্রেনারের সঙ্গে আমার আলোচনার কথা জানিয়ে তার পরামর্শ চাইবো। কিন্তু ব্রেনার যে ভাবে উদ্বিগ্ন, এরপর আমার সেই চিন্তা ভাবনার কথাটা বাতিল করে ফেলতে হলো। সত্যিই তো, জিন তো বাইরের একজন। তাছাড়া, তার জীবনে অন্য আর এক পুরুষ আছে। কেনই বা আমি তাকে আমার এমন ভাগ্যবিড়ম্বনার সঙ্গে জড়াতে যাবো ?

ব্রেনারের কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ আমি বুঝেছি।'

উঠে দাঁড়ালো সে। 'আর একটা কথা, এর পর থেকে আমরা খুব প্রয়োজন না হলে সামনা-সামনি কারোর সঙ্গে মিলিত হবো না, তাতে ঝুঁকি আছে, গোল্ডস্টেইনের কানে খবরটা চলে যেতে পারে। তাই বলে রাখি প্রয়োজনে আমাদের উভয়ের ক্ষেত্রে ফোন ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

ব্রেনার চলে যাওয়ার পর নিজেকে আর নিঃসঙ্গ বলে মনে হলো না আমার।

অফিসে পেঁছে জিনের সঙ্গে দেখা হলো। আপন মনে কাজ করছিল সে। আমিও কাজের মধ্যে রাখলাম নিজেকে। লাঞ্চের আগে জিন এলো আমার কাছে। দুজনের মধ্যে হাসি বিনিময় হলো, সামান্য। তার পর জিন তার অস্বাভাবিক ব্যবহারের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে বললো, সে আমার যে কোন কাজে সাহায্য করতে পারে। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, 'না জিন, আমি তোমাকে আর আমার নিজের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়াতে চাই না।' আমি এখন জেনে গেছি, অন্য আর এক পুরুষের প্রতি অনুরক্ত সে। তাই সেই প্রসঙ্গ তুলে তাকে বললাম, 'তোমার মনের মানুষটিকে আমি চিনি না। তবু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি,

তোমরা যেন সুখী হও।'

'ধন্যবাদ,' আমার ডেস্কে ম্যাগাজিনের কিছু প্রুফ রেখে জিন বললো, 'আমি এখন লাঞ্চে যাচ্ছি। খুব বেশি দেরি হবে না।' তারপর সে চলে যায়।

এরপর আমি শেলিকে তার বাড়িতে ফোন করে ওয়েবারের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে বলি, 'শোনো শেলি, তোমাকে একটা কথা বলে রাখি খুব মন দিয়ে শুনে রাখো। ব্যাপারটা খুবই জরুরী। তুমি হয় তো জানো না, তোমার স্বামী ওয়েবার গোপনে ওয়েলকাম সেলফ্ সার্ভিস ষ্টোর সম্পর্কে খোঁজ খবর করছিল। পুলিশ হয়তো এ-ব্যাপারে তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। ওয়েবারকে বলে দিও, সে যেন এ-ব্যাপারে পুলিশের কাছে মুখ না খোলে, বুঝলে ?'

'ঠিক আছে, কথাটা আজই তাকে অবশ্যই জানিয়ে দেবো, না পুলিশের কাছে এ-ব্যাপারে একটা কথাও সে বলবে না, তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো।' ফোন ছাড়ার আগে শেলিকে বললাম, 'কাল বিকেলে ওয়ালীকে দেখতে যাবো, কেমন ?'

তারপর আমি গেলাম আমার ক্লাবে লাঞ্চ সারতে। হ্যারী মিচেল আমার টেবিলে এসে আমার সঙ্গে যোগ দিলো। এ'কথা সে-কথার পর লাঞ্চ করার ফাঁকে এক সময় মিচেল বললো, 'জানো স্টেভ, ইস্টলেকে আমরা একটা কাঁচের বয়ামে বাস করার মতো বাস করছি, কাঁচের বয়ামে সোনালী মাছেরা যেমন নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখতে পারে না, আমাদের অবস্থাও কতটা ঠিক তাই। আমাদের গতিবিধি অপরের নখদর্পণে। যেমন তোমার ক্ষেত্রেই দেখা যাক না, ওখানে একটা জোর গুজব হলো, তোমার আর লিন্ডার মধ্যে নাকি ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে ?'

'হ্যাঁ, খবরটা গুজব নয়, সত্যি।'

'আমি দুঃখিত, কিন্তু তোমার এমন দুঃসময়ে, বিশেষ করে তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার নাক গলানো ঠিক হবে না, তবে…' একটু থেমে মিচেল তার কাজের কথাটা পাড়লো, 'ইস্টলেকে তোমার ঐ বড় বাড়িটার ব্যাপারে কি করবে, ঠিক করেছো কিছু ? তুমি কি ওখানে থেকে যেতে চাও ? না চাইলে তোমার জন্যে আমার কাছে একজন ভালো খরিদ্দার আছে। মম আর ডাড ইস্টলেকে বসবাস করার জন্যে পাগল। কিন্তু ওখানে এখন কোন খালি বাড়ি নেই। তোমার বাড়িটা আমি তাদের কাছে ভালো দামে বেচে দিতে পারি। তুমি তো ঐ বাড়িটার জন্যে পঁচাত্তর হাজার ডলার খরচ করে ছিলে, তাই না ?'

'হুঁ।'

'ধরো আমার বাবা যদি পঁচাশী হাজার দাম দেন ? তাহলে তুমি বেচবে কী ?'

'হ্যারী, আমাকে একটু ভাবতে হবে। সম্পত্তির দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে আজকাল। আমাকে সপ্তাহখানেক সময় দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললো সে, 'এর-ই মধ্যে বাবার সঙ্গে আমি কথা বলেছি।

তিনি তো তোমার বাড়িটা পাওয়ার জন্যে পাগল। ও'র আরো দুটো বাড়ি আছে, কিন্তু সেখানে ও'র মন টিকছে না। তোমার বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছেন উনি। ধরো, বাড়ির যাবতীয় ফার্ণিচার সমেত তোমাকে এক লক্ষ তিরিশ হাজার ডলার দাম দেওয়া হয়, তুমি তোমার বাড়ি বেচতে রাজী হবে তো ?'

'টাকাটা হাতে পেলে, আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।'

'এটাই তো প্রকৃত বিক্রেতার মতো কথা,' চেক বই আমার সামনে রেখে টাকার অংকটা লিখতে শুরু করে দিলো মিচেল।

চেকটা হাতে নিয়ে আমি তাকে বললাম, 'ঠিক আছে,, এসপ্তাহের শেষে আমি আমার বাড়ি খালি করে চলে যাচ্ছি।' খাওয়া হলো না তেমন। উঠে দাঁড়ালাম, হ্যারীর দেওয়া চেকটা জ্যাকেটের পকেটে পুরে ক্লাব থেকে বেরিয়ে এলাম ধীরে ধীরে।

অফিসে ফিরে এসে বাড়ি বেচার কথা বললাম জিনকে।

'দারুণ ব্যাপার! এক লাখ তিরিশ হাজার ডলার এক সঙ্গে হাতে পেয়ে গেলাম, কি বলো ?'

'শুনে খুশি হলাম,' উত্তরে বললো সে, 'কিন্তু তুমি তো গৃহহারা হয়ে যাবে। আর মাত্র পাঁচদিন সময় পাবে, তারপরেই তোমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে। তারপর কোথায় যাবে, ঠিক করেছো ?'

'কোন হোটেলে থাকবো।'

'এই শহরেই থাকতে চাও ?' জিন বললো, 'তাহলে তো কোন সমস্যাই নেই। আমি তোমার জন্যে একটা সার্ভিস এ্যাপার্টমেণ্টের ব্যবস্থা করে দেবো তারপর ঘর গোছানোর ভার আমার।'

আমি স্থির চোখে তাকিয়ে রইলাম তার মুখপানে। ও যদি আমার স্ত্রী হতো।

'সে তো খুব চমৎকার হয় জিন। সত্যি তুমি আমার জন্যে তাই করবে ?'

'নিশ্চয়ই। এ-কাজের জন্যেই তো আমাকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।' হাসলো সে, হাসিটা যেন অদ্ভূত বলে মনে হলো। তারপরেই সে চলে গেলো।

ইস্টলেকের বাতাস বড় দূষিত—কানাকানি, ফিসফিসানি এখন সর্বত্র, বিশেষ করে গর্ডি খুন হওয়ার পর থেকে এখানকার প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্তে কে কি করছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই সব খবর ছড়িয়ে পড়ছে। এখানকার মানুষগুলোর অবস্থা

কতকটা কাচের বয়ামে রাখা সোনালী মাছেদের মতো, তাদের যেমন লুকোবার কোন স্থান নেই, এখানকার মানুষেরও লুকোবার কোন জায়গা নেই। এই আমার কথাই ধরা যাক না কেন! আমার সঙ্গে লিন্ডার বিচ্ছেদের কথা, আমার ইস্টলেকের বাড়ি বিক্রির কথা—সব খবরই নিমেষে ছড়িয়ে পড়লো এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। আর তার ফলস্বরূপ আমাকে জেরা করার ব্যাপার নিয়ে তাদের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো। অফিস থেকে বেরুনোর মুখে ফ্র্যাংক লাটিমারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। প্রথমেই সে আমাকে নিলো একহাত, লিন্ডাকে কেন আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি, কেন আমি আমার সুন্দর বাড়িটা বেচে দিলাম। আমি তাকে সব খুলে বললাম; লিন্ডা যে প্রকৃতির মেয়ে তাকে নিয়ে ঘর করা যায় না।

বাড়ি ফিরে এলাম। জিন আমার জন্যে একটা ফ্ল্যাট দেখছে। সেখানে উঠে যেতে হবে আজ না হয় আগামী কাল তো বটেই। আমার জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিতে হবে—গ্রামোফোন আছে, টেপরেকর্ডার এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের যোগ্য জিনিসপত্র লিন্ডার যা কিছু সব পাঠিয়ে দিয়েছি কেসির মারফত তার বাপের বাড়ি ডালাসে।

সব কাজ শেষ করে মাঝরাতে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঘুম আর আসে না কিছুতেই। আমার তখন মাথায় অনেক চিন্তা। আমার বাড়ি থেকে রীল আর টেপটা চুরি হয়ে গেলো রহস্যজনকভাবে। গর্ডির খুন হওয়ার পরেও আমাদের ব্যাপারে ব্ল্যাকমেল করতে পারে। কথাটা মনে হতেই চমকে উঠলাম। আচ্ছা ব্রেনার কি ফ্রেডা হাওয়ার্ডসের কোন খোঁজ খবর পেরেছে। আর ফ্রেডাই কি তার বা তাদের দ্বিতীয় ব্ল্যাকমেলার হতে পারে? ওয়ালীর সঙ্গেও একবার কথা বলবো, বুঝতে পারলাম এইসব ঝামেলা এড়াতে তার ওপর কতটা নির্ভরশীল আমি।

পরদিন সকালে অফিসে যেতেই জিন খবর দিলো, ইস্টার্ন এ্যাভিনিউতে একটা সুসজ্জিত এ্যাপার্টমেণ্ট খালি আছে। আশাকরি সেটা তোমার পছন্দ হবে। ওই কাগজটার ঠিকানা, ভাড়া আর এজেন্টের নাম লেখা আছে, দেখে এসো একবার।'

'তুমি দেখেছো?'

'গতকাল রাত্রে দেখে এসেছি।

আমি তাকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। 'কিন্তু তুমি যে বললে, গতকাল রাত্রে তোমার ডেট আছে?'

'এক সঙ্গে দুটো কাজই আমি করতে পারি।'

এ্যাপার্টমেন্টটা সত্যিই সুসজ্জিত ও ছিমছাম। নিগ্রো জেনিকার এ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে দিয়ে তার নাম বললো সাম ওয়াশিংটন (বিখ্যাত মিঃ জর্জ-এর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই মিঃ ম্যানসন) ; আমার পছন্দর কথা তাকে জানিয়ে দিয়ে অফিসে ফিরে এসেই ওয়ালীর হাসপাতালে ফোন করলাম ডাঃ হেনরী স্টানস্টেডকে। 'ওয়ালীকে দেখতে যেতে পারি ?'

'ধরো কাল দেখা করার ব্যবস্থা করলে কেমন হয় স্টেভ।' ডাঃ স্ট্যানস্টেড বললো, 'আজ সে অনেক কথা বলেছে তার স্ত্রী আর লেফটেন্যাণ্ট গোল্ডস্টেইনের সঙ্গে। আজকের মতো অনেক হয়ে গেছে তার।'

'কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করাটা আমার যে খুব জরুরী ছিলো হেনরী, কথা দিচ্ছি তোমাকে দশ মিনিটের বেশী সময় নেবো না।'

'ঠিক আছে, তোমার যখন এতোই জরুরী, চলে এসো। তবে দশ মিনিটের বেশি নয় ?'

জিনকে বললাম ওয়ালীকে দেখতে যাচ্ছি।

'তোমাকে কিছু ফুল এনে দিচ্ছি', জিন বললো, 'তাকে দিয়ে আমার ভালোবাসার কথা জানিয়ে দিও।'

সন্ধ্যা ছটায় হাসপাতালে পেঁছিলাম। 'দ্যাখো ওয়ালী, বেশী সময় থাকতে পারবো না, ডাঃ হেনরী আমাকে মাত্র দশ মিনিট সময় দিয়েছে। এরই মধ্যে আমাদের জরুরী কথাগুলো বলে নিই। জিন বলছিল, তুমি নাকি ওয়েলকাম স্টোরের ব্যাপারে অনুসন্ধান করছিলে আর তিনটে নাম তুমি জানতে পেরেছো…লুসিলা বাওয়ার, ম্যাবেল ক্রীডেন, আর শেলী ল্যাটিমার। এই নামগুলো কে তোমাকে দিয়েছে ?'

তার ভরাট মুখ ভাবলেশহীন, চোখের দৃষ্টি শূন্য দেখালো। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কেন, ওয়েলকাম ষ্টোর নিয়ে তুমি খোঁজ-খবর করনি ?'

'না।'

আমার সারা শরীরের ওপর দিয়ে একটা শীতল প্রবাহ বয়ে গেলো যেন।

'ভালো করে ভেবে দ্যাখো ওয়ালী। তোমার কাছ থেকে না পেলে এই নামগুলো জিন জানলো কি করে ?'

'জানি না, কি ব্যাপারে তুমি কথা বলছ ?'

'তোমার যে ব্রীফকেসটা চুরি গেছে, তার মধ্যে কি ছিলো ?'

মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করে আবার পর মুহূর্তে চোখ মেলে বললো সে, 'হ্যামন্ডের ওপর কিছু লেখা।'

'ওয়েলকাম স্টোরের কোন লেখা ছিলো না তাতে ?'

'সে-ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। এমন কি তুমি কি বলতে চাইছো তাও

জানি না।'

'ওয়ালী ভালো করে আর একবার ভেবে দ্যাখো। তুমি নাম পেয়েছিলে। কে, কে তারা?'

'আমি কিছুই জানি না', ওয়ালী তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কপালে হাত দিয়ে তার বিরক্তি প্রকাশ করে। তার মুখ থেকে গোঙানীর শব্দ উঠলো।

'আপনার সময় অতিবাহিত মিঃ ম্যানসন', নার্স ঘরে ঢুকে এক রকম জোর করে ঘর থেকে বের করে দিলো আমাকে।

আমি আমার গাড়ির সামনে ফিরে এসে ভাবতে থাকি, ওয়ালী কি অসুস্থ শরীরে ভুল বকছে, কিংবা কারোর চাপে পড়ে মিথ্যে কথা বলছে…যেমন ওয়েবার আমাকে মিথ্যে বলেছে!

একটা ওষুধের দোকান থেকে ফোন করলাম জিনকে। 'জিন, আমি স্টেভ কথা বলছি। এইমাত্র ওয়ালীর সঙ্গে আমার কথা হলো—সে বলছে ওয়েলকাম স্টোরের ব্যাপারে কোন কাজ সে করেনি। তার রিপোর্টের কপি রেখেছো তুমি?'

একটু থেমে জিন বললো, 'না।'

'কিন্তু তুমি নিশ্চিত জানো, লুসিলা বাওয়ার, ম্যাবেল ক্রীডেন আর শেলী ল্যাটিমারের নাম সে উল্লেখ করেছিল তোমার কাছে। সেই সঙ্গে আরো কয়েকজনের নাম। তারা কারা?'

'আমি তো তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম স্টেভ, এ-ব্যাপারে মুখ খুলবে না ওয়ালী। অন্য নামগুলো আমার ঠিক মনে নেই। আমি দুঃখিত। নামগুলো একটা নোটবুকে লেখা ছিলো।'

'নোটবুক? হয়তো সেটা শারলীর কাছে থাকতে পারে, কি বলো? আমি তাকে বললাম, ধন্যবাদ জিন…কাল তোমার সঙ্গে দেখা করবো।'

এবার গাড়ি ঘোরালাম ওয়ালীর বাড়ির দিকে। শারলীর সঙ্গে দেখা হতেই তাদের পাম বীচে বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে সংক্ষেপে আলোচনা সেরে নিয়েই কাজের কথাটা পাড়লাম তার কাছে। 'ওয়ালীর একটা নোটবুক ছিলো, জানো তো শেলী, আমার সেটা দরকার। কোথায় আছে, জানো সেটা?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটা তো নেই এখানে। মিঃ ওয়েবার নিয়ে গেছে সেগুলো। মিঃ চ্যাণ্ডলার নাকি চেয়েছিল সেটা। তার কাছে চেও, তিনি তোমাকে দিয়ে দেবেন।

'হারম্যান ওয়েবার?' অবাক চোখে তাকালাম তার দিকে। 'তাই বুঝি! ঠিক আছে, আমি তার সঙ্গে কথা বলবো।'

'তুমি বলে দেখতে পারো।' শারলীর নাক স্ফীত হলো, মিঃ ওয়েবারকে আমার খুব একটা পছন্দ নয়।'

'আমারো নয়', বললাম, তারপর তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

□ ছয় □

দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা হ্যারম্যান ওয়েবারের। তার দেহের প্রতিটি ইঙ্গিতে পুলিশের ছাপ। গ্রানাইটের মতো ভয়াবহ মুখ, তার ছোট ছোট নীল চোখে প্রখর দৃষ্টি। তার পাতলা ঠোঁট দুটি কাঠিন্যে ভরা, হাসির চিহ্ন মাত্র নেই সেখানে।

'হ্যালো স্টেভ,' ডেস্কের পিছন থেকে না উঠেই বললো সে, 'বসো কি মতলব এখানে?'

'ওয়ালীর নোটবুকের খোঁজে,' একটা চেয়ারে যুতসইভাবে বসে বললাম, 'শারলী বলছিল, তুমি নাকি নিয়ে এসেছো সেটা।'

'হুঁ।' আমার স্থির দৃষ্টি তার চোখের ওপর। একটু থেমে সে আবার নিজের থেকেই বললো, 'ওটা গোল্ডস্টেইনের দরকার। তিনি জানতে চান, হ্যামণ্ডের গোপন খবর কে দিলো ওয়ালীকে। ওয়ালী তার খবরের উৎসর ব্যাপারে সব সময় গোপন রেখে থাকে। আমি জানি ঐ নোটবুকে ওয়ালী সেই নামগুলো লিখে রাখে। তাই সেটা নিয়ে এসেছি শারলীর কাছ থেকে।'

কথাটা শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু ওয়েবারের কথাগুলো ঠিক কতটা বিশ্বাস যোগ্য এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।

'চমৎকার।' বলতে হয় তাই বললাম, কিন্তু মন থেকে নয়, 'আমার হয়ে কাজ করছে ওয়ালী। আমি ঐ নোটবুকটা চাই।'

মাথা নেড়ে সে বললো, যদি তুমি চাও তাহলে পেতে পারো।' ইণ্টারকমে বলে দিলো ওয়েবার, 'ম্যাভিস? মিটফোর্ডের নোটবইটা নিয়ে এসো। ওটা মিঃ ম্যানসনের দরকার।' তারপর আমার দিকে ফিরে বললো, 'ও, কে, বন্ধু, আশা করি ওটা দিয়ে আপাততঃ তুমি তোমার কাজ চালিয়ে নিতে পারবে।'

'আমি কিন্তু গর্ডি'র ফাইলটাও চাই।' আমি তাকে কথাটা বলতেই দেখলাম ঘুম ঘুম চোখে তাকালো সে আমার দিকে।

'আমি তো তোমাকে বলেছি···অন্য আরো ফাইলের সঙ্গে সেই ফাইলটা কেউ চুরি করে নিয়ে গিয়ে থাকবে।'

'শোনো ওয়েবার! আমার সঙ্গে চালাকী করো না। আমার বিশ্বাস, ফাইলটা তোমার কাছেই আছে, চুরি যায়নি। ঐ ফাইলটা আমার চাই।'

'বন্ধু, আমি তো তোমাকে বলেছি, ফাইলটা চুরি গেছে। আমার কাছে নেই।'

'গার্ডি' খুন হয়েছে। তবে কি আমি গোল্ডস্টেইনকে বলবো, এই খুনের সঙ্গে তুমি জড়িত। আর এখন বলছো, গার্ডির ফাইলটা চুরি গেছে। হয় ফাইলটা আমার চাই, তা না হলে আমি তাঁকে বলতে বাধ্য হবো।'

'বলতে পারো,' সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ওয়েবার বেপরোয়াভাবে বললো, 'আমি কেন তোয়াক্কা করতে যাবো?'

'ঠিক আছে, আমি তাঁকে সব খুলে বলবো। আর এও বলবো, গার্ডি খুন হওয়ার পরেও কেন তুমি তার ফাইল চুরির খবরটা পুলিশে রিপোর্ট করোনি। শুনলে তিনি নিশ্চয়ই আদর করবেন, কি বলো?'

'তুমি তা ভাবতে পারো।' ওয়েবার পাল্টা বিদ্রুপের হাসি হেসে বললো, 'গোল্ডস্টেইনের কাছে মুখ খুললে, তোমাকেই বেশি ঝামেলায় পড়তে হবে,' তার পুলিশী কণ্ঠস্বর যেন আমার মুখে ঘুষি মারার মতো অবস্থা হলো। 'অযথা সব ব্যাপারে মাথা গলাতে যেও না, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। দরজার দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'এখন কেটে পড়, আমার এখন অনেক কাজ।'

উঠে দাঁড়ালাম। 'চ্যাণ্ডলারের সঙ্গে আলোচনা করবো। কি ঘটছে সেটা এখনি তাঁর জানার সময়।'

'আর একবার ভেবে দ্যাখো স্টেভ!' ওয়েবার হুমকি দেয়, 'আমি তোমাকে আড়াল করছি। কিন্তু তুমি যদি সত্যি সত্যি বসের কাছে যাও, তাহলে সত্যিকারের ঝামেলায় পড়তে হবে তোমাকে।'

...আমি তোমাকে আড়াল করছি...এবার আর বুঝতে বাকি রইলো না লিণ্ডা ও তার চুরির ব্যাপারে সব কিছুই জানে সে। চলে আসছি, পাতলা, রোগাটে কালো চেহারার মানুষ ম্যাভিস শেরম্যান আমার হাতে ওয়ালীর নোটবুকগুলো তুলে দিলো একটা প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে পুরে। অফিসে ফিরে এসে সেগুলোর ওপর চোখ বুলোতে গিয়ে দেখলাম, এক থেকে চোদ্দটা নোটবুকের মধ্যে তেরো নম্বর নোটবুকটা নেই। তার মানে ঐ তেরো নম্বর নোটবুকে লেখা ছিলো ওয়েলকাম স্টোরের চুরির ঘটনার কথা গার্ডির ফাইলের মতো সেটাও উধাও।

অফিসে ফিরে এসে আজকের সমস্ত ঘটনাটা আবার ভাবতে বসলাম। ওয়েবার আমাকে হুমকি দিয়েছে, চ্যাণ্ডলারের কাছে যেতে পারবো না। আমি যদি তার প্রতি কঠিন হই, সে তাহলে আরো বেশি কঠিন হবে আমার ওপর। এখন বুঝছি, কেউ হয়তো (ওয়েবার নয় তো?) ওয়ালীকে আমার মতোই হুমকি দিয়ে থাকবে।

মার খেয়ে ওয়ালী তার মুখ বন্ধ করে থাকবে, কিন্তু আমি ভয় পাওয়ার লোক নই…

ঠিক করলাম আজ রাতে দেখা করবো ওয়ালীর সঙ্গে। লিণ্ডার ব্যাপারে আমি যে একটা বিশ্রীভাবে জড়িয়ে পড়েছি, কথাটা তাকে ভালোভাবে বোঝাতে পারলে হয়তো তে মুখ খুলতে পারে।

লাঞ্চ পর্যন্ত ম্যাগাজিনের ঠাসা কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকলাম। লাঞ্চের পর জিন এলো। সে জানলো, আমার ব্যক্তিগত সমস্ত জিনিসপত্র ইস্টার্ন এ্যাভিনিউ-এর নতুন এ্যাপার্টমেন্টে পেঁছে দিয়ে এসেছে সে। 'যে কোন সময়ে তুমি সেখানে উঠে যেতে পারো, তোমার কোন অসুবিধে হবে না। কফি, দুধ ও শুকনো খাবারের ফরমাস দিয়ে এসেছি।'

'তুমি সত্যিই অতুলনীয়া জিন।' আমি তার দিকে গভীর অনুরাগের চোখ নিয়ে তাকালাম, 'আজ রাতে জন্যে দামী ডিনারের ব্যবস্থা করতে চাই…আসবে তুমি ?'

'ধন্যবাদ, কিন্তু এখন নয়।'

'প্লিজ জিন, এসো। তোমার ছেলে বন্ধুকেও সঙ্গে নিয়ে আসতে পারো।'

'শোনো স্টেফ, আমার কাজ হলো, অফিসে তোমাকে সাহায্য করা, পারলে যতোটা সম্ভব বাড়িতেও। তাই বলি কি, এখানেই থেমে থাকলে ভালো হয় না ?'

আমার দিকে ভূতুড়ে হাসি হেসে চলে গেলো সে তার ঘরে।

আমি ভাবলাম, এই যথেষ্ট, আর নয়। সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত কাজ করলাম অফিসে। তারপর জিনকে অফিসের ভার দিয়ে নর্দান হাসপাতালে চলে গেলাম ওয়ালীর সঙ্গে দেখা করার জন্য।

কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে ডাঃ হেনরীর মুখ থেকে শুনলাম, চ্যাণ্ডলারের ব্যবস্থা মতো তাকে এ্যাম্বুলেন্সে করে বিমান বন্দরে নিয়ে গেছে। সেখান থেকে সে যাবে মিয়ামির ডোন ক্লিনিক কিংবা পাম বীচে বালুকাবেলায় সূর্যের আলোর নীচে বসে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। ডাঃ হেনরী এর বেশি কিছু বলতে পারলো না, তবে তার আশা, ওয়ালী সুস্থ হয়ে উঠবে সেখানে। সঙ্গে তার স্ত্রী শারলীও গেছে, খবরটা দিতে ভুললো না সে।

ফিরে এসে আমি আমার গাড়িতে বসে ভাবতে থাকি, কোথায় যেন একটা অদৃশ্য হাতের খেলা চলেছে, চলছে, ষড়যন্ত্র। প্রথমে গর্ডির ফাইল চুরি গেলো, তারপর ফিলম্ ও ব্লো-আপ, আমার রীল ও টেপ উধাও; ওয়ালীর ওয়েলকাম স্টোর্সের ওপর তথ্যসম্বলিত নোটবুক বেপাত্তা হওয়ার ঘটনা; এ সব হারানোর মধ্যে কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে বলে মনে হয়, এখন আবার ওয়ালী নিজেই হারিয়ে গেলো। এখন আমি কি করবো।

হাসপাতাল থেকে সোজা ইমপিরিয়াল হোটেলে গিয়ে ঢুকলাম। একটা স্টিকের ফরমাস দিলাম। খাওয়া শেষ করে দাম দিতে যাচ্ছি, দারোয়ান এসে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনিই কি ম্যানসন ?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছো।'

আশ্চর্য হলাম, সার্জেন্ট ব্রেনারের ফোন পেয়ে।

'তোমার গাড়ি দেখলাম।' তার কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততার সুর, 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। হাফ মুন বারটা কোথায় জান ?'

'না, জানি না তো।'

'ফিফটিন্থ স্ট্রীটে, ড্রাগ স্টোরের পরেই। একটা ট্যাক্সি নিয়ে চট্ জলদি চলে এসো এখুনি, আধঘণ্টার মধ্যে।' ফোনটা নামিয়ে রাখার শব্দ হলো দূরভাষে।

ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে গেলাম। হাফ মুন বারটা ছোট্ট, অর্ধেক টেবিল খালি। জ্যাকের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল ব্রেনার তার চেহারার একটা মোটামুটি বিবরণ দিয়ে।

নোংরা পোশাকে বারের একেবারে এক কোনায় জ্যাকের দেখা পেলাম। তার পরিচয় জিজ্ঞেস করতেই মাথা নেড়ে সে আমাকে একটা দরজার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো। তার নির্দেশ মতো সেই দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম।

বিয়ার পান করছিল ব্রেনার। ছোট্ট ঘর, একটা বিছানা, একটা টেবিল, দুটি চেয়ার। জানালার ছেড়া পর্দা। দরজা বন্ধ করে দিলাম ভেতর থেকে। ঘরের মধ্যে নীল আলো জ্বলছিল।

টেবিলের কাছে গিয়ে বললাম, 'এখানকার পরিবেশটা ব্লু-ফিল্ম দেখার মতোই কি বলো ?'

'অনেকটা তাই। এর জন্যে জ্যাকের কাছে আমি ঋণী। বসো।'

'ফ্রেডা হাওয়ার্ড', ব্রেনার বললো, 'আমি তার এবং গোল্ডস্টেইনর খোঁজ নিয়েছি। তাকে প্রচণ্ড চাপে ফেলেও তার কাছ থেকে কিছু জানা যায় নি। সে শুধু বলেছে, সময় সময় গর্ডির সঙ্গে শুতো সে, কিন্তু গর্ডির সম্পর্কে কিছুই জানে না। মুখ খুলতে চায় না সে আইনের ভয়ে। আমি পারিনি তার মুখ খুলতে। দেখো, তুমি পারো কিনা।'

'আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে সে। হয়তো তার কাছে ব্লো-আপ আর ফিল্মগুলো আছে। না, না তার মতো মেয়ের সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াতে চাই না।'

'শোন স্টেভ, সে সে ধরণের মেয়ে নয়। সে শুধুই বারবণিতা ? সে এখন ব্লু-রুমে বাইশ নম্বর ঘরে রয়েছে। যে কোন সময়ে তাকে পেতে পারো সেখানে। এখন থেকে ভোর হওয়া পর্যন্ত মাতাল সে। মনে করলে তাকে তুমি বাগে

আনতে পারো। একটু মদ খাওয়ালেই তোমার কাছে নিজেকে সমর্পন করে দেবে সে। মদের নেশায় সে তোমাকে গর্ডি'র সব খবরও দিয়ে দিতে পারে। যেমন আমি মনে করি, মদের নেশায় আর ফ্রেডার সেক্সি দেহ উপভোগ করতে গিয়ে গর্ডি নিশ্চয়ই তাকে সব গোপন কথা বলে থাকবে। এক্ষেত্রে সব পুরুষের যে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে থাকে তার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি বলেই আমার ধারণা। আমি নিশ্চিত, ফিল্মগুলো নিশ্চয়ই কোন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে গর্ডি, আর সে খবর বলে থাকবে ফ্রেডাকে, তার শয্যাসঙ্গিনীকে। এটাই আমাদের একমাত্র আশা ম্যানসন। গোল্ডস্টেইনের হাতে যাওয়ার আগেই ফিল্মগুলো আমার পাওয়া চাই!'

এ-সব আমার একেবারেই পছন্দ নয়। আমি বেশ ভালো করেই জানি যে, কোন গণিকার কাছে গেলে অবশ্যই তার দেহ উপভোগ করতে হবে। বিশেষ করে ফ্রেডার মতো সেক্সি মেয়েকে দৈহিক সুখে তৃপ্ত করতে না পারলে তার পেট থেকে একটা কথাও বার করা যাবে না। যাইহোক, নিজেদের স্বার্থে ব্রেনারের কথার রাজী হয়ে যেতে হলো আমাকে শেষ পর্যন্ত।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিভাবে তাকে চিনবো?'

'বেঁটে, রঙ কালো, বছর পঁচিশ বয়স হবে, সুগঠিত দেহ।' ব্রেনার চোখ ছোট করে বললো, 'চিনতে তাকে ভুল হবে না। তার গলায় একটা পিতলের ব্রেসলেট দেখতে পাবে।'

'ঠিক আছে, তাকে দেখতে যাবো।' তাকে আমি বললাম, 'আমি আমার ইস্টার্ন এ্যাভিনিউ-এর নতুন এ্যাপার্টমেন্টে উঠে যাচ্ছি।' সে আমার টেলিফোন নম্বরটা লিখে রাখলো।

চলে আসার সময় তাকে বললাম, 'আজই আমি রু-রুমে ফ্রেডার সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছি। কাল তুমি আমাকে অফিসে ফোন করতে পারো, যদি তেমন কোন খবর থাকে জানাবো তোমাকে।'

'হ্যাঁ, তবে আমি তোমাকে ফোন করবো না। তুমি বরং কাল এই সময়ে এখানে চলে এসো।'

'ঠিক আছে, তাই হবে।'

ঘর থেকে বেরুতেই জ্যাকের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো, হাসলো সে। তারপর নেমে এলাম ব্যস্ত রাস্তায়।

ইস্টের একেবারে এক প্রান্তে রু-রুম নিষিদ্ধ পল্লী এলাকা। আমার নির্দেশ মতো ট্যাক্সিটা সেই এলাকায় প্রবেশ করতেই হঠাৎ চালক তার ট্যাক্সি থামিয়ে পিছন ফিরে তাকালো আমার দিকে। আমার দামী পোশাকের চাকচিক্য দেখে তার চোখে সন্দেহ ঘনিয়ে উঠলো। তার হাতে ট্যাক্সির ভাড়া ও মোটা টিপস গুঁজে দিতে আরো অবাক হলো সে। ভাবখানা এই যে, আমার মতো পয়সাওয়ালা ভদ্রলোক এই সব নিষিদ্ধ-পল্লীতে আসে কি করে।

'স্যার ছোট মুখে হয়তো বড কথা মানায় না। তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, এটা আপনার জায়গা নয়। আপনি বরং ডানদিকে ঘুরুন।'

'ধন্যবাদ।' আমি তার ট্যাক্সি থেকে নেমে দাঁড়ালাম। সে আবার অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। তার সেই তাকানোর অর্থ আমি বুঝি। কিন্তু আমি এক সময় সেনা বিভাগে ট্রেনিং নিয়েছিলাম। আমি ওয়ালী মিটফোর্ড নই। আমার একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে, আমি জানি নিজেকে কি করে সঠিক পথে চালাতে হয়, পিচ্ছিল পথে পা সোজা রেখে কিভাবে চলতে হয়। একবার ভাবলাম, আমার এমন দামী পোষাক বাড়ি থেকে বদল করে সস্তা ও ময়লা পোশাক গায়ে চাপিয়ে চলে আসি এখানে। কিন্তু এখন আর তা হয় না। একবার যখন এসে পড়েছি, পিছিয়ে আসবো না। তাছাড়া আমার মনের জোরটাই আমার পেশার আসল মূলধন।

সামনের দিকে তাকাতেই একটা ছোট্ট নিওন আলোর সাইনবোর্ড চোখে পড়লো :

'রু-রুম'

দু'পাশে তাকাতেই ট্যাক্সি চালকের কথার মানে বুঝতে পারলাম। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো কেবল জ্বলন্ত লোভী কতকগুলো চোখ। রু-রুমের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বিরাট চেহারার একটা নিগ্রো পাহারা দিচ্ছিলো সেখানে ঢোকার মুখে। তার চোখের সাদা অংশটুকু কেবল দেখা যাচ্ছিলো।

একটা লাল পর্দায় ঢাকা ছিলো প্রবেশ পথ। সেটা তুলে আমি ভেতরে ঢুকলাম। বিরাট হলঘরে আলো-আঁধারি খেলা, সেই স্বল্পালোতে নৃত্যরত মেয়েগুলোকে ছায়ামূর্তির মতো দেখাচ্ছিল। কোণে কোণে জমে উঠেছে সিলুট ছবি। উদ্দাম ড্রামের আওয়াজে আমার কান ঝালাপালা হওয়ার উপক্রম হলো। আমার চলার মধ্যে কোন ছন্দ ছিলো না। উদ্দেশ্যহীন হাঁটা। আমার এমন ভদ্র পোশাকে এই বেমানান পরিবেশের সামিল হওয়ার অর্থ হলো আত্মহত্যা করা। তাই সেই লাল পর্দাটা সরিয়ে বাইরে চলে এলাম। ভাবলাম ফ্রেডা হাওয়ার্ডের ফ্ল্যাটে গিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করবো। বিরাট হলঘরে তাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

বাইরে বেরিয়েই দেখি দু'টি যুবক টলতে টলতে এগিয়ে আসছে আমার দিকে,

পেটে অতিরিক্ত মদ পড়েছে নিশ্চয়ই। বছর কুড়ি বয়স হবে তাদের। উস্কো-খুস্কো নোংরা চুলগুলো কাঁধ ছুঁই ছুঁই। নোংরা সাদা ধবধবে মুখে অসংযমের চিহ্ন স্পষ্ট; ছোট ছোট ঘোলাটে চোখে তীর্যক দৃষ্টি। অসংলগ্ন কথাবার্তা।

'কুকুরের বাচ্চাটা কে বল তো র‍্যাণ্ডী?'

'আহ্ চুপ করছি।' তার সঙ্গী যুবক হেইনী তাকে ধমক দেয়, 'শালাকে একটু সমঝে দিতে হবে। বৃদ্ধ সায়ের ঘুম ভাঙানোর দরকার নেই। আমরা দুজনে সামাল দিতে পারবো বলে মনে হয়।'

আমি তখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকি। তিন ধাপ ওঠার পরেই আমার কোমরে লাথি পড়লো। কোন রকমে সামলে নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। জুডোয় আমি বিশেষ পারদর্শী। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে জুডোর কায়দায় ঘুষি চালিয়ে দিলাম তাদের মধ্যে একজনের গায়ে। মুখ থুবড়ে মাটির ওপর পড়ে গেলো সে। হৈ চৈ করে আরো লোক ছুটে এলো সেখানে। আমি আক্রান্ত। শুরু হলো আমার ওপর গণধোলাই। ঠোঁট ফেটে রক্ত ঝরতে শুরু করলো। আর নয় এখুনি পালাতে হবে এখান থেকে।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে সোজা ছুটতে শুরু করলাম রাস্তা দিয়ে। ছুটে অনেকটা দূরত্ব পেরিয়ে এসে তখন মনে হলো, এবার আমি এক নিশ্চিন্ত জায়গায় এসে গেছি, আর ভয় নেই ইস্ট স্টীট দিয়ে হাঁটতে গিয়ে আবার মুখোমুখি হতে হলো একটা গলির মুখে তিনটি লম্বা চুলওয়ালা যুবকের সঙ্গে। তারা আমার আগমন লক্ষ্য করছিল। কাছে যেতেই তারা আমার হাত চেপে ধরলো। আমার জুডোর প্যাঁচে পর পর দুজনকে ধরাশায়ী করলাম দ্রুত। আর তৃতীয় যুবকটি তার দুজন সঙ্গীর দুরাবস্থা দেখে রণে ভঙ্গ দিয়ে ছুটে পালালো সেখান থেকে।

ধস্তাধস্তিতে শার্টের হাতা ছিঁড়ে গেছে। তা যাক, এবার নির্ভাবনায় ফ্রেডার ফ্ল্যাটে যেতে পারা যাবে। অন্ধকারে ইষ্ট স্ট্রীট ধরে হাঁটতে থাকি। এক সময় ফ্রেডার ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে পেঁছিলাম। করিডোর পেরিয়ে একটা বন্ধ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দেখি দরজার ওপর—মিস ফ্রেডা হাওয়ার্ড, টেলিফোন, ইষ্ট ৪৪৫৬ লেখা আছে।

বেল টিপে অপেক্ষা করতে থাকলাম। তিনতলায় কোন ঘর থেকে এক মহিলার জড়ানো কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: 'না! আমি তোমাকে বলছি, না! আমার কাছ থেকে দূরে হয়ে যাও।' তারপর এক বুক নীরবতা।

সিঁড়িতে ভারী জুতোর গম গম শব্দ। আবার বেল টিপলাম।

ফ্রেডা কি তার ফ্ল্যাটে আছে? না কি রু-রুমে? তার মানে রাত ভোর না হওয়ার আগে ফিরছে না সে। কিন্তু আমার পক্ষে রু-রুমে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। আবার এখান থেকে বেরনোও যাবে না। ট্যাক্সি বুথে ফোন করতে হবে

একবার। ফ্রেডার ফোন আছে ; তার ফোনটা ব্যবহার করবো, এইসব কথা যখন ভাবছি, তখনি ভেতর থেকে দরজাটা খুলে গেলো।

চমকে উঠে দু'পা পিছিয়ে গেলাম দরজার কাছ থেকে। আবার সেই শীতল অনুভূতিগুলো আমাকে অবশ করে তুললো। আবার কি সেই ভয়ংকর দৃশ্যটার মুখোমুখি হাতে হবে নাকি ? হয়তো ফ্রেডার মৃতদেহ দেখতে হবে। ঘরের ভেতর থেকে গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে। করিডোরে কার ছায়া যেন কাঁপতে কাঁপতে ছোট হয়ে যেতে থাকে একটু একটু করে। এক সময় সেই ছায়াটা মিলিয়ে যায় করিডোরের শেষ প্রান্তে।

দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে ঢুকলাম। ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলাম ত্রস্ত হাতে। রুমের নীচে নিওন আলো জ্বল জ্বল করে জলছে। সেই আলোয় ভেসে উঠছে একটি বিজ্ঞাপন : গার্লস। গার্লস।

লাল আলোয় মৃদু উদ্ভাসিত ঘর। ভয়ে উত্তেজনায় আমার মুখ তখন শুকিয়ে গেছে। সেই স্বল্পালোকে ঘরের ভেতরটা তেমন স্পষ্ট নয় সুইচে হাত রেখে বড় আলোটা জ্বালাতেই ঘরটা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠলাম, আমার অনুমানটা একেবারে অমূলক নয়। মেয়েটিকে একেবারে জানে খতম না করলেও, আমি এখানে ঠিক সময়ে না এসে পড়লে কিছুক্ষণ পরে তার মৃত্যু অবধারিত ছিলো।

বিছানার ওপর পড়ে রয়েছে একটি যুবতী, সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায়, দেহে এক চিলতে সুতো বলতে কিছু ছিলো না। হাত-পা বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা। সারা দেহে যৌবনের ঢল নেমেছে বন্যার মতো। মেয়েটির নগ্ন দেহের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। নিজেকে কেমন যেন দুর্বল বলে মনে হচ্ছিল। অথচ এরকমটি হওয়ার কথা নয়। এই কারনেই ব্রেনারের প্রস্তাবটা প্রথমেই নাকচ করে দিয়েছিলাম। যাইহোক, মনটাকে কোন রকমে শক্ত করে মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম তাকে সাহায্য করার জন্যে। ভালো করে তাকাতে গিয়ে দেখি, তার ডানদিকের উরুতে সিগারেটের ছ্যাঁকার দাগ।

এই মেয়েটিই ফ্রেডা হবে নিশ্চয়ই। তার চেহারার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। বেঁটে, সুগঠিত দেহ, বয়স পঁচিশের মধ্যে। কয়েক বছর আগে হলে রীতিমতো সুন্দরী দেখাতো তাকে। এখন তার চোখে মুখে অসংযমের ছাপ পড়লেও দেহের গড়ন এখনও অটুট।

ঝুঁকে পড়ে আমি তার মুখের ভেতরে গোঁজা কাপড় টেনে বার করে ফেললাম।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি ক্ষীণ গলায় বলে উঠলো, 'একটু জল…' কিচেনের দিকে আঙুল দেখিয়ে তেমনি অস্ফুট গলায় বললো, 'জল ওখানে আছে।'

কিচেনে ঢুকে ফ্রীজ থেকে জিনের বোতল বার করলাম। জল মিশিয়ে জিনের

গ্লাস তুলে দিলাম তার হাতে।

এক ঢোকে গ্লাস ভর্তি জিন গলাধ করণ করেই সে আবার বললো: 'আরো দাও।'

'আর নয়,' শান্ত গলায় বললাম, 'তুমি…'

'আরো দে! আমার কথা শোন!' মুখ খিস্তি করলো ফ্রেডা, 'কুকুরীর বাচ্চা, বলছি আরো দে!'

ফ্রেডাকে চটাতে চাইলাম না। চটালে কাজ হাঁসিল হবে না। আর এক গ্লাস জিন তুলে দিলাম তার হাতে। পিপাসার্ত কামনায় এবারেও এক নিশ্বাসে শেষ করে ফেললো সে। তারপর মেজাজ দেখিয়ে খালি গ্লাসটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়লো ঘরের মেঝের ওপর।

'সিগারেট আছে?' জিজ্ঞেস করলো ফ্রেডা।

একটা সিগারেট জ্বালিয়ে তার কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে লাগিয়ে দিলাম। সিগারেটে একটা টান দিয়ে ফ্রেডা এবার চাঙ্গা হয়ে উঠে বসলো। নাক দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, 'কে কে তুমি?'

'এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, তোমার ঘরের ভেতর থেকে গোঙানির আওয়াজ শুনে ঢুকে পড়লাম; ভাবলাম, যদি তোমার সাহায্য লাগতে পারি।'

ঠিক আছে তুমি থাকতে পারো। অন্য কোন মতলব থাকলেও বলতে পারো। তবে আমার রেট অনেক বেশি। খরচ করতে পারবে তো?'

মাথা নাড়লাম, 'এক কাণাকড়িও খরচ করতে পারবো না।'

'তার মানে বিনা পয়সায় আমার শরীরটা উপভোগ করতে চাও তুমি?'

এবারেও মাথা ন্যাড়লাম, 'আমার মতলব অন্য। পরে বলছি। তার আগে বাথরুমে গিয়ে পরিস্কার হয়ে এসো। আর গায়ে কিছু একটা চাপিয়ে নিও। যুবতীর দেহে আবরণ না থাকলে, ইচ্ছে না থাকলেও প্রলোভিত হতে হয়। কিন্তু আমি তা চাই না!'

হাত দিয়ে বুক ঢেকে বাথরুমে ছুটে গেলো ফ্রেডা। হাসি পেলো আমার। গণিকার আবার লজ্জা! একটু পরেই বেরিয়ে এলো সে। গায়ে তোয়ালে জড়ানো।

কিচেন থেকে জিনের বোতল নিয়ে এলো সে।

ধন্যবাদ বয় স্কাউট। এটা তোমার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রাখো। আমার এখন চমৎকার লাগছে। ওটা তোমার চলবে?'

আমি তার কথায় কান না দিয়ে কাজের কথাটা পাড়লাম, 'লেফটেন্যান্ট গোল্ডস্টেইন-এর কাছ থেকে এর উত্তর পাওনি?'

সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের রঙ বদলে গেলো। চোখ দুটো বড় বড় করে তাকিয়ে বললো সে, 'তুমিও কি ঐ সব বেজন্মাদের একজন?'

'কেন, ক'জন বেজন্মা এসেছিল ?'

আমার কথায় উত্তর দিলো না সে। বিছানার ওপর স্থির হয়ে বসে একটা সিগারেট ধরালো। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো সে, 'কে তুমি ?'

'আমার পরিচয় জেনে তোরার কি হবে ? তবে বন্ধুত্ব করতে চাও তো বলি, তোমার প্রেমিক গর্ডি আমাকে ব্ল্যাকমেল করছিল।'

চোখ বন্ধ করে জিনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে আপত্তি করার ভঙ্গিতে বলে উঠলো সে, 'ওহো, আর নয়,' বিড়বিড় করে বললো সে, 'তাহলে আমাকে নিয়ে কি করতে চাইছো তুমি ?' সিগারেটের পোড়া আগুনে ছ্যাঁকা দিতে ? দাঁড়াও' গায়ের ওপর থেকে তোয়ালেটা সরিয়ে দিই, যেখানে খুশি ছ্যাঁকা দিতে পারো।' তোয়ালেটা সরাতে গিয়ে তার হাত কেঁপে ওঠে। জিনের গ্লাসটা তার কাঁপা কাঁপা হাত থেকে পড়ে যায়, জল মেশানো জিন চলকে পড়ে কিছু বিছানার ওপর, খানিকটা মেঝের ওপর। আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম।

'আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই, চাই তোমার সাহায্য। আমার স্ত্রী ওয়েলকাম স্টোর থেকে এক বোতল পারফিউম চুরি করেছিল।' আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 'আমার স্ত্রী তো ভীষণ ভয় পেয়ে যায় সেই চুরির দৃশ্যের ফিল্ম দেখে। সেই ফিল্মের বিনিময়ে গর্ডি আমার কাছ থেকে কুড়ি হাজার ডলার দাবী করেছিল। সে এখন মৃত। কিন্তু ফিল্মটা নিশ্চয়ই কোথাও আছে। আমার আশা, সেই ফিল্মটা কোথায় গেলে পাবো; সেটা তুমি আমাকে বলে দিতে পারবে।'

'জেসি ছিলো কুত্তী। আমি তাকে অনেকবার নিষেধ করছিলাম ব্ল্যাকমেলের ধান্ধা ছেড়ে দিতে তা না হলে তাকে ঝামেলায় পড়তে হবে। কিন্তু আমার কথা শুনল না সে, তার পরিণতি, খুন হতে হলো তাকে।' জিনের প্রতিক্রিয়া শুরু হতে দেখা গেলো তার মধ্যে। 'আমি মাতাল! আমার কাছ থেকে চলে যাও তুমি! আমাকে একটু একা থাকতে দাও!'

আমি নাড়লাম না। স্থির হয়ে বসে রইলাম। কয়েক মিনিট পরে চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো সে।

'দ্যাখো, এদিকে তাকিয়ে দ্যাখো!' সে তার দেহের ওপর থেকে তোয়ালেটা সরিয়ে ফেললো। আবার সে সম্পূর্ণ নগ্ন হলো। ডানদিকের উরুর ওপর সেই পোড়া দাগটা দেখিয়ে সে আবার বললো, 'সেই বেজন্মাটা এখানে এসেছিল, আমার এখানে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছে।'

'কে সে ?' শান্ত গলায় বললাম, যেন সদ্য অপারেশন করে আসা কোন রুগিণীর সঙ্গে আমি কথা বলছি।

'আমি কি করে জানবো ? তবে সে যে একজন পুলিশ ছিলো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক মাইল দূর থেকে আমি পুলিশকে চিনতে পারি। বিরাট

চেহারার একজন বেজম্মা। নীল চোখ। আমি যদি তার মা হতাম, জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে তাকে জলে চুবিয়ে মেরে ফেলতাম।'

'তা তুমি কি তাকে ফিল্মটা দিয়েছিলে?'

'আমি তাকে বলেছিলাম কোথা থেকে সেটা পাওয়া যেতে পারে।' নেশাগ্রস্ত চোখ তুলে তাকালো সে আমার দিকে, 'আমি তাকে একটা সূত্রও দিয়েছিলাম, বলেছিলাম, ফিল্মটা আমি নিউ ইয়র্কে আমার বোনের কাছে ডাক মারফত পাঠিয়ে দিয়েছি?'

'তা সত্যি কি তুমি ডাকে ফিল্মটা দিয়েছো?'

'না,' মৃদু হাসলো সে।

'সে একজন ধুরন্দর পুলিশ। নিউ ইয়র্কে সে তোমার বোনের কাছে যেতে পারে বেবী। আর সে যখন জানবে, ফিল্মটা তার কাছে পেঁছয়নি, তখন আবার সে ফিরে আসতে পারে তোমার কাছে।'

'তাতে কোন লাভ হবে না,' ফ্রেডা কেমন তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, 'আমি আমার বোন এক সঙ্গে কাজ করছি। পুলিশ তার কাছে ফিল্মের-সন্ধানে গেলে, সে তো তার প্রশ্নের জবাবই দেবে না। শুধু তাই নয়, হয়তো পুলিশ অফিসারের মুখে থুতুও ছিটিয়ে দিতে পারে।'

'তার পরেও ঠিক সে আসবে তোমার কাছে।'

'আমি তখন এখান থেকে উধাও হয়ে চলে যাবো অনেক দূরে।'

'আমি সেই ফিল্মটা পেতে চাই। সেটার জন্যে আমি পনেরো হাজার ডলার দেবো। সেই টাকা নিয়ে তুমি এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারো অনায়াসে।'

সে আমার একটা হাতের কব্জি চেপে ধরলো অতর্কিতে। আমাকে নিরীক্ষণ করলো অনেকক্ষণ ধরে। 'সত্যিই তুমি আমাকে সাহায্য করবে?' আমি তাকে অনুরোধ করে বললাম, 'তুমি আমাকে সাহায্য করবে না?'

'হ্যাঁ, আমি জানি ওটা কোথায় আছে। আগে, আগে টাকাটা হাতে দাও, তারপর বলবো।'

'কিন্তু টাকা তো এখনি দিতে পারবো না। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে।'

'তাহলে ফিল্মটাও কালকেই পাবে।'

'কাল পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করে থাকতে পারবো না।' আমি তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম, 'কাল পর্যন্ত তুমি যে বেঁচে থাকবে, তার কি গ্যারান্টি আছে? ভুলে যেও না, একজন হত্যাকারী এর পিছনে আছে, আর সে এখনো ধরাও পড়েনি। ঠিক আছে, গর্ডির মতো তুমিও যদি বুলেট খেতে চাও, কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবো।' উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'তোমার ফোনটা ব্যবহার করতে পারি? একটা

ট্যাক্সি ডাকতে চাই।'

উঠে দাঁড়ালো ফ্রেডাও। তার চোখে ভয়ংকর আতংক।

'এক মিনিট। কেন এই খুন, তা তো বলবে ?'

'তোমার বন্ধু গর্ডি'র কাছে এমন একটা ফিল্ম ছিলো যা অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলাদের জেলে পুরতে পারে। আমি তাকে বললাম, 'হয়তো কেউ, সম্ভবত একজন স্বামী সেই ফিল্মটা পাওয়ার চেষ্টা করে থাকবে, না পেয়ে তোমাকে হত্যা না করে কেবল আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে চলে গেছে। তাতে তুমি নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করতে পারো। তোমার পরবর্তী অতিথি হয়তো তেমাকে খুন করতে পারে।'

তারপর রিসিভার তুলে নিয়ে ট্যাক্সি বুথে ফোন করলাম, দশ মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি পাঠিয়ে দিচ্ছে তারা, খবরটা দিলো।

ভয়ার্ত কণ্ঠে ফ্রেডা বললো, 'আমি তোমার সঙ্গে যাবো। আমি এখানে একা থাকতে চাই না।'

ইম্পিরিয়াল হোটেলের সামনে আমাদের নামিয়ে দিলো ট্যাক্সি। সেখান থেকে আমার গাড়িতে চড়ে এলাম আমার ফ্ল্যাটে।

গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার সময় আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে ফ্রেডা বললো, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমি তোমাকে ফিল্মটা দেবো, তবে তুমি আমাকে টাকাটা দেবে, দেবে না ?'

'বয় স্কাউট-এর কথার দাম আছে।'

'জীবনে এই প্রথম আমি একজন পুরুষকে বিশ্বাস করলাম।' একটু থেমে সে আমার হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাকে ?'

'আমার বাড়িতে। এসো, আমি তোমাকে মদ খাওয়াবো।'

ফ্ল্যাটে ঢুকে আমি তাকে বসতে দিলাম। তারপর জিনের বোতল খুলে দু'জন পান করতে করতে আমি বললাম তাকে, 'এসো বেবী, এবার কাজের কথায় আসা যাক। আরাম করতে করতে গর্ডি'র ব্যাপারে তুমি যা যা জানো বলো আমাকে, বলো আমাকে।'

'তার ব্যাপারে আর কি বলার থাকতে পারে ? সে তো এখন মৃত।'

'তা ঠিক। তার সঙ্গে কি ভাবে তুমি মিলিত হলে ?'

'গত গ্রীষ্মে। সেই স্টোরে চাকরী পেয়েছিল সে। তার স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে

চলে যায়। একদম নিঃসঙ্গ পুরুষ সঙ্গিনী তো চাইবেই। তার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিলো, অচিরেই আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম তার প্রতি। বড় অংকের টাকা হাতে পেলে সে কি করবে, ভাবতো সব সময়। বেশীর ভাগ পুরুষরাই এই ভাবে কথা বলে থাকে। তারপর এক রাতে আমরা যখন বিছানায় প্রেম প্রেম খেলায় মেতে উঠেছিলাম, তখন সে তার এমন অসৎ পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করে আমার কাছে। সে বলেছিলো, এইভাবে দশ লক্ষ ডলার রোজগার করতে পারে সে। আমরা দুজনেই তখন বেশ মাতাল হয়ে পড়েছিলাম, তবে তার কথার মধ্যে একটা দৃঢ় ভাব ছিলো।'

'দশ লক্ষ ডলার?'

'হ্যাঁ, সেই রকমই তো বলেছিলো সে। একটু ঝুঁকি নিতে চেয়েছিল সে এই কাজে ফিল্মগুলো নিজের কাছে রেখে দেয় আর ব্লো-আপগুলো আমাকে দেয়।'

'আছে, আছে না কি সেগুলো তোমার কাছে?'

'তখন কি করে জানবো, কেউ আমার বাড়িতে হানা দেবে? আমি মাতাল। আমি বেপরোয়া কুত্তি। লক্ষ লক্ষ ডলারের আলোচনায় কান দিই না আমি। জেসি আমাকে একটা পার্সেল দিয়ে বলে, সেটা লুকিয়ে রাখার জন্যে। ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিই, এবং যথারীতি ভুলে যাই সেটার কথা। তারপর যে রাতে সে মারা যায়, মনে পড়ে যায় সেই পার্সেলটার কথা, আর সেটা দেখতে গিয়ে টের পাই, সেটা উধাও। নিজের বোকামোর জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিই এবং তাকে টেলিফোন করি তখন, কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে তখন তার বাড়িতে ছুটে যাই! সেখানে গিয়ে দেখি সে মৃত।'

মনে পড়লো, আমি যখন গর্ডির মৃত দেহের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন একটা ফোন এসেছিল বটে।

'বড় সাকার কে, বলেছিল সে তোমাকে?'

'না।'

'ঠিক আছে, তুমি বসো, আমি পোশাক বদল করে আসছি। গর্ডির বাড়িতে যাবো।' একটু থেমে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সেই ফিল্মগুলো কোথায় পেতে পারি?'

সে আমাকে নিরীক্ষণ করে? 'টাকাটা তুমি আমাকে দেবে তো? পনেরশো ডলার?'

'বয়' স্কাউটের কথার দাম আছে।'

'ঠিক আছে, তাহলে শোনো, ফ্রেডা বললো, গর্ডির ডেস্কের একেবারে নীচের ড্রয়ারে আছে। লুকানো ক্যাবিনেটে।'

বাথরুম থেকে স্নান সেরে যখন এলাম তখন মাঝরাত্রি। এটাই উপযুক্ত সময়।

একটা শক্তিশালী ফ্লাশলাইট, একটা ভারী স্ক্রু-ড্রাইভার সঙ্গে নিলাম। তারপর বসার ঘরে ফিরে এসে দেখি, ফ্রেডা ঘুমচ্ছে অঘোরে। তাকে সেখানে ছেড়ে রেখে গর্ডি'র বাড়ির দিকে রওনা হলাম অতঃপর।

□ সাত □

গর্ডি'র বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রতি কুড়ি গজ অন্তর থমকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কারোর পায়ের শব্দ তখন শোনা যাচ্ছিলো না। পুলিশের ভয়! তার বাড়িটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। পুলিশ নেই, তবুও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করতে হলো। ধারে কাছে প্রাণের কোন স্পন্দন নেই, ব্যস্ত হলাম না, আমার হাতে তখন প্রচুর সময়। একসময় যখন বুঝলাম, কাছে পিঠে কোন পুলিশ নেই, তখন গর্ডি'র বাড়ির সামানে গিয়ে হাজির হলাম।

দরজায় তালা ঝুলছিল। ফ্লাশলাইট জেবলে স্ক্রু-ড্রাইভার তালায় ঢুকিয়ে একটু চাড় দিতেই ভেঙ্গে পড়লো তালাটা। তারপরেই দরজাটা খুলে গেলো, আর কোন আওয়াজ হলো না।

ঘরগুলো মাত্র একদিনের দেখা হলেও চিনতে অসুবিধে হলো না। ফ্ল্যাশলাইট জেবলে এগুতে লাগলাম, করিডোর পেরিয়ে গর্ডি'র শয়নকক্ষে পেঁছে গেলাম একটু পরেই। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় তার ক্যাবিনেটটা চোখে পড়লো ঘরের এক কোণায়। ফাইলে ঠাসা ক্যাবিনেট। ফ্রেডার কথা মতো একেবারে নীচের ড্রয়ার খুলে লুকানো চোরা কুটরীর কাঠের নবটা আবিষ্কার করলাম। ফ্রেডা বলে না দিলে সেটা আমার চোখেই পড়তো না। কাঠের নবে চাপ দিতেই চোরাকুটরীটা খুলে গেলো। সেখানে ১৬ মিলিমিটারের একটা ফিল্ম এর রীল চোখে পড়লো। কার্টুনে ভরা। হাঁটু মুড়ে বসে সেই কার্টুনটা হাতে তুলে নিলাম। তারপর দ্রুত দরজার দিকে ছুটে গেলাম, সেখান থেকে করিডোরে।

হয়তো কোন লোক সব সময় গর্ডি'র বাড়ির ভেতরেই ছিলো, কিংবা বাগানে লুকিয়েছিল, এবং আমাকে অনুসরণ করছিল; যা আমার নজরে পড়ে নি আদৌ। ফিল্ম-এর কার্টুন হাতে পিছনে দরজার সামনে গিয়ে পেঁছতেই আমার পিছনে একটা মৃদু পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। ঘুরে দাঁড়িয়ে ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখতে যাবো ব্যাপারটা কি, ঠিক তখনি মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে মেঝের ওপর হাটু

মুড়ে বসে পড়লাম। অন্ধকার দেখলাম চোখের সামনে—তারই মাঝে একটা অস্পষ্ট আলো, আর তারপরেই একটা পায়ের শব্দ, চলার ছন্দে দারুণ ব্যস্ততা।

আমার মাথায় তখন প্রচণ্ড আগুন জ্বলছিল যেন। কোনরকমে টলতে টলতে হাত বাড়িয়ে দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। গোঙানির আওয়াজটা একটু একটু করে মিলিয়ে যাওয়ার পর মাথার পিছনে হাত দিয়ে দেখি ফুলে গেছে। আঘাতটা ততো গুরুতর না হলেও তার ভয়াবহতা ছিলো প্রচণ্ড। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখি ফিল্ম-এর কার্টুনটা নেই। যেই আসুক না কেন, সেই লোকটাই সেটা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। আমি তখন রাস্তায় নেমে ছুটতে শুরু করলাম। কুড়ি মিনিট সময় লাগলো ইস্ট এ্যাভিনিউ পেরিয়ে আসতে। তারপরেই মুখোমুখি হতে হলো মার্ক ক্রীডেনের, হাতে তার সেই প্রিয় কুকুরটা।

'ঈশ্বরের দোহাই। এতো রাতে রাস্তায় বেরিয়েছো যে? আবার কোন নতুন সমস্যায় পড়লে নাকি?'

'সমস্যা তো আমার সব সময়েই থাকে…'

'হ্যাঁ, শুনলাম, তুমি নাকি ইস্টলেকের বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছো? আমি দুঃখিত ম্যানসন, লিণ্ডার সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ ঘটার জন্যে।'

'ধন্যবাদ।'

নীরবে কয়েক গজ হাঁটার পর মুখ খুললো ক্রীডেন।

'তুমি কি মনে করো, আবার কেউ আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে পারে? মনে হয় কেউ না কেউ সেই ফিল্মগুলো হস্তগত করে থাকবে।'

'আমার ধারনা তুমি নিশ্চয়ই পাওনি!'

'হ্যাঁ, পেলে কি আর জিজ্ঞেস করি তোমাকে?' ক্রীডেন গম্ভীর স্বরে বললো, 'দ্যাখো ম্যানসন, এ ব্যাপারে আমরা দুজনেই জড়িত। চেষ্টা করে দ্যাখো, ওগুলো কোথায়? যদি গোল্ডস্টেইন পেয়ে যায় সেগুলো, আমরা তখন অনেক ঝামেলায় পড়ে যেতে পারি। আমি তাকে মিথ্যে করে বলেছি, আগামী কাল তোমার পালা।'

আমরা ততক্ষণে আমার বাড়ির কাছে পেঁৗছে গিয়েছিলাম। ক্রীডেন বললো, আমাদের যোগাযোগ রাখা উচিত ম্যানসন। তা তুমি কোথায় উঠে যাচ্ছো, জানতে পারি?'

'কাছে পিঠে কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করছি। বাসা ঠিক করলেই ফোন করে জানিয়ে দেবো তোমাকে।' আমার মাথায় তখন প্রচণ্ড যন্ত্রণা। ক্রীডেনকে এড়িয়ে যেতে চাইছিলাম।

তাকে গেটের সামনে ছেড়ে এসে আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম দরজার তালা খুলে। অসম্ভব যন্ত্রণা মাথায়। কিচেনে ঢুকে ফ্রীজ থেকে বরফ বার করে তোয়ালে জড়িয়ে মাথায় চেপে ধরলাম যদি একটু আরাম পাই। খানিক পরেই মাথার যন্ত্রণা

কমে এলো। এখন আমি ভাবতে পারি। ঘড়ির দিকে তাকালাম—একটা বেজে দশ। ক্লীডেনের মতো ধনী লোক এত রাতে কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেড়াতে বেরুবার কথা নয়? তবে কি সেই আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফিলম্-এর কার্টুনটা হাতিয়ে নিয়ে গেলো? যদি তাই হয়, তাহলে ফিল্মটা নিশ্চয়ই নষ্ট করে ফেলবে সে। কিন্তু সেই লোকটা সত্যিই কি ক্লীডেন?

বসবার ঘরে একটা চেয়ারে বসেছিল ফ্রেডা। ঘরে ঢোকা মাত্র বলে উঠলো সে, 'আমার সামনে তুমি তোমার দেহ থেকে প্যাণ্টটা খুলে ফেলতে ভয় পাচ্ছো বুঝি?'

'মনে রেখো তোমার পরনেও প্যাণ্ট নেই!'

আমার কথায় কর্ণপাত না করে জিজ্ঞেস করলো ফ্রেডা, 'ফিল্মগুলো পেয়েছো তুমি? যেভাবে আমি বলেছিলাম?'

আমি তার পাশে ঘন হয়ে বসে উত্তর দিলাম, 'আমি সেখানে গিয়েছিলাম আর সেগুলো পেয়েওছিলাম, তবে…'

'তাহলে আমার পাওনা টাকাটা পাচ্ছি, কি বলো?'

'একটু ভদ্র হয়ে উঠে এসো আমার কাছে। তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।'

ফ্রেডা উঠে দাঁড়ায়। আমি তার একটা হাত পিছন দিক থেকে আমার মাথায় ঠেকিয়ে বলি, 'খুব সাবধানে হাত বুলিয়ে দ্যাখো।'

আমার মাথার ফুলে যাওয়া অংশটুকুর ওপর হাত বুলাতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে, 'এটা কি!'

'ফিল্মটা আমি পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু গর্ডি'র বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় পিছন থেকে কে যেন আমার মাথায় আঘাত করে, ফিল্মটা এখন তার কাছে আছে।'

আমার এ-কথায় তার প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ার দৃশ্যটা আমাকে আঘাত করলো ভয়ঙ্কর ভাবে। উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাঙ্গ করে বললো সে, 'একেই বলে বয়েজ স্কাউটের সম্মান। আমি জানি, মিথ্যে বলছো তুমি। শোনো, আমার টাকাটা তুমি আমাকে দিয়ে দাও। পনেরশো ডলার। ওটা আমার অবশ্যই পাওনা টাকা!'

তার সেই চিৎকার শুনে ভয় পেলাম। এমন নিস্তব্ধ রাতে কোন মেয়ের চিৎকার কেউ শুনলে অবশ্যই পুলিশে খবর দেবে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা করে।

শক্ত হাতে আমি তাকে তার চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে কঠিন মুখে বললাম তাকে, 'স্টুপিড বীচ, তুমি কি চাও এখানে পুলিশ আসুক?'

'তারা যদি আসেই বা, তাহলে তুমিই গণ্ডগোলে পড়বে বাস্টার্ড। তুমি আমার শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিয়েছো। এবার সে নীচু গলায় অভিযোগ করলো, 'তুমি আমাকে ছেলেমানুষ ভেবো না?' শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলো সে, 'তুমি বলছো, কেউ সেই

ফিমটা হাতিয়ে নিয়েছে তোমার কাছ থেকে ?'

'তুমি কি মনে করো, আমি নিজেই নিজের মাথায় ওভাবে আঘাত করবো ?'

সজোরে মাথা দুলিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বললো সে, 'শয়তানটা সামান্য একটা জিনিসই পেয়েছে, কিন্তু সেটার থেকেও দামী জিনিস পায়নি সে।'

'কি বলতে চাও তুমি ?'

'দুটো ফিলম্ ছিলো। যেটা তুমি হারিয়েছো, সেটা খুব একটা দামী কিছু নয়। অপর ফিলম্‌টার দাম দশ লক্ষ ডলার হতে পারে। আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করে সে বললো, 'ধরো তুমি আর আমি যদি দুজনে একসঙ্গে কাজ করি ? তুমি চার ভাগের এক ভাগ নিও, বাকীটা আমার। এ-ব্যাপারে কি তোমার অভিমত ?'

ঠিক সেই সময়ে সামনের দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠলো।

শক্ত করে ফ্রেডার হাত চেপে ধরে তাকে টানতে টানতে শয়নকক্ষে টেনে নিয়ে গেলাম। 'এখানে শান্ত হয়ে চুপ করে থাকো।' তারপর দরজা বন্ধ করে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। আর একবার—ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিলাম।

আমার ঘরের দরজার সামনে দুজণ পুলিশ—একজন ভারিক্কী চেহারার বয়স্ক এবং অপরজন বয়সে তরুণ ও পাতলা ছিপছিপে চেহারার।

'এখানে কি হচ্ছে এ সব!' ভারিক্কী চেহারার পুলিশটি তীক্ষ্নস্বরে জিজ্ঞেস করলো, পিস্তলের হোলস্টারের ওপর তার হাত। আমি তাকে চিনতে পারলাম। 'হ্যালো ফ্লীন! কি বলতে চান আপনি ?'

'মিঃ ম্যানসন আমরা খবর পেলাম এখানে নাকি একজন মহিলাকে চিৎকার করতে শোনা গেছে।'

'ভেতরে আসুন, উত্তরে আমি তাকে বললাম, 'আমি দুঃখিত। আমার টিভির আওয়াজটাই ঐ রকম। মাঝ রাতের একটা ছবি দেখছিলাম।'

বসবার ঘরের দিকে এগিয়ে যায় সে।

'আমি আমার শয়নকক্ষে ছিলাম। ভলিউমটা একটু বাড়াতে গিয়ে এই বিপত্তি। আওয়াজটা আমার কানে প্রায় তালা লাগিয়ে দেওয়ার উপক্রম করেছিল।' জোর করে হাসবার চেষ্টা করলাম, 'দুঃখিত, অসুবিধেয় পড়েছে ?'

'এখানে কোন মহিলা নেই।'

তাহলে আপনার টিভির সেই ছবির দৃশ্যে কোন মহিলা অভিনেত্রীর চিৎকার শুনে আপনার এক প্রতিবেশী আমাদের কাছে অভিযোগ করে থাকবে, আঃ তাই না ?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই, কাল সকালেই আমি আমার টিভির ভলিউম কণ্ট্রোলটা ভালো করে সারিয়ে নেবো।'

'হ্যাঁ, তাই করবেন, লাউঞ্জে আমার অর্ধসমাপ্ত জিনের গ্লাসটার দিকে আড়চোখে তাকাতে গিয়ে ভারিক্কী চেহারার পুলিশটা আরো দেখতে পেলো, ফ্রেডার খালি গ্লাসটা। কোন পুলিশই বোকা হতে পারে না। দু'টি মদের গ্লাস দেখে পুলিশ কি ভাবলো জানি না, তবে সে জানে, 'দ্য ভয়েস অফ দ্য পিপল্' পত্রিকার সম্পাদক আমি, সেই খাতিরেই সে বললো, 'অর্ধেক রাতে অতো জোর ভলিউমে টিভি চালানো উচিৎ নয়।'

'আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।' আমি তাকে বললাম।

মাথা নেড়ে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে যায় সে।

'খবর পেয়ে এতো তাড়াতাড়ি চলে আসার জন্যে ধন্যবাদ সার্জেণ্ট।' তাকে বিদায় দিতে গিয়ে বললাম আমি।

'দারুণ অভিনয় করলে তো ?' আমার শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে বললো ফ্রেডা, 'তোমাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করলাম।' ফ্রেডার ভ্রূ কুঁচকে উঠলো। তারপর শয়নকক্ষে চলে গেলো সে।

সে আমার মাথায় একটা সম্ভাবনার কথা ঢুকিয়ে দিয়ে গেলো—দ্বিতীয় ফিলম্‌টা দশ লক্ষ ডলার দাম দিতে পারে, ওর সঙ্গে কাজ করলে চার ভাগের এক ভাগ আমাকে দিতে পারে ও। সে হিসেবে হারানো ফিল্ম-এর থেকে সেটা এখন আমার কাছে অত্যন্ত দামী। সেটা দিয়ে খুনীকে ধরার টোপ ফেলা যেতে পরে।

আমাদের বিছানায় শুয়েছিল সে। অদ্ভূত লাগে এই বিছানায় কিছু সময়ের জন্যে হলেও লিণ্ডা আমার শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিল। তার শরীরটা ঢাকা ছিলো একটা চাদরে। ঘরের মধ্যে মৃদু আলোয় ছায়া পড়েছিলো।

'আজকের কথা ভুলে যাও,' আমাকে দেখে ফ্রেডা বললো, 'এসো, যৌবনের খেলায় মেতে ওঠা যাক।'

বিছানা সংলগ্ন ঘড়িতে তখন একটা পঁয়ত্রিশ। আমার মাথা তখনো কামড়াচ্ছিল। আমি ক্লান্ত, তবে ঠিক ও ব্যাপারে নয়। বিছানার ওপর বসে তার দিকে তাকালাম।

'এই দ্বিতীয় ফিলম্‌ -এর ব্যাপারটা কি, বলবে ?'

'কি লোক তুমি! তুমি কি আবার শাস্তি পেতে চাও ?'

সে তার দেহ থেকে চাদরটা সরিয়ে ফেলে, যাতে আমি তার নগ্ন দেহটা দেখতে পাই ভালো করে। পোশাক খুলে ফেলে এসো একটু আরাম করো।'

চাদরটা তার দেহের ওপর বিছিয়ে দিয়ে আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'এই দ্বিতীয় ফিল্ম-এর ব্যাপারটা কি বলবে ?'

'জাহান্নামে যাক। আমি এখন ঘুমতে চাই। আমাকে তুমি সঙ্গ দিতে না চাইলে এখান থেকে কেটে পড়তে পারো।'

'তাহলে দশ লক্ষ ডলার পাওয়ার সুযোগ কি করে পাবে তুমি ?'

'তুমি কি এ-ব্যাপারে আগ্রহী ? সিকি ভাগ তোমার, আর বাকী আমার। রাজী আছো তো ?'

'কেন থাকবো না ? আমাদের এখন কি করতে হবে বলো ?'

'ফিল্মটা আমার কাছে আছে। কম দামের ফিল্মটা জেসির কাছে ছিলো। বেশি দামের ফিল্মটা আমাকে রাখতে দিয়ে সে বলেছিলো, অপর ফিল্মটা দিয়ে সে ছোট ছোট সাকারদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে তবে বেশি দামের ফিল্মটার বিনিময়ে আমাদের দুজনকে এক সঙ্গে দর কষাকষি করতে হবে।' ফ্লেডা বলতে লাগলো, 'জেসিকে হত্যা করে সে কম দামের ফিল্মটা চুরি করে যেই নিয়ে যাক না কেন, আমাকে গুলি করলেও সেটা সে পেতে পারে না কখনো। সেটা এখন নিরাপদ জায়গায় গচ্ছিত আছে।'

'এই বেশি দামের ফিল্ম-এর সাকার কে, জান ?'

'জেসি কিছু বলেনি। তবে সেই ভদ্রমহিলাকে এই ফিল্ম-এ দেখা গেছে এ-কথা জেসি আমাকে বলেছিল। এখন সেই ফিল্মটা চালিয়ে দেখতে হবে, কে,—কে সেই মহিলা ?'

'কিন্তু আমাকেও যে জানতে হবে, সেই ভদ্রমহিলাটি কে ? এধরনের বিত্তশালী মহিলাদের চিহ্নিত করাটাই আমার কাজের একটা অংশ, ধরো তুমি আর আমি যদি এক সঙ্গে কাজ করি ?'

'ভেবে দেখবো। এখন বলো, তুমি আমার বেড-পার্টনার হবে কিনা ?'

সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়ালাম। রাত তখন একটা চল্লিশ। আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল তখনো।

'তাহলে কেটে পড়ো ! আমি ঘুমাত চাই।'

আমি তখন তাকে ছেড়ে অপর শয়নকক্ষে এসে ঘুমাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেই ভয়ংকর চিন্তায় ঘুম আসছিল না। তাই ঘুমের পিল খেলাম। সেটাই হলো একটা মস্ত বড় ভুল……

টেলিফোনের ঘণ্টায় ঘুম ভেঙ্গে গেলো। অনেক বেলা হয়ে গেছে—ন'টা প'য়ত্রিশ। রিসিভারটা তুলতেই দূরভাষে জিনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'স্টেভ? তুমি ঠিক আছ তো?'

'আমি 'ভালোই আছি···একটু বেশি সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'মিঃ চ্যাণ্ডলার তোমার খোঁজ করছিলেন। দশটায় ল্যারী হার্স-এর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকার আছে।'

'ও, কে জিন, ঠিক সময়ে আমি হাজির হচ্ছি তোমার কাছে,' রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম।

তারপরে ফ্রেডার কথা মনে পড়লো। ছুটে গেলাম শয়নকক্ষে। শূন্য বিছানা। 'ফ্রেডা?' তার নাম ধরে ডাকলাম। কোন উত্তর নেই। তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম সারা বাড়ি কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া গেলো না। গ্যারাজে লিণ্ডার গাড়ি নেই।

নিরাশ হয়ে ফোন করলাম ফ্রেডার ফোন নম্বরে ডায়াল করে। আমার নাম উল্লেখ না করে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি আমার গাড়ি নিয়ে গেছ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। টোয়েণ্টি সেকেণ্ড স্ট্রীটে পার্ক করা আছে সেটা। গাড়ির ম্যাটের ওপর রাখা আছে। আজ রাত ন'টায় টুয়েলভথ্ স্ট্রীটে দেখা করো আমার সঙ্গে। সঙ্গে আমার জন্যে পনেরশো ডলার নিয়ে এসো। কাজের ব্যাপারে কথা বলবো আমরা।' রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো সে।

বাড়ির সামনে লেফটেন্যাণ্ট গোল্ডস্টেইনকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে সামনের দরজা খুলে দাঁড়ালাম। কাছে এসে বললো সে, 'মিঃ ম্যানসন, এক মিনিটের জন্যে আপনি আমাকে সময় দিতে পারবেন?'

'ঠিক এই মুহূর্তে তো পারছি না লেফটেন্যাণ্ট। আজ একেই দেরিতে ঘুম ভেঙেছে, তারপর মিঃ চ্যাণ্ডলারের জরুরী তলব। এখুনি আমাকে অফিসে ছুটতে হচ্ছে।'

'বেশ তো গাড়িতে যেতে যেতে আমাদের কথা হতে পারে।'

'ও, কে।'

গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি মনে করে আমার কাছে এসেছেন লেফটেন্যাণ্ট?'

'গর্ডি হত্যার ব্যাপারে। আমার বিশ্বাস, এই ইস্টলেকের বহু বাসিন্দার স্ত্রীরা ওয়েলকাম স্টোর থেকে জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে চুরি করে থাকে। স্টোরে ক্যামেরার ব্যবস্থা আছে। ফটোগ্রাফিতে গর্ডির ঝোঁক ছিলো। তার বাড়িতে একটা স্টুডিও আছে। কিন্তু ঐ স্টোরে কিংবা তার বাড়ির স্টুডিওতে কোথাও একটা ফিল্ম নেই। মনে হয়, সেগুলো কারোর হাতে গেছে থাকবে। এর থেকে

ব্ল্যাকমেলের সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

'তাই বুঝি।' না জানার ভান করলাম এমন ভাবে, যাতে মনে হয়, এ-ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই।

'এ-ব্যাপারে আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন?' গোল্ডস্টেইন বললো, 'আপনার স্ত্রীও তো ঐ ষ্টোরে কেনাকাটা করে থাকেন!'

'আমার তাই মনে হয়।'

'তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। মনে হয় তিনি আমাকে এ-ব্যাপারে হদিশ দিতে পারেন।'

'কিন্তু সে তো এখন এখানে নেই। ডালাসে তার মার কাছে গেছে।'

'ঠিক আছে, এতো আর চাঁদে যাওয়ার মতো কষ্টকর ব্যাপার নয়। তাঁর ডালাসের ঠিকানাটা দিলে আমি ধন্য হবো।'

'আমার তো মনে হয় না, সে আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারবে।'

'এটা একটা খুনের তদন্ত মিঃ ম্যানসন।'

'ঠিক আছে, ঠিকানাটা খুঁজে দেখতে হবে। পেলেই আপনাকে জানিয়ে দেবো।'

'দয়া করে তাই করবেন মিঃ ম্যানসন।'

আমরা তখন হাইওয়ের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছি শহরের দিকে।

'মিঃ ম্যানসন', নিজের থেকেই আবার বলতে শুরু করলো গোল্ডস্টেইন, 'আপনি একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক। এ নিয়ে আপনি কি চিন্তা-ভাবনা করছেন। আমার তো মনে হয় না, গর্ডি'র বাড়িতে গিয়ে কোন মহিলা তাকে গুলি করে হত্যা করে আসবে। মনে হয় কোন চোর, প্রতারক স্ত্রীর স্বামীর কাজ এটা, যাকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছিল। আপনার কি মত?

'যুক্তিগ্রাহ্য বলেই তো মনে হচ্ছে।'

দীর্ঘ বিরতির পর শহরে ঢোকার মুখে সে আবার বলে উঠলো, 'গতকাল রাতে অভিযোগ ছিলো, আপনার বাড়ির ভেতর থেকে এক মহিলার আর্ত চিৎকারের শব্দ শোনা গেছে।'

'এ-ব্যাপারে গতকাল রাতেই পেট্রলম্যান ফ্লীনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমি তাকে বলে দিয়েছি, আমার টিভিতে তখন হরর ছবি চলছিল। সেই ছবির একজন অভিনেত্রী ভয়ে চীৎকার করছিল তখন।'

'শুনলাম আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নাকি বিচ্ছেদ ঘটতে চলেছে? খবরটা কি সত্য।'

আমি তার মুখোমুখি হলাম।

'হ্যাঁ, ঠিকই, তবে আমার মনে হয় না, এ-ব্যাপারে আপনাদের কোন বক্তব্য থাকতে পারে।'

'নিশ্চয়ই আছে বৈকি।' মাথা দুলিয়ে সে বললো, 'ও'র ঠিকানাটা আপনি দিন আমাকে।'

'হ্যাঁ দেবো।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমাকে নিরীক্ষণ করে সে।

'সম্ভবত গতকাল রাত্রে আর্ত চিৎকাররত মহিলার কণ্ঠস্বর টিভির নাও হতে পারে মিঃ ম্যানসন।'

তার সঙ্গে যথেষ্ট সংযত ব্যবহার করেছি এতক্ষণ। আর নয়।

'এভাবে বাজী ধরবেন না লেফটান্যাণ্ট। যতক্ষণ মিঃ চ্যাণ্ডলার আমার বস থাকছেন, আমার ব্যাপারে কোন কিছুর ওপর বাজী ধরবেন না। বুঝলেন?'

এছাড়া আর কোন উপায় ছিলো না আমার। তার মুখ বন্ধ করার এটাই একমাত্র পথ বলে আমার মনে হলো। আমি তাকে রাস্তায় নামিয়ে দিলাম, তার নাক ভোঁতা করে দিয়ে।

চ্যাণ্ডলারের অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। তার মুখের ভাব দেখে মনে হলো, তার মেজাজ খারাপ।

'বসো। এসব কি শুনছি? তোমার আর লিণ্ডার মধ্যে নাকি ডিভোর্স হতে চলেছে?'

'লিণ্ডা আর আমি ঠিক করেছি ডিভোর্স করবো।' একটা চেয়ারে বসে বললাম, 'এ আর এমন কি নতুন ঘটনা। প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় এরকম ঘটনা আকছার ঘটছে।'

তীর্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো সে। 'আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। তোমার মতো অবস্থায় এ-রকম স্ক্যাণ্ডাল রটলে এ-ম্যাগাজিন চালানো সম্ভব নয়।'

'আপনি আমাকে সতর্ক করে দিতে চাইছেন মিঃ চ্যাণ্ডলার', উত্তরে আমি তাকে বললাম, 'তা হলে আমি কাজে ইস্তফা দেবো। সেটা কি রকম হবে?'

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি গভীরভাবে চিন্তা করে এমন একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছো?'

'হ্যাঁ। এ-ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা পেতে চাই।

নতুন কোন সঙ্গিনীর সন্ধান পেয়েছো না কি?'

'না, তবে লিণ্ডার কুৎসিত ব্যবহার আর সহ্য করতে পারছিলাম না। তাই…'

আমার কথাটা উপলব্ধি করলো। মাথা নেড়ে বললো সে, 'ষ্টেভ, তুমি খুব ভালো কাজ করেছো। তোমার এ-ব্যাপারের জন্যে আমি দুঃখিত। আমি তোমাকে জানাতে চাই, আমি তোমার পিছনে আছি। তোমার সব কাজে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।'

'ধন্যবাদ।' উঠে দাঁড়িয়ে বলি, 'ঠিক আছে…ওয়ালীকে কবে নাগাদ আমার সঙ্গে পেতে পারি?'

'ওয়ালী এখন মিয়ামিতে। আমি চাই এখন সে কিছুদিন সেখানে রোদ পোয়াক। বর্গ তার দেখাশোনা করছে। জানইতো গুলির গতির তিন লাফ এগিয়ে চলে বর্গ। ওয়ালীর জন্যে চিন্তা করো না। ভালো হলেই ফিরে আসবে সে তোমার কাছে।' আমার দিকে সে তার সিগার এগিয়ে দিয়ে বললো, 'সব ঠিক ঠাক চলতে দাও। সব ঝামেলা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করো। ইতিমধ্যে আমিও সে সব ভুলে গেছি।'

এরপর সেখান থেকে চলে এলাম।

আমার অফিসে ফিরে এসে জিনের সঙ্গে র‍্যাফারটীর ফিচারের ব্যাপারে কিছুক্ষণ আলোচনা করার পর সে লাঞে চলে গেলে ডালাসে ফোন করলাম। লিণ্ডার মা মিসেস লুকাস ফোন ধরেছিলেন। একটু পরে দূরভাষে লিণ্ডার কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই আমি তাকে বললাম, 'লেফটেন্যাণ্ট গোল্ডস্টেইন তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারে। এক কাজ করো তুমি আর লুসিলা মাস দু'য়েকের জন্যে মেক্সিকোয় কাটিয়ে এসো।' তার উত্তরের আশায় না থেকে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম।

আমার দ্বিতীয় স্যাণ্ডউইচ খাওয়ার সময় ম্যাক্স বেরী এসে ঢুকলো আমার অফিসে। লিণ্ডার সঙ্গে আমার বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার কথা জানিয়ে তাকে আমার নতুন এ্যাপার্টমেণ্টের ঠিকানাটা দিতেই, সেটার দিকে চোখ রেখে সে বলে ওঠে, 'চমৎকার! এটা কি বর্গ ঠিক করে দিলো?'

'বর্গ। না তো, জিন ঠিক করে দিয়েছে।'

'এটা বর্গের অনেকগুলো এ্যাপার্টমেণ্টের মধ্যে একটা।'

আমি তার দিকে স্থির চোখে তাকালাম। 'এ-খবর আমার জানা ছিলো না।'

ম্যাক্স চলে যাওয়ার পর ভাবতে বসি, আবার বর্গ? আর একবার আমি অনুভব করলাম, কে যেন আমার পিছন থেকে আমার গলা টিপে ধরছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার ভাবলাম ফ্রেডা হাওয়ার্ডের কথা। পনেরশো ডলার দিলে সে সেই দ্বিতীয় ফিল্মটা আমার হাতে তুলে দেবে। অফিসে আসার সময় ব্যাঙ্ক থেকে তার টাকাটা তুলে নিয়ে এসেছি। এখন কেবল অপেক্ষা, কোথায় গেলে পাবো তাকে। মনে পড়লো, ফ্রেডা বলেছিলো টোয়েণ্টিসেকেণ্ড স্ট্রীটে লিণ্ডার গাড়িটা

পাক' করে রেখেছে সে।

একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসে চালককে বললাম টোয়েন্টি সেকেণ্ড স্ট্রীটে চলো। এখন সময় আটটা দশ। গাড়িটা সেখানেই পাওয়া গেলো। সেখান থেকে গেলাম অল-নাইট কার ডিলারের কাছে। গাড়িটা সিকি দামে বেচে দিলাম। মনে পড়লো হাফ ম্যুনে সার্জেন্ট ব্রেনারের সঙ্গে আমার দেখা করার কথা আছে রাত ন'টায়। সেখানে ফোন করে জ্যাকের গলা পেতেই তাকে বলে দিলাম, 'ব্রেনারকে বলে দিও দশটার আগে যেন সেখানে সে না যায়।'

টুয়েলভথ্ স্ট্রীটে 'দ্য অ্যানেক্স বারে' ন'টায় ফ্রেডার সঙ্গে দেখা করার কথা।

'দ্য অ্যানেক্স বার' প্রায় ফাঁকা। কেবল চারজন দম্পতী বসেছিল। ফ্রেডার পাত্তা নেই এখনো। বারম্যান আমার সামনে এসে দাঁত বার করতেই আমি তাকে স্কচের ফরমাস দিলাম। ন'টা পনেরয় তাকে আসতে না দেখে আমি যখন উদ্বিগ্ন হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, ঠিক তখনই সে এসে ঢ্যুকলো বারে। হাল্কা ধ্যুসর রঙের কোটের ওপর কমলালেব্য ও লাল রঙের পোশাক তার পরণে। চলতে গিয়ে তার পা কাঁপছিল, তাকে একটু যেন মাতাল দেখাচ্ছিল!

'আমার জন্যে দ্যটো জিন।'

বারম্যান ফরমাস নিয়ে চলে যায়। একটু পরেই সে ফিরে এসে তার সামনে জিনের গ্লাস রেখে চলে যায়। সে চলে যেতেই ম্যুখ খ্যুললো ফ্রেডা। 'দ্যাখো স্টেভ, আমি এখন চলতি পথে। অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম, ব্ল্যাকমেলের পথ আমার নয়। দশ লক্ষ ডলার উপার্জন করতে গেলে হয় জেল, তা না হলে গার্ডের মতো ব্যুলেট খেতে হবে। কে এ সব ঝামেলা স্বেচ্ছায় পেতে চায় বলো? টাকাটা আমাকে দাও, আর সেই ফিলম্‌টা নিয়ে নাও। ওটা আমি আমার সঙ্গেই নিয়ে এসেছি।'

চারিদিক একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখে নিলাম, কেউ আমাদের লক্ষ্য করছে কিনা। না, কারোর নজর নেই আমাদের ওপর বার তো প্রায় ফাঁকা। হিপ পকেট থেকে পনেরোশো ডলারের বিলগ্যুলো বার করে টেবিলের ওপর রাখলাম। ছোঁ মেরে সেগ্যুলো টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে সে তার হাতব্যাগে চালান করে দিলো। তারপর সে তার হাতের আর একটা এয়ার ট্রাভেল ব্যাগের জীপার টেনে একটা ষোলো মিলিমিটারের ফিল্ম্‌এর কার্টুন বার করে আমার হাতে তুলে দিলো।

'এটাই সেই ফিল্ম। ওতে অনেক ঝামেলা। অনেক রক্তপাত। আমি এখন ওটা থেকে ম্যুক্ত। আচ্ছা চললাম তাহলে...' উঠে দাঁড়ালো সে চলে যাওয়ার জন্যে।

'তা তুমি কোথায় চললে?'

'চাদ খুব বেশি দূরে নয়', চলে যাওয়ার আগে সে আমাকে বলে গেলো, 'ঐ ফিল্মটা দেখে যদি তুমি জোসির খুনীকে সনাক্ত করতে পারো, তাহলেই সেই দিনটা আমার কাছে ছুটির দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে, মনে রেখো ?' ছোট্ট করে মাথা দুলিয়ে চলে যায় সে অতঃপর।

তাকে আমার সেই শেষ দেখা।

□ আট □

ফ্রেডা চলে যাওয়ার পর হাফ-মুন বারের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ঠিক দশটায় সেখানে গিয়ে পে'ছিলাম। তার আগে আমার ব্যাঙ্কে গিয়ে সেই ফিল্মটা সেফ ডিপোজিট ভল্টে গচ্ছিত রেখে এসেছি। আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাইলাম না। এই ফিল্মটার জন্যই গর্ডি' খুন হয়েছে, এ-কথাটা আমি বেশ ভালো করেই জানি, তাই এই ব্যবস্থা। আগামীকাল একটা ষোলো মিলিমিটারের প্রোজেক্টার ভাড়া করে ফিল্মটা দেখে নিতে হবে।

ওপরতলার সেই ঘরে বসে একা একা বীয়ার পান করছে ব্রেনার। দরজাটা বন্ধ করতেই বিষণ্ণ চোখে আমার দিকে তাকালো সে। আমি তাকে ফ্রেডার কথা বললাম। কিভাবে গর্ডি'র ডেস্কের ড্রয়ার থেকে প্রথম ফিল্মটা উদ্ধার করার পরেও হাতছাড়া হয়ে গেলো, তারপর কিভাবে সে আমাকে দ্বিতীয় ফিল্ম-এর কথা বললো এবং সেটা এখন আমার ব্যাঙ্কের সেফ ডিপোজিট ভল্টে গচ্ছিত রয়েছে।

'তোমার কি মনে হয় প্রথম ফিল্মটা ক্রীডেন ছিনিয়ে নিয়েছে তোমার কাছ থেকে ?'

'আমি তাই মনে করি। যদি সে পেয়ে থাকে সেটা, নষ্ট করে ফেলবে সে।'

কি যেন চিন্তা করে বললো ব্রেনার, 'যতদিন ফিল্মটার অস্তিত্ব থাকবে, আমাদের দুজনকেই বিপদের মধ্যে থাকতে হবে।'

'আমি জানি।' আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম।

'এই দ্বিতীয় ফিল্মটার কি ব্যাপার ?' ব্রেনার জিজ্ঞাসা করে, 'কবে ওটা দেখছো ?'

'কাল একটা প্রজেক্টার ভাড়া করবো।'

'আমিও ওটা দেখতে চাই। কাল বিকেল চারটের আগে ছুটি হচ্ছে না।'

'বেশতো তারপরেই চলে এসো আমার নতুন এ্যাপার্টমেণ্টে।'

মাথা নাড়লো সে। 'মানসন, একটা কথা আমি তোমাকে বলে রাখি, তোমার ওপর নজর রাখছে গোল্ডস্টেইন। তোমার পিছু নিতে পারে। তোমাকে আর আমাকে এক সাথে দেখলে, আমি ডুবে যেতে পারি। যাইহোক, ভালো করে খবর নিয়ে আমি তোমাকে মাঝরাতে ফোন করে জানাবো। খবরটা যদি সত্য হয়, তাহলে আর ফোন করবো না। আর যদি মিথ্যে হয়, তাহলে ফোন করে তোমাকে শুধু বলবো, 'রজার', তারপরেই রিসিভার নামিয়ে রাখবো। তুমি যদি পুলিশের সন্দেহ-ভাজন না হও তো তাহলে কাল রাতে আবার আমরা মিলিত হবো এখানে। ফিল্ম আর প্রজেক্টারটা নিয়ে এসো…ঠিক আছে?'

'ও কে।'

এরপর সমস্ত ঘটনাটা সাজালাম ক্রীডেনের কথা মনে রেখে। সে ধনী, টাফ ও নির্দয় লোক, কেউ যদি তাকে ব্ল্যাকমেল করে, সহ্য করবে না সে। তার স্ত্রী যদি চুরি করে থাকে, আর গর্ডি যদি তাকে চাপ দিয়ে দশ লক্ষ ডলারের মত বার করে নেবার মতলব করে থাকে, ক্রীডেন হয়তো খুনীর ভূমিকা নিয়ে থাকতে পারে। আমার পিস্তলটা চুরি করার সুযোগ তার ছিলো, তারপর গর্ডিকে হত্যা করে পিস্তলটা ফের রেখে গিয়ে থাকবে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে, আমার কাছে পিস্তল ছিলো, সে খবরটা পেলো কোত্থেকে সে? প্রশ্নটা করলাল ব্রেনারকে।

'এ শহরে পিস্তলের পারমিট দিয়ে থাকে ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে একজন। আর সেই একজন হলো ক্রীডেন', বলল ব্রেনার।

'তাহলে এই ভাবেই সে জেনেছিল আমার কাছে একটা পিস্তল ছিলো।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'খুনের দিন রাত্রে গর্ডির বাড়ি থেকে চলে আসার সময় আমি তাকে আসতে দেখেছিলাম সেদিক থেকে! প্রথম ফিল্মটা গর্ডির বাড়ি থেকে নিয়ে আসার পথে অন্ধকারে সে আমার মাথায় আঘাত করে সেটা হয়তো ছিনিয়ে নিয়ে থাকবে আমার কাছ থেকে। এ সবের জন্যে একমাত্র ক্রীডেনকেই সন্দেহভাজন লোক বলে মনে হচ্ছে।'

'সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করো।' কথাটা বলে অদ্ভূত ভাবে হাসলো ব্রেনার।

একটা নতুন সূত্র খুঁজে পেলাম।

হাফ মুন বার থেকে বেরিয়ে সোজা আমার নতুন এ্যাপার্টমেণ্টে ফিরে এলাম। ঘরটা বেশ পরিপাটি করে সাজিয়ে রেখে গেছে জিন। এমন কি টেবিলের ওপর একটা ফুলদানিতে একগুচ্ছ তাজা গোলাপ সাজানো রয়েছে দেখলাম। কিন্তু এখন এসব কিছুই আমার ভাল লাগলো না।

শয়নকক্ষে গিয়ে বাইরের পোশাক বদল করে নাইট-ড্রেস গলিয়ে নিলাম গায়ে।

ঘরটা বড় ফাঁকা ফাঁকা বলে মনে হলো। আমার বাকী জীবন কি এমনি শূন্যতায় ভরে থাকবে? বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠলো। জিনের কথা ভাবলাম। ও যদি এখন এখানে থাকতো, তাহলে পটভূমিকা একেবারে বদলে যেতো, অনেক সুখের হতো আমার কাছে। নতুন করে আমি আমার জীবন শুরু করতে পারতাম।

বসবার ঘরে ফিরে এসে দ্বিতীয় ফিল্মটার কথা ভাবতে থাকলাম। ওটা নিয়ে এখন আমি কি করবো? কি আমার করা উচিৎ। গর্ডি'র কণ্ঠস্বরের টেপটা যার কাছে আছে, তার কাছেই লিণ্ডার চুরি করা দৃশ্যের ছবিটা আছে। আর সে যদি ম্যাবেল ক্রীডেন হয়, তাহলে গর্ডি হত্যার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে সে।

ঘড়ির দিকে তাকালাম—এগারোটা বেজে কুড়ি! ব্রেনার ফোন আসার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আর ঠিক তখনি দরজার ঘণ্টাটা বেজে উঠলো ঝন ঝন করে, একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত দরজাটা খুলে দিলাম। দরজার ওধারে দাঁড়িয়েছিল লেফটেন্যাণ্ট গোল্ডস্টেইন, তার পিছনে দাঁড়িয়েছিল মোটাসোটা ভারিক্কি চেহারার একজন লোক, তার সারা দেহে পুলিশী ছাপ।

'আপনার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে চলে এলাম মিঃ ম্যানসন,' নম্র গলায় বললো, 'ভেতরে আসতে পারি?'

'এইমাত্র শুতে যাচ্ছিলাম লেফটেন্যাণ্ট, তবু আসুন।'

ঘরে ঢুকে গোল্ডস্টেইন তার সঙ্গীর পরিচয় দিতে গিয়ে বললো, 'ইনি হলেন সার্জেণ্ট হ্যামার।' একটু থেমে সে আবার বলে, 'আপনার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম মিঃ ম্যানসন। কিন্তু শুনলাম তিনি এখন মেক্সিকোয় ভ্রমণরত।'

'সে কি তাই করছে না কি? আমি এখন তার সঙ্গে ডিভোর্সের ব্যবস্থা করছি। তাই সে এখন কোথায় বেড়াতে গেলো কি না সে গেলো, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। এর জন্যেই কি এতো রাত্রে দেখা করতে এলেন আমার সঙ্গে?'

'না··না···আমি এসেছি আপনার সেই পিস্তলটার ব্যাপারে, সেটা এখনো আমাকে চিন্তায় ফেলে রেখেছে। আপনার জন্যে সেটা যখন মিঃ বর্গকে দেওয়া হয়, এক ব্যাক্স কার্তুজও দেওয়া হয়েছিল···পঞ্চাশটা কার্তুজ ছিলো তাতে তাই তো?'

আমার মনের ভেতরে সামান্য একটু টেনসন অনুভূত হলো! কাঁপা কাঁপা গলায় তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ ঠিক তাই।'

'ওগুলো ফেরৎ দেওয়া উচিৎ।'

'বাড়ি বদল করার ঝামেলায় কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। তাছাড়া কার কাছে ফেরৎ দিতে হবে, তাও আমার জানা ছিলো না।'

'ঠিক আছে, আপনাকে কষ্ট করে কারোর কাছে যেতে হবে না মিঃ ম্যানসন। ওগুলো আমাকে ফেরৎ দিলেই চলবে ।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আলমারি থেকে কাতু'জের বাক্সটা বার করে তার হাতে তুলে দিলাম। সে সেটা হ্যামারের হাতে তুলে দিলো।

'ছটা কাতু'জ পাওয়া যাচ্ছে না।' গোনার পর বললো হ্যামার।

'পিস্তলটা আমি লোড করেছিলাম,' আমি তাকে সব খুলে বললাম, 'আপনার হয়তো স্মরণ থাকতে পারে, পিস্তলটা আমার চুরি হয়ে গেছে। পিস্তলের ভেতরে সেই ছ'টা কার্তজ ছিলো।'

'হ্যাঁ জানি,' গোল্ডস্টেইন বললো, 'আচ্ছা মিঃ ম্যানসন, ফ্রেডা হাওয়াডে'র সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?' তার চোখে সন্দেহের ছায়া থিক্ থিক্ করে ওঠে। আমি বেশ বুঝতে পারি, কি বলতে চাইছে সে।

'হ্যাঁ।' সঙ্গে সঙ্গে ক্লীডেনের সাবধান বাণীর কথা আমার মনে পড়ে গেলো। গোল্ডস্টেইনের ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল সে।

'মিঃ ম্যানসন, আপনি তাকে শেষ কখন দেখেছিলেন?'

'আপনার এ-প্রশ্নের উত্তর কেন আমি দিতে যাবো?'

আমার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ঝুঁকে পড়ে সে বললো, 'আজ সন্ধ্যায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে তাকে। কাতু'জটা আপনাকে দেওয়া কার্তুজের নম্বরের সঙ্গে মিলে গেছে। এর থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে পিস্তল দিয়ে গর্ডি'কে হত্যা করা হয়, সেই পিস্তল দিয়ে ফ্রেডাকেও হত্যা করা হয়েছে।'

তার প্রতিটি কথা চাবুকের মতো বিদ্ধ করছিল আমাকে। একটা দীর্ঘ নীরবতা বিরাজ করছিল ঘরের মধ্যে। স্থির চোখে তাকিয়ে ছিলাম গোল্ডস্টেইনের দিকে। আমার শরীরের সমস্ত রক্ত তখন জমে উঠেছিল আমার মুখের ওপর। থমথমে মুখ।

কোন রকমে বললাম, 'সে কি মারা গেছে?

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। সে মৃত।'

'ঈশ্বরের দোহাই!' আমি বললাম, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আমি তাকে দেখেছিলাম!'

'তার মানে ঘণ্টা দুই আগে আপনি তাকে দেখেছিলেন?'

'ঠিক তাই।' আমি তাদের বোঝাবার চেষ্টা করি, 'গর্ডি' খুন হওয়ার পর আপনাদের মতো আমিও ভাবছিলাম, কেন সে খুন হলো? আমি একটা নামী ম্যাগাজিনের সম্পাদনা করি! গর্ডি'র হত্যাটা একটা চাঞ্চল্যকর খবর। আপনার পরামর্শ মতো ব্ল্যাকমেলের নিরিখে আমি ব্যক্তিগতভাবে গর্ডি' হত্যা রহস্যের খোঁজ করতে গিয়ে তার সঙ্গিনী ফ্রেডার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করি। ফ্রেডা আমাকে

প্রস্তাব দেয়, তাকে পনেরোশো ডলার দিলে সে আমাকে একটা ফিল্ম দেবে, যে ফিল্ম-এ ওয়েলকাম স্টোর থেকে চুরি করেছে এমন কয়েকজন মহিলা চোরের ছবি দেখা যাবে। আমি তার দাবী মতো পনেরোশো ডলার দিই, সে তখন বললো, গর্ডি'র ডেস্কের ড্রয়ারে সেই ফিল্মটা আছে। আমাদের এই সাক্ষাৎকারের সময়টা ছিলো ন'টা পনেরোয়। ভেবেছিলাম, কাল সকালে এ-খবরটা আপনাকে দেবো। আমি স্থির নিশ্চিত, গর্ডি'র ডেস্ক পরীক্ষা করে দেখলে সেই ফিল্মটা অবশ্যই পেতে পারেন।'

আমাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে বললো, 'আপনি তাকে পনেরশো ডলার দিয়েছিলেন ঐ খবরটার জন্যে ধন্যবাদ! নগদে তো?'

'হ্যাঁ। টাকাটা সে তার হাত ব্যাগে পুরে নেয়। সঙ্গে একটা প্যান-অ্যাম ওভার নাইট ব্যাগও ছিলো।'

'কিন্তু তাকে যখন মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, তার সঙ্গে না ছিলো কোন হাত-ব্যাগ…না ওভারনাইট ব্যাগ।'

'লেফটেন্যান্ট, ফিল্মটা খুঁজে পেলে, আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

'তা ঠিক।' সে তার নাকে হাত ঘষে উঠে দাঁড়ালো। 'মিঃ ম্যানসন, আপনি যদি আমকে সব খুলে বলেন, তদন্তের কাজে সুবিধে হয়। আচ্ছা বলুন তো, গর্ডি কি আপনাকে ব্ল্যাকমেল করছিল?'

'লেফটেন্যান্ট, আমি বলি কি ফিল্মটা পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আর সে যদি আমাকে ব্ল্যাকমেলই করে থাকে, আমি একা নই।'

'আমার সঙ্গে আবার আপনার দেখা হবে মিঃ ম্যানসন', এই বলে চলে যায় সে।

এলিভেটার নেমে যাওয়ার শব্দটা মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর চেয়ারের ওপর ধপাস করে বসে নিজেকে কেমন যেন অসহায় বলে মনে হলো। ভাবতে বসলাম গোল্ডস্টেইনের কথগুলো। তার দৃঢ় বিশ্বাস আমার পিস্তল দিয়ে গর্ডি এবং ফ্রেডাকে হত্যা করা হয়েছে। ধরে নিলাম আমার পিস্তলের গুলিতে গর্ডি নিহত হয়। কিন্তু ফ্রেডাকে কি করে আমার পিস্তল দিয়ে গুলিবিদ্ধ করা হয়? জিন বলেছিলো, পিস্তলটা সে এমন এক জায়গায় ফেলে দিয়েছিলো, সেটা আর খুঁজে পাবার নয়; সেটা হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে যাই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, কেউ আমার জীবনের নিশ্চিত শান্তি ভঙ্গ করতে চাইছে। ধরা যাক, কেউ একজন জিনকে অনুসরণ করে থাকবে সে যখন আমার পিস্তলটা ফেলে আসতে যায়। আর সেখান থেকে সে চলে আসার পর সেই লোকটা সংগ্রহ করে থাকবে আমার পিস্তলটা। এটাই এর একমাত্র ব্যাখ্যা। আর সেই আততায়ীই দ্বিতীয় ফিল্মটা পাওয়ার জন্যে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। স্বভাবতই সে নারীই হোক কিংবা পুরুষই হোক, ফ্রেডাকে হাত-ব্যাগ ও প্যান-অ্যাম ব্যাগ নিয়ে পথ

চলতে দেখে সে তখন দারুণ বেপরোয়া হয়ে উঠে থাকবে ; গর্ডি'র মতো তাকেও নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে হত্যা করে থাকবে আমারই পিস্তল ব্যবহার করে।

শীতল ঘামের স্রোত বয়ে গেলো আমার মুখের ওপর দিয়ে। কে বলতে পারে, এই আততায়ীই আমার ঘর থেকে ফিল্ম-এর রীল ও টেপটা চুরি করেনি ? কিন্তু কে, কে সেই আততায়ী ? আমার সন্দেহ ঘনীভূত হলো ক্রীডেনের ওপর। দুর্ঘটনার দিন তাকে আমার ও গর্ডি'র বাড়ির কাছাকাছি ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলাম। কথাটা মনে হতেই তার ফোন নম্বর ডায়াল করলাম রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে।

তার স্ত্রী ম্যাবেল উত্তর দিলো।

'হ্যালো ম্যাবেল, আমি স্টেভ ম্যানসন কথা বলছি। অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত।' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওখানে মার্ক আছে ?'

'কোথায় যেন গেছে মার্ক,' প্রত্যুত্তরে বললো সে, 'যেকোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে সে। ব্যবসা সংক্রান্ত এক ডিনার পার্টি'তে যোগ দিতে গেছে।'

'ঠিক আছে, আমি এটাই জানতে চাইছিলাম। কাল আবার ফোন করবো'খন।'

'স্টেভ, লিণ্ডার জন্যে আমি দুঃখিত।' দশ মিনিট ধরে তার বকর বকর শুনতে হলো। 'ঠিক আছে স্টেভ, আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসো। হাজার হোক একা একা পুরুষরা সব সময়েই আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে।'

বললাম আমিও তাই করবো। রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম। তারপর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম এই ভেবে যে, তাহলে ফ্রেডা খুন হওয়ার সময় ক্রীডেন এই শহরেই ছিলো।

আগামীকাল ফিল্মটা দেখবো। তবে ব্যাঙ্ক থেকে সেটা নিয়ে আসতে গিয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এনির সঙ্গে লগ্নী করার ব্যাপারে আলোচনা করার অজুহাত দেখিয়ে ব্যাঙ্কের সেফ ডিপোজিট ভল্ট থেকে সেটা তুলে আনতে হবে। আমি এখন নিশ্চিত, এ-সবের একমাত্র চাবিকাঠি হলো এই দ্বিতীয় ফিল্মটা। এখন একটা প্রজেক্টার ভাড়া করে ছবিটা দেখতে হবে। ফ্রেডি ডানমোরের একটা ফটোগ্রাফিক স্টুডিও আছে। আমার হয়ে অনেক কাজ সে করেছে। তার কাছে ষোলো মিলিমিটারের প্রোজেক্টার থাকতে পারে। তার প্রোজেক্সান রুমটা দশ মিনিটের জন্যে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করবো। এ-ব্যাপারে ভাবতে গিয়ে গর্ডি ও ফ্রেডার গুলিবিদ্ধ হওয়ার কথা মনে রেখে আমি ঠিক করলাম, ম্যাক্স-এর পিস্তলটা এখনো আমার কাছেই রয়েছে, ওটা সঙ্গে নিতে হবে। কাল আমার দিনটা শুরু হবে বন্দুকের লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে।

একটা বাজতে চলেছে। মাঝ রাতে ফোন করবে বলেছিল সার্জেন্ট বেনার। বাথরুমে গিয়ে স্নান সেরে পায়জামা পরে শয়নকক্ষে গেলাম শুয়ে পড়ার জন্যে। শূন্য বিছানার দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, জিন যদি এ সময়ে পাশে থাকতো রাতটা

মধুময় হয়ে উঠতো আমার। জিনের প্রেমিকের কথা মনে করে ঈর্ষা জাগলো আমার মনে। কে বলতে পারে তাদের জীবনে হতাশা, বিরক্তি আসতে পারে একদিন, আর তখনি জিনকে পাওয়ার সুযোগ এসে যেতে পারে আমার কাছে। সে এমনি এক নারী, যে আমার জীবনে অনেক কিছু। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে তার কথা বার বার ভাবতে গিয়ে আমার বাবার কথা মনে পড়ে গেলো। আমি যখন ছোট ছিলাম, তিনি তখন আমাকে বলেছিলেন, 'দ্যাখো স্টেভ, জীবনে অনেক কিছু ভাববার আছে। জীবনে যদি কিছু ভীষণ ভাবে পেতে চাও, তাহলে তুমি তোমার মনের সেই আকাঙ্খাটাকে আঁকড়ে ধরে রেখো, দেখবে একদিন না একদিন সেটা ঠিকই পাবে।' হ্যাঁ, জিনকে আমি পেতে চাই, একান্ত নিজের করে। বাবার উপদেশের কথা ভেবে, তাকে পাওয়ার আশা আমি ছাড়িনি। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যে বিচিত্র একটা স্বপ্ন দেখলাম। একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে। নারী নয়, পুরুষও নয়, এক নির্বাক অদ্ভুত অশরীরী মূর্তি, সেই ছায়ামূর্তি আমার কাছে যেন এক অশুভ বার্তা বহন করে নিয়ে আসছিল।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। রাত তখন তিনটে বেজে চল্লিশ। এলিভেটারের শব্দ শুনতে পেলাম। বাকী রাতটুকু আমার চোখে আর ঘুম এলো না।

পরের দিনটা একটা অশুভ বার্তা বহন করে নিয়ে এলো আমার কাছে। অফিসে যেতেই জুডি একটা দুঃসংবাদ দিলো, 'মর্নিং মিঃ ম্যানসন। জিন খবর দিয়েছে, অসুস্থ সে।'

'কেন, ও কি আজ অফিসে আসবে না?'

'না মিঃ ম্যানসন। ও এখন বিছানায়। গত রাত্রে কিছু একটা খেয়েছিল ও, আর তাতেই বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

চমকে উঠলাম। জিন না আসতে কাজের চাপ বাড়বে। দিনের ডাক খোলা, চিঠি ডিক্টেসন দেওয়া ইত্যাদি—তার মানে সন্ধ্যা ছ'টার আগে অফিস থেকে বেরুনো যাবে না। জুডি আমার লাঞ্চের জন্যে স্যাণ্ডউইচের ব্যবস্থা করলো। আমি তাকে আমার ফোনের লাইন সরাসরি করে দিয়ে তাকে লাঞ্চে চলে যেতে বললাম।

সে চলে যাওয়ার দশ মিনিট পরেই ব্রেনারের ফোন এলো। 'শোনো ম্যানসন,' বললো সে, 'দুজন পুলিশ তোমার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। ওদের দুজনকে

খাটো করে দেখো না ওরা ওদের কাজের গুরুত্ব বেশ ভালো করেই জানে। তাই বলছি, তুমিও ওদের ওপর কড়া নজর রেখো।'

'ওদের চেহারা আর পরণের পোশাক এবং গাড়ির বিবরণ দাও।'

'গাঢ় নীল রঙের মাস্টাং এক্স, পি, ৫৫০০১,' বললো ব্রেনার। 'টেলর লম্বা রোগাটে, পরণে স্পোর্টস শার্ট। ও'হারা বেঁটে অত্যন্ত রোগাটে, লাল চুল, পরণে কালো পোশাক, মাথায় গাঢ় নীল রঙের টুপি। ওরা পেশাদার, আমার তো মনে হয় না তুমি ওদের ঠিক সনাক্ত করতে পারবে।'

ব্রেনার আরো বললো, 'ওরা গোল্ডস্টেইনের বিশ্বস্ত লোক। তোমার এ্যাপার্ট-মেণ্টের ফোন ট্যাপ করা হবে কাল থেকে।'

আমার চোয়াল কঠিন হলো। আমার বিরুদ্ধে কোন কেস সে এখনো চালু করতে পারেনি, পেরেছে কি?' আমি বললাম বটে, তবে আমার হাত অসম্ভব কাঁপছিল।

'এখনো করেনি বটে তবে সময় হলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার ওপরে। যাইহোক, ফিল্মটার ওপর নজর রেখো। কাল এই সময়ে আমি তোমাকে ফোন করবো আবার।'

আমি ফোন রেখে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, ব্যস্ত রাস্তার দিকে তাকালাম। পাঁচ মিনিট সময় লাগলো টেলরকে সনাক্ত করতে। ফায়ার হাইড্রেণ্টের সামনে খবরের কাগজ পড়ছিল সে। কিন্তু ও'হারাকে দেখতে পেলাম না।

দুটো পনেরোয় ফোন করলাম জিনের এ্যাপার্টমেণ্টে। দূরভাষে তার কণ্ঠস্বর ভেসে এলে আমি তাকে বললাম, 'এর জন্যে আমি দুঃখিত জিন। এখন কি রকম আছো?'

'সেরে উঠছি। যতদিন বাঁচি শামুক আর আমি খেতে পারবো না। তা তোমার কাজকর্ম কি রকম চলছে?'

আমি তাকে জানালাম জুডি সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে! 'আমার যাওয়ার দরকার আছে বলে কি তুমি মনে করো?' আমি তাকে বললাম, 'ছ'টা নাগাদ আমি তোমার কাছে যেতে পারি।'

'ধন্যবাদ তোমার বদান্যতার জন্যে। কিন্তু আমার শরীরের যা অবস্থা তাতে কারোর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবেনা।'

তার কথা শুনে বিরক্ত বোধ করলাম।

'সেটা আমি অনুমান করতে পারি,' একটু থেমে আমি আবার বললাম, 'আচ্ছা জিন, তোমার মনে পড়ে, একটা আবর্জনার স্তূপে কিছু একটা ফেলে এসেছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি!'

'কেউ একজন নিশ্চয়ই তোমাকে অনুসরণ করে ছিল আর সেটা তার চোখে পড়ে গিয়ে থাকবে।'

তার ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ ভেসে আসে দূরভাসে। 'এখন ওসব কথা নয়। এই লাইনটা সরাসরি সুইচবোর্ডের সঙ্গে যোগ করা আছে। কাল তোমার সঙ্গে দেখা করবো,' বলেই ফোনটা নামিয়ে রাখে সে।

কাজ শেষ করার আগে সাতটার সময় ফ্রেডি ডানমোরকে ফোন করলাম তার ফটোগ্রাফি স্টুডিওতে।

'কি খবর স্টেভ? আমার স্ত্রী একটা পার্টি দিচ্ছে, তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরুতে হবে। বলো, কি মনে করে এ অধমকে ফোন করলে?'

'আমি তোমার ষোলো মিলিমিটারের প্রজেক্টারটা ব্যবহার করতে চাই। আর সেই সঙ্গে তোমার স্টুডিওর একটা ঘরও চাই একটা ছবি দেখার জন্যে। আর আজ রাতেই।'

'আজ রাতেই।'

'হ্যাঁ।' তোমার স্টুডিওর চাবিটা কোথাও রেখে যেতে পারো না?' আমার যেতে একটু দেরী হতে পারে। ছবি দেখার পর চাবিটা ফেরত দিয়ে আসবো। ব্যবস্থাটা কি রকম বলে মনে হয় ফ্রেডি?'

আমাদের ম্যাগাজিনের অনেক কাজ দেওয়া হয় তাকে। আমি জানতাম, সেই সুবাদে সে আমার যে কোন প্রস্তাবে রাজী হয়ে যেতে বাধ্য। এবং হলোও তাই। একটু ভেবে সে বললো, 'ঠিক আছে। তাই হবে। তবে ঈশ্বরের দোহাই স্টেভ, স্টুডিওর কাজ শেষ করে চাবি দিতে ভুলো না যেন, কারণ অনেক দামী যন্ত্রপাতি রয়েছে। সেগুলো আমি হারাতে চাই না।'

'বেশ তাই করবো। কিন্তু চাবিটা পাবো কোথায়?'

'স্টুডিওর প্রবেশ পথের দরজার ওপরের ছোট্ট একটা তাকে।'

এখন আমাকে সেই দুজন পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে এগুতে হবে। ব্রেনারের সতর্ক বাণীর কথাটা মনে পড়ে গেলো। গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার মিনিট তিনেক পরেই ট্রাফিকে সেটা আটকে গেলো। আর তখনি লক্ষ্য করলাম আমার গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা আরো দুটো গাড়ির পিছনে নীল রঙের মাস্টাং গাড়ি। গোল্ডস্টেইন যে ভাবে ফাঁদ পেতেছে, তার চোখে ধুলো দিয়ে আমি কি পারবো আমার কাজ হাসিল করতে?

এক সময় ইম্পিরিয়াল হোটেলে গিয়ে পেঁছিলাম। টেলর তখনো আমার পিছু নিয়ে চলেছে। হয়তো ও'হারাও আছে কোথাও। পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে এলাম রাস্তায়। সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা প্লাজা মুভি হাউসে। সেখান থেকে আমার ব্যাংক খুব কাছেই ছিলো।

• ব্যাঙ্কের রিসেপসন ডেস্কের ক্লার্ক হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালো আমাকে। জিজ্ঞেস করলাম, 'নীচে নেমে যেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। সেখানে চার্লি আছে। সে আপনাকে সাহায্য করবে।'

ভল্টে ঢুকতে যাবো, রিসেপসন ক্লার্ক, বলে উঠল 'ওঃ, মিঃ ম্যানসন' আমি প্রায় ভুলে যাচ্ছিলাম। আপনার জন্যে একটা টেলিফোন ম্যাসেজ আছে।' একটা চিরকুট হাতে তুলে দিয়ে সে আরো বললো, 'আধ ঘণ্টা আগে এসেছে।'

সেই চিরকুটে লেখা ছিলো ঃ……জরুরী ডাক। ফোন করো ওয়েস্টান' ০০৭৯৮। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম। দূরভাষে রেনারের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে 'ম্যানসন? শোনো! আজ সন্ধ্যায় গোল্ডস্টেইনের কাছে টেলরের রিপোর্ট হলো, ওয়েবারের দুজন লোক তোমার পিছু নিয়েছে। কেন তারা পিছু নিলো এ-ব্যাপারে তোমার কি ধারণা?'

খবরটা আমাকে দারুণভাবে মর্মাহত করলো। অনেকক্ষণ পরে তার দ্বিতীয় বারের প্রশ্নের উত্তরে বললাম, আমার কোন ধারণাই নেই।'

'তাহলে এখন থেকে চারজন লোকের দিকে নজর রাখতে হবে তোমাকে। খুব সাবধান।'

'তাদের চেহারার বিবরণ দিতে পারো আমাকে?'

'নিশ্চয়ই। ওয়েবারের সঙ্গে তারা হাত মেলাবার আগে আমি তাদের সঙ্গে কাজ করেছি। মেয়ারের চেহারা বেশ বড় মাপের, বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ, এক সময় একজন আসামীকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে বাঁ দিকের চিবুকে আঘাত পায় সে, তার দাগ আছে সেখানে। ফ্রীম্যানের চেহারাও বেশ বলিষ্ঠ, পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। গা ড়র ধাক্কা লাগার ফলে সে এখন একটু খুঁড়িয়ে চলে।'

এ-দুজন লোক কি আমাকে ব্যাঙ্ক পর্যন্ত অনুসরণ করেছে? কেনই বা তারা আমার পিছু নিয়েছে…তবে কি সেই ফিল্মটার জন্যে? ভীষণ ভয় পেলাম। গা দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে। আমি এখন নিশ্চিত, টেলর ও ও'হারার দৃষ্টি এড়াতে পারলেও ওয়েবারের দুজন লোককে বিশ্বাস নেই, জানি না তারা এখন আমার কাছাকাছি আছে কিনা। সে যাইহোক, ফিল্মটা হাতে নিয়ে রাস্তায় যাওয়াটা ঠিক হবে না বলে মনে হলো আমার। কিন্তু এখন করবো কি? কয়েক মিনিট পরেই মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে এসে ভল্টে নেমে গেলাম।

'আপনার খুব দেরী হয়ে গেছে মিঃ ম্যানসন।' বললো চার্লি।

'হ্যাঁ জানি। তবে আমার সেফটা খুলতে চাই।' তারপর চার্লির সাহায্যে সেফ থেকে ফিল্মের কার্টুনটা বার করলাম। চার্লির উদ্দেশে বললাম, 'চার্লি… তোমার কাছে একটা বড় খাম আছে এটা আমি খামে পুরে নিয়ে যেতে চাই''

কার্টুনটা দেখালাম তাকে।

'নিশ্চয়ই···এখানেই আছে!' খামটা সে এগিয়ে দিতেই সেটা তার হাত থেকে নিয়ে কার্টুন থেকে ফিল্মের ক্যাসেটটা বার করে খামের মধ্যে পুরে সীলমোহর লাগিয়ে দিলাম। চার্লির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম পঞ্চাশ ডলার উপার্জন করবে?'

বড় বড় চোখ করে তাকালো সে, 'মিঃ ম্যানসন, আপনি আমাকে কাজটা করার সুযোগ দিয়েই দেখুন না!'

খামের ওপর ম্যাক্স বেরীর নাম ও ঠিকানা লিখে সেটা তার হাতে তুলে দিয়ে বললাম, 'আজ রাত্রে তুমি নিজে এটা এই ঠিকানায় পেঁাছে দিতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই পারবো, তবে ঘণ্টা দুই পরে, আমার ছুটি হলে তারপর···'

'ঠিক আছে তাই করবে।' তার হাতে পঞ্চাশ ডলারের বিল তুলে দিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা ভারী সীসার টুকরো তুলে নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করি, 'এটা আমি নিতে পারি?'

'নিশ্চয়ই, মিঃ ম্যানসন।'

'খালি কার্টুনের ভেতরে সীসার টুকরোটা চালান করে দিলাম সেটার ওজন বাড়ানোর জন্যে। তারপর সেটা আমার ব্রীফকেসের ভেতরে পুরে নিয়ে তাকে বললাম, 'ঠিক আছে চার্লি···আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।'

টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করলাম ম্যাক্সকে। 'ম্যাক্স, আমি স্টেভ কথা বলছি। আমার ব্যাঙ্কের এক কর্মচারী একটা খাম নিয়ে আসছে তোমাকে দেওয়ার জন্যে। খামের ভেতরের জিনিষটা একটা ডিনামাইট বলে ধরে নিতে পারো। এর জন্যে দু'জন লোক খুন হয়ে গেছে। আর ওয়ালী প্রস্তুত! এটা এমন একটা জায়গায় লুকিয়ে রেখো, কেউ যাতে সেটার সন্ধান না পায়।

'ও কে, স্টেভ।

তারপরই ছুট দিলাম রাস্তায়। ট্যাক্সির খোঁজ করছি, এমন সময় অনুভব করলাম আমার ঘাড়ের ওপর কার যেন তপ্ত নিঃশ্বাসের স্পর্শ। পিছন ফিরে লোকটাকে দেখতে যাওয়ার আগেই হাতে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি পেলাম, পরমুহূর্তে ব্রীফকেসটা আমার হাতছাড়া হয়ে গেলো। সেই সঙ্গে ঘাড়ে প্রচণ্ড একটা আঘাত। আঘাতটা সামলে ওঠার আগেই গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ ভেসে এলো আমার কানে।

□ নয় □

ইম্পিরিয়াল হোটেলে ফিরে এসে ঘাড়ের ও হাতের যন্ত্রণা যতটা সম্ভব নিরাময় করার চেষ্টা করলাম। একটু সামলে উঠে ভাবতে বসলাম, ওয়েবারের লোকগুলো যখন জানতে পারবে, তারা আমার কাছ থেকে শূন্য কার্টুন ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তখন তারা নিশ্চয়ই আবার আমার পিছু নেবে। এখন আমার পুলিশের সাহায্য দরকার। আমার মনে হয় টেলর ও ও'হারা যতক্ষণ আমার ওপর নজর রাখবে, ওয়েবারের লোকেরা আমার ওপর হামলা করার ঝুঁকি নেবে না। ঐ তো নীল রঙের মাস্টাং গাড়িটা অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। টেলর স্টিয়ারীং হুইলের সামনে বসেছিলো, কিন্তু ও'হারার কোন পাত্তা নেই।

আমি আমার গাড়ি চালিয়ে আমার এ্যাপার্টমেণ্টে এসে পেঁছলাম। গাড়ির আয়নায় চোখ রাখতে গিয়ে দেখলাম, মাস্টাং আমাকে অনুসরণ করছে। ভূগর্ভের গ্যারাজে গাড়ি রেখে এলিভেটার ব্যবহার করে আমার এ্যাপার্টমেণ্টে উঠতে শুরু করলাম। আমার হাতে উদ্যত পিস্তল। কার্টুনের মধ্যে ফিল্ম নেই, এ-খবর জানি না ওয়েবারের লোকেরা এখনো জানতে পেরেছে কিনা।

এ্যাপার্টমেণ্টে প্রবেশ করে প্রথমেই সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে দেখতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, ওয়েবারের লোকেরা এখনো পেঁছয়নি। একটা প্রশ্ন এখন আমার মনে বার বার উঁকি দিচ্ছিলো, এ-ব্যাপারে কেন ওয়েবার জড়িয়ে পড়লো? ব্রেনার আমাকে সজাগ করে না দিলে তাকে সন্দেহ করার কোন কারনই হতো না? এরপর আমার সন্দেহ জাগলো ক্রীডেনের ওপর। ওয়েবারকে ভাড়া করার মতো তার প্রচুর টাকা আছে। তার স্ত্রী যদি ওয়েলকাম স্টোরের সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহলে ওয়েবারের সাহায্য তার একান্ত প্রয়োজন।

মাক্সকে ফোন করলাম। এখন রাত তিনটে পনেরো। অনেকক্ষণ পরে তার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো দূরভাষে—'কে কথা বলছো?'

'স্টেভ, তুমি ওটা পেয়েছো? হ্যাঁ কিংবা না উত্তর দাও…তার বেশি কিছু নয়।'

'যীশুর দোহাই, পেয়েছি।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে শূন্য বিছানায় ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিলাম।

পরের দিন আমি অফিসে গেলাম, মাস্টাং আমাকে অনুসরণ করে এলো সারাটা পথ ধরে। জুডি হাসিমুখে খবর দিলো, লাঞ্চের পর জিন অফিসে আসবে। মিস শেলীকে প্রয়োজনীয় চিঠি ডিক্টেসন দেওয়ার পর সে যখন জিনের ঘরে গিয়ে ঢুকলো টাইপ করার জন্যে, আমি তখন ফোন করলাম ফ্রেডীকে।

'শোনো ফ্রেডী, কাল রাতে যেতে পারেনি। সেই প্রোজেক্টারটা আমার চাই। পাঠিয়ে দেবে?'

'নিশ্চয়ই স্টেভ্‌।'

'ওটা ভালো করে মুড়ে পাঠিও। আমি চাই না, এখানে কেউ জানুক, ওটা একটা প্রোজেক্টার।'

'জেমস বণ্ড-এর কায়দায়···হা-হা-হা,' হাসলো সে।

এরপর ফোন করলাম ম্যাক্স বেরীকে। 'ম্যাক্স, সেই খামটা এখুনি নিয়ে এসো। তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি, ওটা একটা ডিনামাইট। তাই তোমার জ্যাকেটের পকেটে করে নিয়ে এসো।'

'ও, কে, স্টেভ, এখুনি রওনা হচ্ছি।'

যথারীতি অফিসে ঢুকে চটপট কাজ শেষ করে নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছি, এমন সময় জিনের ফোন এলো।

'এখন তোমার কেমন মনে হচ্ছে জিন?'

ভালোই আছি। জুডিকে বলেছিলাম তোমাকে বলতে, লাঞ্চের পর অফিসে যাচ্ছি। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে না উঠলেও এ-যাত্রায় বেঁচে গেলাম।

'সত্যি শরীর ভালো না থাকলে আজ আর এসো না।'

'আমি অবশ্যই যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, এসো তাহলে। একদিনের জন্যে তোমাকে হারালাম।'

'ধন্যবাদ। আমি এখুনি যাচ্ছি,' লাইনটা কেটে যায়। তখন আমার বাবার কথা মনে পড়ে গেলো। তিনি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন—লেগে থাকো, দেখবে তোমার এই পরিশ্রমের ফলস্বরূপ যথাযথ পুরস্কার ঠিক পেয়ে যাবে।'

জিন আসছে। খুব একটা উৎসাহ পেলাম না, তবে আমি ওকে ভালোবাসি, ওকে আমার একান্ত প্রয়োজন জুডির ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। মিঃ ম্যানসন আপনার একটা পার্সেল এসেছে। ওটা আপনার কাছে নিয়ে আসবো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

ভালো করে মুড়ে প্রজেক্টারটা পাঠিয়েছে ফ্রেডী। পার্সেলের সঙ্গে একটা নোটও পাঠিয়েছে সে—কি করে প্রোজেক্টার চালু করতে হয়, নির্দেশ ছিলো সেই নোটে। একটু পরেই ম্যাক্স বেরী এলো সেই খামটা হাতে নিয়ে।

খামটা আমার হাতে তুলে দিতে গিয়ে ম্যাক্স বললো, 'তুমি বলেছিলে, এর মধ্যে

ডিনামাইট আছে। কি ব্যাপার বলো তো?'

'কোন মন্তব্য নয়', মৃদু হেসে তাকে বললাম, 'এটা এনে দেওয়ার জন্যে তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ ম্যাক্স। এখন বলো, লিন্সকি বিল্ডিং সংক্রান্ত ফিচারের কতদূর?'

'আগামীকাল লেখাটা শেষ করে ফেলবো বলে আশা করছি।' আমার খামটার দিকে জিজ্ঞেসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়, 'চললাম, তোমার যা তাড়া লেখাটা কালই শেষ করতে হবে দেখছি।' চলে যেতে গিয়ে তার চোখে কেমন যেন একটা সন্দেহের ভাব জেগে উঠতে দেখলাম।

বারোটা কুড়ি, হাত ঘড়ির দিকে তাকালাম। টিফিনের সময় হয়ে এসেছে। জুডি লাঞ্চে গেলেই আমি ফিল্মটা দেখবো। ডেস্কের ড্রয়ারে যে ফিল্মটা রয়েছে, ফ্রেডা যদি না আমাকে একটা জাল ফিল্ম বিক্রী করে থাকে, তাহলে—সেটার কথা চিন্তা করতে গিয়ে বুকটা আমার ধুক ধুক করে উঠলো। কে জানে, সেই ফিল্ম-এর দৃশ্যটা কি রকম ভয়াবহ হবে! সেই ফিল্ম-এ কার মুখ দেখতে পাবো? সে মুখ কি এতোই দামী যে সেটা দশ লক্ষ ডলারের সমতুল্য হতে পারে? ফ্রেডা তো সেই রকমই একটা আভাষ দিয়েছিল।

টিফিনের ঠিক আগে ডেস্কের ড্রয়ার থেকে ফিল্ম-এর ক্যাসেটটা বার করে প্রোজেক্টারে লাগালাম। আমার হাত কাঁপছিল, হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছিল টগবগে ঘোড়ার মত প্রোজেক্টার চালু করে দিলাম।

তখনি ফোনটা বেজে উঠলো, চ্যান্ডলারের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো কানে। 'স্টেভ, আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে তুমি। লিন্সকির ব্যাপারে আরো কিছু মারাত্মক তথ্য পেয়েছি, সে নিয়ে আলোচনা করতে চাই তোমার সঙ্গে।'

'জিন দেরীতে অফিসে আসবে' জুডি লাঞ্চে চলে গেছে, হাতে আমার অনেক কাজ এখন। সময় হবে না। আমি দুঃখিত।' ফোনটা নামিয়ে রেখে আবার চালু করে দিলাম প্রোজেক্টার।

ছবি ফুটে উঠলো পর্দায়। সুন্দর দৃশ্য এক এক করে ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে। স্থান—ওয়েলকাম সেলফ্ সার্ভিস সেন্টার। সময়—সকাল নটা বেজে তিন। সবে খুলেছিল স্টোর। ফাঁকা, তখনো কোন খদ্দেরের সমাগম হয়নি সেখানে। ফাঁকা বলেই আরো স্পষ্ট হলো ধীরে ধীরে একজন যুবতীর এগিয়ে আসার দৃশ্যটা। সন্দেহের চোখে চারিদিক তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে সে, কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা। কিন্তু সে তো জানে না স্টোরের গোপন ক্যামেরায় তার প্রতিটি গতিবিধি তখন ধরা পড়ছিল। ক্যামেরার লেন্স তখন হুইস্কি বিভাগের দিকে ঘুরে গেছে। এবং মেয়েটি সেই গোপন ক্যামেরার লেন্সের সামনে ধরা পড়ে গেলো, এবার একেবারে সামনাসামনি। আর তখনি তার মুখটা স্পষ্ট

হয়ে উঠলো আমার চোখের সামনে। নিজের চোখকে আমি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এ কি করে সম্ভব? কিই-বা তার উদ্দেশ্য হতে পারে।

মেয়েটি আর কেউ নয়—জিন।

আমার হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো, নিজের নোখ দিয়ে হাতের তালুতে খোঁচা দিলাম। তার চোখের দৃষ্টি চঞ্চল, তার মুখের ভাব আশানুরূপ। সেই ভাব কদাচিত দেখা যায়, কিন্তু আমি সেটা আগেই দেখেছিলাম, এবং চিনতে অসুবিধা হয় না। সে চাহনি এক প্রেমিকার, প্রেমিকের জন্যে প্রতীক্ষারত।

তারপরের ছবিতে একজন পুরুষকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল ধীরে ধীরে, প্রথমে ছোট আকারের চেহারা, ক্রমশঃ বড় হতে থাকে তার শরীরটা—ক্যামেরার লেন্স যত তার কাছে এগিয়ে যেতে থাকে। দীর্ঘদেহী, ভারিক্কী চেহারা। পরণে সিটি স্যুট ও মাথায় কালো টুপি। কাছে এসেই জিনকে সে তার দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো, মেয়েটি দু'হাত দিয়ে তার প্রেমিক পুরুষটির গলা জড়িয়ে ধরলো। তারা পরস্পর চুম্বনে রত হলো এমন নিবিড়ভাবে, যা একমাত্র প্রেমিক-প্রেমিকাদের কাছেই আশা করা যায়।

দৃশ্যটা সংক্ষিপ্ত হলেও তবু সেই দৃশ্যটা দেখতে গিয়ে অনুভব করলাম, আঘাতটা যেন আমার হৃৎপিণ্ডে তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়ে দেওয়ার মতো। তারপর পিছন ফিরে তাকালো সে, সতর্ক করে দিলো জিনকে, আর তখনি তার মুখটা আমি দেখতে পেলাম।

হেনরী চ্যাণ্ডেলার সে।

টেলিফোন বেজে উঠলো। 'মিঃ ম্যানসন?' চ্যাণ্ডলারের সেক্রেটারীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর চিনতে পারলাম। 'মি চ্যাণ্ডলার অপেক্ষা করছেন।'

'তাঁকে বলে দাও, আমি একটা বিশেষ কাজে আটকে পড়েছি।' ফোনটা নামিয়ে রেখে দিয়ে ফিল্মটা ক্যাসেটের মধ্যে পুরে রাখলাম, প্রোজেক্টারের সুইচ অফ্ করে দিয়ে প্লাগটা খুলে রাখলাম। তারপর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো এগিয়ে গেলাম। প্রোজেক্টারটা আলমারীতে রেখে দিয়ে ক্যাসেটটা আমার পকেটে চালান করে দিলাম। এসব কাজ সম্পন্ন করা মাত্র টেলিফোনটা আবার বেজে উঠলো।

চ্যাণ্ডলারের ফোন, এবং তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো খুব রেগে গেছে সে।

'এসব কি হচ্ছে শুনি? সেই কখন থেকে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

অথচ তুমি আমার লাগু আটকে রেখেছো।'

জিন তাকে ভালবাসে, এই কথাটা মনে পড়তে তার ওপর দারুণ ঘৃণা হলো আমার, তার সঙ্গে খাবো, এমনকি তার দিকে তাকিয়ে দেখার কথা ভাবতেই মনটা বিদ্রোহ করে উঠলো আমার।

'হার্ট' ম্যাক্স-এর বিজ্ঞাপন অফিসার মিঃ কলস্টন-এর সঙ্গে আলোচনা চলছে, তাই আপনার ডাকে সাড়া দিতে পারিনি মিঃ চ্যাণ্ডলার।'

'ঠিক আছে, লিপ্সকির ওপর লেখাটা পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার কাছে। সেটা পড়ে দ্যাখো, রাত্রে আমার এখানে ডিনারে এলে আলোচনা করবো তোমার সঙ্গে।'

'সরি মিঃ চ্যাণ্ডলার, আজ রাতে আমার অনেক কাজ আছে, যেতে পারছি না। তবে লেখাটা পড়ে ফোনে আপনাকে আমার মতামত জানিয়ে দেবো', এই বলে ফোনটা নামিয়ে রাখলাম।

সাদা দেওয়ালের দিকে তাকালাম। একটু আগে ঐ দেওয়ালটাই পর্দার কাজ করেছিলো, যার ওপর জিন ও চ্যাণ্ডলারের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থার একটা রোমান্টিক ছবি ফুটে উঠতে দেখেছিলাম।

তারা যে পরস্পরের প্রেমিক-প্রেমিকা, সেটা এখন ধ্রুব সত্য। আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম, জিনের চোখের তারার প্রেমিকার ব্যাকুল আর্তি।

হেনরী চ্যাণ্ডলার একজন সুপরিচিত নাগরিক, শহরের একটা চার্চের নির্মাতা। এমন একটা ম্যাগাজিনের মালিক সে, যে কাগজ সমাজের দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। ২০ কোটি ডলারের মালিক চ্যাণ্ডলার, যার নাম প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে প্রথম জড়িত হতে চলেছে। সেই চ্যাণ্ডলারকে সেলফ-সার্ভিস ষ্টোরে এক নির্জন জায়গায় তার চতুর্থ সেক্রেটারীকে চুম্বনরত অবস্থায় ওঠা ছবিটার দাম সত্যিই দশ লক্ষ ডলার হওয়া উচিৎ। আর এটা যদি জনসাধারণের সম্পত্তি হয়, তাহলে একেবারে খতম হয়ে যাবে সে, তার নাম মুছে যাবে সমাজ থেকে।

বাস্তব সত্যিই বড় নিষ্ঠুর। বড় করুণ। বড় মর্মান্তিক।

আজ আমার অনেক কথাই মনে পড়ছে চ্যাণ্ডলারকে ঘিরে। আজও আমার কানে বাজছে তার সেই প্রথম দিনের সতর্কবাণীর কথা—'ষ্টেভ মনে রেখো, তুমি থাকবে স্বচ্ছ কাঁচের বয়ামের মধ্যে উজ্জ্বল সোনালী মাছের মতো; জান তো সোনালী মাছেরা কখনো নিজেকে আড়াল করতে পারে না, তার প্রতিটি গতিবিধি চোখে পড়তে বাধ্য। তবে সাবধান থেকো, দেখো কেউ যেন তোমাকে পিছন থেকে আঘাত করতে না পারে। আমার কথাই ধরো না কেন; আমি সবার বন্ধু। ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস আছে। আমার ব্যক্তিগত জীবন কখনো সমালোচিত হতে পারে না। কেউ আমার দিকে আঙুল তুলতে পারবে না, এবং তোমার বিরুদ্ধেও।

ভণ্ড, তুমি কপটাচারী। ব্লাডি, তুমি ভণ্ড, ঠগ। তুমি নিজেকে দ্বিতীয়

ঈশ্বররূপে জাহির করতে চাইছো? মিথ্যেবাদী, শয়তান তুমি! তোমার মুখোশের আড়ালে সত্যিকারের একটা শয়তান লুকিয়ে আছে। কিন্তু আমার চোখে তুমি ধরা পড়ে গেছো, আমি তোমাকে ধ্বংস করতে চাই, তোমার মুখোশ খুলে দিতে চাই। ডানমোরের কাছ থেকে ব্লো-আপ সংগ্রহ করে 'দ্য ভয়েস অফ্ দ্য পিপল'-এ জিন ও চ্যাণ্ডলারের ব্লো আপ ছাপিয়ে দিতে পারি, সেই ছবি, তাকে ধ্বংসের স্তূপে নিক্ষেপ করে দিতে পারে। এমনকি আমি যদি কোন মন্তব্য না লিখি, ছবিটাই তাকে তার উচ্চাসন থেকে টেনে নামিয়ে এনে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে। ভণ্ড নীতি কথায় লুকিয়ে থাকা তোমার জঘন্য ছবিটা আমি সবার সামনে উন্মুক্ত করে দেবো।

জুডি খবর নিয়েছে একটু আগে, আমি মধ্যাহ্নভোজ সেরেছি কিনা। তা না হলে সে আমার জন্যে স্যাণ্ডউইচের ব্যবস্থা করবে। জুডি চলে যাওয়ার পর আমি আবার ভাবতে শুরু করলাম আমার ডেস্কের সামনে বসে। জুডি তার তাজা যৌবন নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো একটা বিশেষ আবেদন নিয়ে, আমি তার চাহনি দেখে বেশ বুঝতে পারি, সে আমাকে ভালোবাসতে চায়। কিন্তু আমি কি চাইতে পারি? না, জিন এখনো আমার সারা মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে, কিছুতেই ওকে আমার মন থেকে সরিয়ে দিতে পারছি না, এমনকি ও-যে চ্যাণ্ডলারকে ভালোবাসে, তার প্রাণ হাতে নাতে পেয়েও তাকে ভুলে যাওয়ার চিন্তা আমি এখনো ভাবতে পারি না কিছুতেই। আমি আবার ভাবতে বসলাম জিনের কথা; যে জিনকে আমি এখনো ভালোবাসি, এক্ষেত্রে সে না হয়ে যদি জুডি হতো, তাহলে তর্কের খাতিরে ঐ ফিল্ম-এ যদি আমি জুডিকে দেখতে পেতাম, আমার মনে এখন যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে, তার ক্ষেত্রেও কি এমনটি হতে পারতো? এ-প্রতিক্রিয়ার একমাত্র কারণ হলো, বিত্তবান ভণ্ড, প্রতারক জিনকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে বলেই চ্যাণ্ডলারের ওপর আমার এতো রাগ, ঘৃণা এবং অবহেলা। জিন ছাড়া অন্য কোন মেয়ে হলে আমি বিস্মিত হতাম, রাগ করতাম, এবং ফিল্মটা নষ্ট করে ফেলতাম।

চেয়ারে বসে কাগজকাটা ছুরি দিয়ে ব্লটিং পেপারে আঁকি বুকি কাটতে কাটতে ভাবলাম, একটি নারী ও একটি পুরুষ একত্রে মিলিত হলে, কি ঘটতে পারে? অবশ্যই তাদের হৃদয় বিনিময় হতে পারে, যার আর এক নাম প্রেম। তাদের যে কোন একজনকে কি দোষ দেওয়া যায়? মাসের পর মাস ধরে জিনের সঙ্গে মেলামেশা করার পর আবার উপলব্ধি হলো, আমি তাকে ভালোবাসি, তাকে আমার চাই। লিণ্ডার সঙ্গে আমার ভলোবাসার সম্পর্ক এখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অথচ চ্যাণ্ডলার এখন এ-ব্যাপারে আমার থেকে এগিয়ে রয়েছে। যখন এই ভালোবাসার সংমিশ্রণ ঘটে নারী ও পুরুষের মধ্যে, আর তুমি যখন কাঁচের বয়ামের মধ্যে সোনালী মাছের

অবস্থায় পড়ে যাও, তখন তোমার করণীয় কি থাকতে পারে? এটা নির্ভর করে, নিজেকে আমি বলি, সেই বিস্ফোরণ কত বড় আকারের? সেটা নিরূপণ করতে হবে প্রথমে। যদি দেখা যায় যে, সেটা হঠাৎই যৌন চাহিদার কারণ, তাহলে সেটা প্রতিরোধ করতে হবে, কিন্তু সেটা যদি সত্যিকারের প্রেম হয়…?

চ্যান্ডলার তার স্ত্রীকে ডিভোর্স করার জন্যে বলতে পারে না। কারণ লুইস যে প্রকৃতির মহিলা, শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে সে। তাছাড়া চ্যান্ডলারের একটা আলাদা সুনাম আছে সমাজে, নামী ও দামী লোকেরা এতো নীচে নামতে পারে না। আর তাই কি জিনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে ওয়েলকাম স্টোর বেছে নিয়েছিল সে? ঈশ্বর জানেন গোপনে জিনকে তার চুমু খাওয়ার অন্য আর কোন নিরাপদ স্থান আছে কিনা।

অতএব এর থেকে দেখা যাচ্ছে, চ্যান্ডলারের খ্যাতি অক্ষুন্ন ও নিষ্কলঙ্ক রাখতে দুজন বাজে লোক খুন হলো। কিন্তু কে, কে সেই হত্যাকারী? কে তাদের খুন করতে পারে বলে মনে হয়! চ্যান্ডলার নিশ্চয়ই নয়। কারণ তার কাছে আছে সীমাহীন অর্থ, সেই অর্থ থেকে সামান্য কিছু খরচ করে অনায়াসে সে বন্দুকবাজকে ভাড়া করতে পারে। চ্যান্ডলারের অনেক নোংরা কাজ সম্পন্ন করেছে বর্গ। অতি সহজেই ভাড়াটে খুনীকে দিয়ে গর্ডি'র বাড়িতে গিয়ে তাকে গুলি করে হত্যা করতে পারতো।

গর্ডি ও ফ্রেডা দুজনকেই আমার পিস্তল দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তাহলেই এই থেকেই বোঝা যায় যে, তাদের কোন ভাড়াটে খুনী দিয়ে হত্যা করা হয়নি, তাহলে কে তাদের খুনী? গর্ডি ছিলো ব্ল্যাকমেমার। কে তাকে খুন করলো, সে নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাইতাম না। কিন্তু আমার যতো মাথা ব্যাথা জিনকে নিয়ে, কারণ চ্যান্ডলারের রক্ষিতা সে। এটাই আমার বড় ব্যাথা দিয়েছে। জিন বলেছিলো, দুপুরে অফিসে আসবে সে। কিন্তু তার মুখোমুখি হতে আমার বিবেকে বাধছিলো, ঘৃণায় এবং অবহেলায়। যদি সে আসে, আমি জানি, অফিসে আমি থাকতে পারবো না তখন। এই সব কথা ভেবেই জুডিকে বললাম, জিনের লাইন দিতে।

'আমি স্টেভ কথা বলছি জিন,' দূরভাষে তাকে বললাম, 'এখানে তোমার কাজ বলতে কিছু নেই, এই অবহেলায় তুমি আর এসো না। বরং কাল পারো তো এসো।'

অনেকক্ষণ পরে উত্তর দিলো জিন, 'ঠিক আছে তাই হবে।'

ফোনটা নামিয়ে রেখে খামটা আমি আমার ট্রের ওপর নিক্ষেপ করলাম। 'দ্য ভয়েস অফ দ্য পিপল' আমার কাছে এতোই ভাঁড়ামো বলে মনে হলো যে, এ ম্যাগাজিনের জন্যে আর কোন আগ্রহ বোধ করতে পারলাম না। তাই এ-কাগজের

সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা উচিৎ নয় আমার। প্যাড টেনে নিয়ে লিখতে বসলাম ঃ

'হেনরী চ্যান্ডলার,

আপনার হয়ে আমি আর কাজ করতে পারবো না। এটা আমার পদত্যাগ পত্র হিসাবে গ্রহণ করবেন, এবং আজ থেকেই। পরবর্তী সংখ্যার জন্যে যথেষ্ট রসদ রয়েছে। আপনার ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয় দপ্তরের লোকেরা কাগজটা বার করতে পারবে বলেই আমার ধারণা।

এক সময় আপনি আমাকে বলেছিলেন, সোনালী মাছের লুকনোর কোন জায়গা নেই। আসলে কাঁচের বয়ামে সোনালী মাছ বলতে কিছু নেই। আপনার সেদিনের কথাগুলো, এখন মনে হচ্ছে, ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছু নয়।

স্টেভ ম্যানসন।

চিঠিটা একটা খামের মধ্যে পুরে তার ওপর 'একান্ত ব্যক্তিগত' কথাটা লিখে সীল মোহর করলাম সেটা। জুডির হাতে খামটা দিয়ে তাকে বললাম, বিশেষ লোক মারফত সেটা যেন চ্যান্ডলারের কাছে পেঁছে দেওয়া হয়। 'আর শোনো, আমি কোন ফোন ধরছি না। এমনকি কারোর সঙ্গে দেখাও করবো না জুডি।' আমি চাই না, আমাকে কেউ বিরক্ত করুক। কেউ এলে, কিংবা কারোর ফোন এলে বলে দিও, আমি অফিস থেকে বেরিয়ে গেছি, কালকের আগে ওখানে আর আসছি না।'

বড় বড় চোখ করে তাকালো সে। 'ঠিক আছে মিঃ ম্যানসন।'

'এ ব্যবস্থাটা মিঃ চ্যান্ডলারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তিনি যদি আমার খোঁজ করেন বলে দিও, আমি নেই, এখনো বাইরে।'

এরপর আমি আমার অফিস ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলাম দরজা।

বাকী কাজগুলো সারতে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো আমাকে। তবু আমার ধারণা, এ ম্যাগাজিন চলতে পারে না বেশিদিন। অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। চলে আসার সময় জুডি জানালো, মিঃ চ্যান্ডলার দু'-দুবার আমাকে ফোন করেছিলো।

'তার জন্যে চিন্তা করো না', আমি তাকে বললাম, 'আমি চললাম। তুমিও এবার উঠে পড়ো। অফিস বন্ধ করে যেও। ও কে বাই...'

অ্যাপার্টমেন্টে ফেরার পথে পরিকল্পনা করে নিতে থাকি। মাঝ রাতে লস এ্যাঞ্জেলস্ যাওয়ার একটা ফ্লাইট আছে। জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিয়ে এয়ারপোর্টে ছুটতে হবে। একবার স্বদেশে ফিরতে পারলে হয়, তখন নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবো। এ শহর আমাকে এখন শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করতে চাইছে।

ড্রাইভিং আয়নায় চোখ পড়তে দেখলাম, নীল রঙের মাস্টাং আমাকে অনুসরণ করছে। পুলিশ আমাকে এয়ারপোর্টে যেতে দেখলে কি প্রতিক্রিয়া হবে তাদের? আবার এও ভাবলাম, তারা আমাকে থামাতে পারবে না, তারা জানতেও পারবে না; সেই ম্যাগাজিনের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই।

গাড়ি গ্যারেজ করে আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টে যেতে গিয়ে মনে হলো টেলর ও ও'হারা অদূরে যেন ওঁৎ পেতে বসে আছে আমার জন্যে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। বসবার ঘরে ঢোকার দরজা খোলা, ভেতরে আলো জ্বলছে, কিন্তু আলো তো জ্বলার কথা নয়। আমার তখনো ম্যক্স-এর পিস্তলটা কাছে ছিল। হাতের ব্রীফ-কেসটা ফেলে দিয়ে পিস্তলটা হাতে তুলে নিলাম। দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম ধীরে ধীরে। ভয় ছিলে ওয়েবারের লোকগুলোকে। কিন্তু তাদের পরিবর্তে ভূতের মতো আবির্ভূত হলো জিন আমার চোখের সামনে। ধীরে ধীরে পিস্তলটা নামিয়ে নিলাম। আমি কি সেই জিনকে দেখছি, যাকে আমি একদিন ভালবাসতে চেয়েছিলাম, যেদিন আমি লিন্ডার চোখের পরিচয় পেয়ে তাকে প্রথম ঘৃণা করতে শুরু করি। তার দিকে আমি যতোই তাকাই ততই বিস্মিত হই। তার চোখে ভয়ংকর এক জিঘাংসা, আগুন ঝরে পড়ছে দুচোখ দিয়ে তার, সেই আগুনে সে আমাকে পুড়িয়ে মারতে চাইছে।

আমি এবার আমার ঘরের চারদিকে তাকালাম। ভীষণ অগোছালো। মনে হলো কেউ যেন কোন কিছুর জন্যে আমার ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে।

জিন তখনো দেওয়ালে পিঠ দিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে ছিলো আমার দিকে। তার চোখ থেকে মুঠো মুঠো আগুন ঝরে পড়ছিলো।

'ওটা কোথায়?''

তার ভয়ংকর মূর্তি দেখে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসার উপক্রম হলো।

'গর্ডিকে হত্যা করার সময় তোমাকে কি এমনি ভয়ংকর দেখাচ্ছিল?' আমি তাকে বললাম, 'তাকেও কি তুমি এই একই প্রশ্ন করেছিলে…ওটা কোথায়? ঐ গর্দভ মাতাল মেয়েটিকে খুন করার সময়ও কি এমনি ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করেছিলে তুমি?'

সে তার হাতটা তুলতেই আমি দেখতে পেলাম তার হাতে আমার সেই পিস্তলটা।

'বলো, ওটা কোথায়, তা না হলে আমি তোমাকে খুন করবো। কোথায়

সেটা ?'

আমার পিস্তলটার দিকে তাকালাম আবার···জঞ্জালে পিস্তল ফেলে দেওয়ার কাহিনীটা তাহলে মিথ্যে ? আমার পিস্তলটা রেখে দিয়েছিলো সে ফ্রেডাকে হত্যা করার জন্যে - এখন সে আমার পিস্তল দিয়েই আমাকে খুন করতে উদ্যত। তার মুখের ভাব দেখে আমি এখন নিশ্চিত জেনে গেছি, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে সে। তার তরফ থেকে এখন আমার আর ভয়ের কোন আশঙ্কা নেই। নিজের বোকামোর কথা ভেবে নিজেই নিজেকে দোষারোপ করে উঠি। ছিঃ ছিঃ, এই মেয়েটিকে ঘিরে আমি কি করে স্বপ্ন দেখেছিলাম যে বৃদ্ধ চ্যাণ্ডলারের মোহ কাটিয়ে উঠে একদিন সে ঠিকই আমার কাছে ফিরে আসবে। সেই স্বপ্ন এখন আমার ভেঙে গেছে।

ফিল্মের ক্যাসেটটা পকেট থেকে বার করে তার দিকে এগিয়ে দিলাম ? 'এই যে এখানে সেটা জিন,' আমি তাকে বললাম, 'আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারলে না কেন জিন ? জানো, ফ্রেডা হাওয়ার্ড এটা আমাকে পনেরশো ডলারের বিনিময়ে বিক্রী করে দেয়। নাও এটা।'

পিস্তলটা তার হাত থেকে পড়ে গেলো। আমার কাছে এগিয়ে এসে ক্যাসেটটা ছিনিয়ে নিলো সে আমার হাত থেকে। সেটা তার মুখে ঘষতে ঘষতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো মেঝের ওপর এবং ছোট জন্তুর মতো গোঙাতে শুরু করলো।

একটা পুরনো চেয়ারে বসে আমি তার সেই অসহায় ভাবটা প্রত্যক্ষ করতে থাকি। একটু একটু করে কেমন যেন ভেঙে পড়লো সে। তার এই পরিবর্তনের মানে আমি বেশ বুঝতে পারি। তার এ-ভাবখানা একজন পুরুষের প্রতি গভীর ভাবে ভালোবাসার প্রতিক্রিয়া। চ্যাণ্ডলার যদি এ-সময় এখানে থাকতো, তাহলে সে নিজের চোখে তার প্রেমিকার এই আকুতি প্রত্যক্ষ করতে পারতো। শেষ পর্যন্ত গোঙানি বন্ধ করে স্বাভাবিক হয়ে উঠলো সে। আমি তখন উঠে গিয়ে লিণ্ডার ক্যাবিনেট থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল বার করে গ্লাসে ঢাললাম। তারপর ব্র্যাণ্ডির গ্লাসটা তার হাতে তুলে দিলাম। প্রথমে আপত্তি করলেও পরে সেটা নিয়ে গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে, 'এটা সত্যিই সেই ফিল্মটা ?'

'হ্যাঁ। তোমার আর চ্যাণ্ডলারের ছবি। আমি এ-শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তুমি যদি এখন থেকে চলে যাও, তাহলে আমি আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে পারি।'

কুশানের ওপর জিন তার ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বললো, 'আমি তাকে ভালোবাসি। সে একজন নিখুঁত লোক। তার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। তার জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি। তার জন্যে আমি সব কিছু করেছিও।' আমার চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে সে

আরো বললো, 'তুমি হয়তো জানো না, সত্যিকারের ভালোবাসা কাকে বলে? খুব অল্প লোকই সেটা জানে। যাকে তুমি ভালোবাসো, তার জন্যে তুমি সবরকম ত্যাগ স্বীকার করতে পারো।' দু'হাত দিয়ে সে তার মুখ চেপে ধরলো। তার সঙ্গে দেখা হলেই ভেতরে ভেতরে ভীষণ কামনা করতাম তাকে। আমাকে ভালোবাসতে দীর্ঘ সময় লেগেছিলো তার, চমৎকার লোক সে। একদিন আমরা উপলব্ধি করি, আমরা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসি। কিন্তু আমাদের এই গোপন প্রেম বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ুক, তা আমরা কেউই চাইতাম না। তাহলে আমরা কোথায় প্রেম করবো? আমরা জানতাম, অসংখ্য চোখ পড়ে আছে আমাদের ওপর। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে আমরা প্রেম করার জন্যে কোথায় তাহলে মিলিত হবো? সিনেমা হলে? চলন্ত ট্যাক্সির মধ্যে, না তাতে বিপদ আছে অনেক, চালক জানতে পারলে ব্ল্যাকমেল করতে পারে। তাহলে ছোট খাটো কোনো বারে? না, সেখানেও ভয় থেকে যায়, বারম্যানের চোখে ধরা পড়ে যেতে পারি আমরা। তারপর আমরা ঠিক করি ওয়েলকাম স্টোরে দেখা করবো রোজ সকালে।' এবার গলার স্বর খাদে নেমে আসে, 'আমরা ভেবেছিলাম, খুব সকালে সেখানে গিয়ে আমরা প্রেম করে বুঝি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছি, কেউ আমাদের দেখতে পায়নি। কিন্তু তা হলো কই শেষ পর্যন্ত! আমরা জানতাম না, সেখানে গোপন ক্যামেরা লাগানো ছিলো।' সে তার কাঁধ ঝাঁকালো অসহায়ভাবে। 'কেবল তার উষ্ণ ঠোঁট স্পর্শ করার জন্যে, তার হাতের স্পর্শ অনুভব করার জন্যে আমি সেখানে যেতাম, ব্যস, এর বেশী কিছু নয়।'

তার অসুস্থ মনের প্রলাপ শুনে একসময় আমি বলে উঠলাম, দয়া করে তুমি থামবে? আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, ফিলমটা তুমি পেয়ে গেছো। তুমি এখন এখান থেকে কেটে পড়ো।'

'আমি স্বীকারোক্তি দিতে চাই। তার চোখের দৃষ্টি ঝলসে উঠলো আবার। "আমাকে এখন অনেক কিছুই সহ্য করতে হবে, স্বীকারোক্তি দিয়ে আমি আবার আমার দোষ-ত্রুটি লাঘব করতে চাই। হ্যাঁ, সেই ওয়েলকাম স্টোরের কথা বলি! কথামতো আমরা সেখানে রোজ সকালে গিয়ে মিলিত হতাম। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম। ব্যস, এটাই ছিলো তার কাছ থেকে আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। এরই নাম দিয়েছি আমি, সত্যিকারে প্রেম, ভালোবাসা। গর্ডি আমাদের সেই গোপন অফিসারের ব্যাপারটা জেনে ফেলে। সেখানকার গোপন ক্যামেরায় আমাদের সেই প্রাতঃকালীন অভিসারের দৃশ্য ধরা পড়তেই আরো মরীয়া হয়ে ওঠে সে। তারপর থেকে সে আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে থাকে।

'মিঃ চ্যান্ডলারের কাছে যাওয়ার মতো সাহস তার ছিলো না, তাই সে আসতো আমার কাছে ব্ল্যাকমেল করার জন্যে। তারপর তোমার মনে আছে, সেদিন আমি

কতকগুলো মহিলার নাম দিয়েছিলাম। মিথ্যে করে বলেছিলাম এসব নাম আমি পাই ওয়ালীর কাছ থেকে। আসলে ওয়ালী এ-সবের কিছুই জানতো না। সপ্তাহে মাত্র একটি দিন আমি অনুভব করতাম যৌবনের স্বাদ, প্রথম প্রেমের পদধ্বনি শুনতে পেতাম চ্যান্ডলারের সংস্পর্শে এসে। ওয়ালীর ওপর আক্রমণের সঙ্গে গর্ডি'র কোন সম্পর্ক ছিলো না আসল ঘটনা থেকে তোমার দৃষ্টি এড়ানোর জন্যে ভাড়াটে লোক দিয়ে তাকে প্রহার করানো হয়। এ-ব্যাপারে ওয়েবারের সাহায্য নিতে হয় আমাদের। তাছাড়া আমাদের প্রেমের ব্যাপারটা সে জানতো। ওয়েবারই গর্ডি'র ফাইলটা নষ্ট করে ফেলে যাতে করে সেটা তোমার হাতে গিয়ে না পড়ে। সেই ফাইলে গর্ডি'র গত দশ বছর ধরে ব্ল্যাকমেল করার ঘটনার কথা উল্লেখ ছিলো, যে খবরটা তুমি আশা করেছিলে। আমার ভয় ছিলো, এ-খবরটা পেলে তুমি নিশ্চয়ই গর্ডি'র কাছে আমাদের গোপন প্রেমের কথা জানতে চাইবে।

'কিন্তু গর্ডি'র সঙ্গে তোমার শেষ সাক্ষাৎকারের আগেই আমি তোমার পিস্তল চুরি করে তাকে গুলি করে হত্যা করি। গর্ডি'কে খুন করার জন্যে আমার একটা পিস্তলের খুব প্রয়োজন ছিলো। অফিস থেকে জানতে পারি, তুমি একটা পিস্তল পেয়েছো। আমি তোমাকে অনুসরণ করে তোমার বাড়িতে যাই। দরজায় তালা ছিলো না, তাই অনায়াসেই তোমার পিস্তলটা হাতে পেয়ে গেলাম। তুমি যখন লিন্ডার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ব্যস্ত আমি তখন তোমার পিস্তল হাতে নিয়ে গর্ডি'র সঙ্গে বোঝাপড়া করতে মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম। তাকে আমি ভয় দেখাতেই একটা কদর্য হাসি হেসে উঠে একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করে সে। সহ্য করতে না পেরে আমি তাকে গুলি করতে বাধ্য হই। গুলি করার আগে আমার মনে হয়েছিলো, আমাকে পুলিশ সন্দেহ করলে আমার প্রেমিক চ্যান্ডলার বিপদে পড়তে পারে। তাই নিজের সাফাই পাওয়ার জন্যে আমি তোমাকে খুনী সাব্যস্ত করতে চাইলাম তোমার পিস্তল ব্যবহার করে। আজ আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, তোমাকে আমি কখনোই ভালোবাসিনি, তুমিই বরং বোকার মতো ভাবতে আমাকে তোমার প্রেমে কি করে সাড়া জাগানো যায়। সে সময় তুমি আমাকে ভালোবাসার কথা ভাবছিলে, সেই সময় আমি তোমার অন্ধ ভালোবাসার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তোমার পিস্তলের গুলিতে গর্ডি'কে হত্যা করে সেটা তোমার ঘরে রেখে আসি চুপিসাড়ে। আর আমারি নির্দেশমতো ওয়েবার তোমার কাছ থেকে তোমার স্ত্রীর চুরি করার দৃশ্যের সেই ফিল্মের রীল ও টেপটা চুরি করে নিয়ে আসে। এর ফলে তোমাকে সন্দেহ করার অনেকগুলো সূত্র আমি তৈরী করে রাখলাম।

'দ্বিতীয় ফিল্মটা না পেয়ে আমি তখন দারুণ ক্ষেপে গেছি। ঠিক করলাম তোমাকে খুন করবো। গোল্ডস্টেইন বড় সাংঘাতিক লোক। তোমাকে খুন করে এমনভাবে সব সাজিয়ে রাখবো যাতে পুলিশ ভাববে তুমি আত্মহত্যা করেছো।

তোমার এ্যাপার্টমেণ্টের ডুপ্লিকেট চাবি আছে আমার কাছে। সেই চাবি দিয়ে তোমার এ্যাপার্টমেণ্টের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে তোমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেও খুন করতে পারলাম না, সেই দ্বিতীয় ফিল্মটাও পেলাম না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর এক সময় তোমার এ্যাপার্টমেণ্ট থেকে বেরিয়ে আমি এবং টেপ আর ফিল্মটা নষ্ট করে ফেলি। এবার ফ্রেডার পালা। সে তার ঘরে ঢোকার আগেই আমি সেখানে গিয়ে ওঁৎ পেতে বসে থাকি তার ফেরার অপেক্ষায়। হাতে ব্যাগ ও কাঁধে প্যান-অ্যাম এয়ার ব্যাগ ঝুলছিলো তার। ঘরে ঢুকতেই আমি তাকে তোমার পিস্তলের গুলি দিয়ে হত্যা করি।'

জিনের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এলো। বললো সে, 'ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন। বেচারী ফ্রেডার কোন দোষ ছিলো না। হঠাৎ বুলেটের আঘাতে কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে গেলো তার। আমি তার ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র, তার হাত-ব্যাগ সব কিছু তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু দ্বিতীয় ফিল্মটা পেলাম না। ওটা আমার চাই-ই। ফ্রেডা ঘৃণায় আমার মুখের ওপর থুথু ছিটিয়েছিলো, তাই ওকে খুন করে ফেলি রাগের মাথায়। বেচারীর ব্যাগ শূন্য ছিলো, তাতে কোন ফিল্ম ছিলো না। তারপর ওয়েবার আমাকে বললো, ফ্রেডার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে। খবরটা পাওয়া মাত্র আমি অনুমান করে নিই, দ্বিতীয় ফিল্মটা নিশ্চয়ই সে তোমাকে দিয়ে থাকবে। তাই তো ছুটে এসেছি তোমার কাছে, তোমার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে ; দ্বিতীয় ফিল্মটার জন্যে আমার শেষ মোকাবিলা…

'কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানো স্টেভ ? এতো সব ঘটনার কথা বিন্দু-বিসর্গও জানে না চ্যাণ্ডলার। কখনো সে জানতেও পারবে না, আমি তার জন্যে কি করেছি, তাকে আড়াল করার জন্যে আমাকে জীবনের কতো ঝুঁকিই না নিতে হয়েছে। সে তার সুন্দর প্রাসাদে প্রেয়সী স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরে সোহাগ করবে, আর আমি শুধু সপ্তাহে দুবার তার চুম্বনের স্বাদ গ্রহন করবো, তার হাতের স্পর্শ অনুভব করবো। এতেই আমার অনেক পাওয়া হয়ে যাবে।'

'তুমি কিভাবে কাজ করেছো নিজেকে ও মিঃ চ্যাণ্ডলারকে বাঁচানোর জন্যে, সেটা একান্তই তোমার ব্যাক্তিগত ব্যাপার জিন। তবে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসাকে তুমি একটা বিরাট ঠাট্টা বলে উপহাস করলে একটু আগে তাতেই আমি খুব দুঃখিত। যাইহোক, তুমি এখন এখান থেকে যাবে ?' আমার কথায় বিরক্তি প্রকাশ পেলো। তখন আমি তাকে একেবারেই সহ্য করতে পারছিলাম না।

'হ্যাঁ, অবশ্যই যাবো।' এগিয়ে গেলো গেলো সে দরজার দিকে। আমিও তাকে অনুসরণ করলাম।

'বিদায় জিন।'

'আমার একটা কাজ তুমি করবে স্টেভ ?' ঘুরে দাঁড়ালো সে।

'পারলে করবো বৈকি।'

'এই ফিল্মটা তুমি নষ্ট করে ফেলতে পারবে?'

'ওটা তোমার ব্যাপার জিন।'

'দয়া করে এ কাজটা তুমি করে দিও।'

'ঠিক আছে, তাই করবো'খন,' ক্যাসেটটা তার হাত থেকে নিলাম আমি। তারপর ধীরে ধীরে করিডোরের পথে এগিয়ে যেতে গিয়ে বললো সে, 'ধন্যবাদ। বিদায় স্টেভ।' তাকে এখন ভয়ংকর কুৎসিত দেখাচ্ছিল। অথচ কয়েকদিন আগেও আমার চোখে সে ছিলো অপরূপা।

'বিদায়।' মাথা নেড়ে আমি সাড়া দিলাম তাকে। সে চলে যেতে খুশী হলাম আমি। কিছু সময় উদ্দেশ্যেবিহীনভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করার পর ফোন করলাম বর্গকে। আমি তাকে বললাম, 'জো আমার এখানে চুরি হয়ে গেছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লস এ্যাঞ্জেলস্ এর উদ্দেশ্যে আমি রওনা হচ্ছি।'

'পুলিশের খবর দিয়েছো?'

'পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করার সময় আমার নেই। তুমি বরং সেই কাজটা করো।'

ঠিক আছে জিনকে বলে দেবো।'

'আমি যদি তোমার অবস্থায় থাকতাম, আমি নিজেই এ কাজটা করতাম,' এই বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম।

এরপর গোছগাছের পালা। যে পিস্তল দিয়ে গর্ডি ও ফ্রেডাকে হত্যা করা হয়েছিলো সেটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এসে নীচে জঞ্জালের স্তূপে নিক্ষেপ করলাম। আর দ্বিতীয় ফিল্মের ক্যাসেটটা ফেলে দিলাম ফার্নেসে। সব শেষ। তারপর এ্যাপার্টমেণ্টে ফিরে এসে আমার ব্যাগগুলো হাতে তুলে নিয়ে এ্যাপার্টমেণ্ট ছেড়ে এলিভেটারের দিকে এগিয়ে গেলাম। একটু পরে নীচে নেমে এসে গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্য রওনা হলাম।

লস এ্যাঞ্জেলস্ এর প্লেন ছাড়তে তখনো দু'ঘণ্টা বাকী ছিলো। এক সময় লাউডস্পীকারে আমার ফ্লাইট নম্বর ধ্বনিত হতেই প্লেনে ওঠার জন্যে এগিয়ে গেলাম। নির্দিষ্ট সময়ে প্লেন ছেড়ে দিলো। আমি তখন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন। বিক্ষিপ্ত চিন্তা। তারই মাঝে একটা বিশেষ চিন্তা বার বার বাধা সৃষ্টি করছিলো—সে চিন্তা জিন ও চ্যাণ্ডলারকে ঘিরে, বার বার ওয়েলকাম স্টোরের সেই ছবিটা আমার

চোখের সামনে ভেসে উঠছিলো…চুম্বনরত অবস্থায় চ্যান্ডলার ও জিন দাঁড়িয়ে রয়েছে।'…

লস এ্যাঞ্জেলস্-এ পেঁছে লাগেজ হাতে নিয়ে ট্যাক্সির খোঁজ করছি, অপরিচিত ডাক শুনতে পেলাম।

'মিঃ ম্যানসন।'

এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখতে পেলাম এক দীর্ঘদেহী লোক আমার দিকে ঝুঁকে তখন বলছিলো, 'আমি টেরী রজার, ''হলিউড' পত্রিকার রিপোর্টার।' তার মুখে স্মিত হাসি। 'মিঃ ম্যানসন, এটা কি সত্যি যে, 'দ্য ভয়েস অফ্ দ্য পিপলের' সম্পাদকের পদে আপনি ইস্তফা দিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'আপনার ও মিঃ চ্যান্ডলারের মধ্যে কি মত পার্থক্য হয়েছিলো ?'

'না। ভেবে দেখলাম, সম্পাদকের দায়িত্ব আমার ঠিক উপযুক্ত নয়।' কথাটা শেষ করেই আমি এগিয়ে যেতে থাকি।

'আপনার সেক্রেটারী ?' একটু বিস্মত হয়ে তাকালাম তার দিকে। 'কেন, জিন কেসী আপনার সেক্রেটারী ছিলো না ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কি ব্যাপারে তার ?'

'মিনিট দশেক আগের খবর, ট্রাক চাপা পড়ে মারা গেছে সে।'

আমার মনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো না।

টেরী নিজের থেকেই বললো, খবরটা শুনে মিঃ চ্যান্ডলার দুঃখপ্রকাশ করে বলেছেন, ম্যাগাজিনের পক্ষে তার মৃত্যু অপূরণীয় ক্ষতি। মিঃ ম্যানসন, আপনার কোনো মন্তব্য আছে ?'

'একদিন আমাদের সবাইকেই মরতে হবে—এমনকি সোনালী মাছকেও।' কথাটা বলেই তাকে ছেড়ে এগিয়ে গেলাম।

অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো সে আমার দিকে।